ষোড়শ বর্ষ [মাঘ, ১৩৩৫] দশম উপন্যাস

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

'রহস্য-লহরী'

উপন্যাস-মালার

১৩৩ নং উপন্যাস

আজব আয়না

[প্রথম সংস্করণ]

২৮ নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা
'রহস্য-লহরী বৈদ্যুতিক মেসিন-প্রেসে'
শ্রীদিব্যেন্দ্রকুমার রায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'রহস্য-লহরী' কার্য্যালয়—
মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

রাজ সংস্করণ পাঁচ শিকা,—সুলভ সাধারণ, বার আনা মাত্র।

আজব আয়না

প্রথম প্রবাহ

প্রতিবিম্ব-রহস্য

ইংলণ্ডের যে সকল লর্ড সুদক্ষ শিকারী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন লর্ড ব্লেনমোর তাঁহাদের অন্যতম। একদিন অপরাহ্ণ কালে তিনি পদব্রজে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট অতিক্রম করিতেছিলেন; একখানি দোকানের কাচমণ্ডিত জানালার সম্মুখে আসিয়াই তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চিমাকাশ তখন খণ্ডবিখণ্ড মেঘস্তরে আচ্ছন্ন থাকিলেও অপরাহ্ণের সুলোহিত তপন-কিরণ বিভিন্ন মেঘের ব্যবধান-পথে দোকানের সেই কাচময় বাতায়নে প্রতিফলিত হইতেছিল।

দোকানের সেই বাতায়নে কয়েকটি সুবৃহৎ শুভ্র গজদন্ত শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত থাকিয়া দর্শকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছিল; সেই গজদন্তগুলি দেখিয়াই তিনি জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

লর্ড ব্লেনমোর দুই এক মিনিট সেই গজদন্তগুলির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মনে মনে বলিলেন, "আফ্রিকার হাতীর দাঁত। চমৎকার নিখুঁত দাঁত! বোধ হয় কোন হতভাগা অভাবের তাড়নায় বিব্রত হইয়া এই পরম সুন্দর জিনিসগুলি বিক্রয় করিয়া গিয়াছে। লোকটার কি দুর্ভাগ্য!"

লর্ড ব্লেনমোর বিখ্যাত শিকারী, এজন্য তিনি সেই গজদন্তগুলির প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিলেন; তাহাদের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেন। পুরাতন জিনিসের দোকানে এরূপ মূল্যবান দুর্লভ সামগ্রী বিক্রয়ার্থ সজ্জিত থাকা লজ্জার বিষয় বলিয়াই তাঁহার মনে হইল। তিনি ভাবিলেন—অর্থাভাবে যাহারা এ রকম রমণীয় সখের জিনিস বিক্রয় করিতে পারে, কোন রকম অপকর্ম্মেই তাহাদের কুণ্ঠা নাই! লর্ড

ব্লেনমোর বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ; তাঁহার গৃহে যে সকল স্মৃতিচিহ্ন ছিল—তাহা কোন কারণে যদি বিক্রয় করিতে হয়, তবে সে কিরূপ দুর্ভাগ্যের বিষয় ইহা চিন্তা করিয়া তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হইলেও তাঁহার সদাশয়তার অভাব ছিল না ; পরমুহূর্ত্তেই তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "কিন্তু সংসারের সকল লোক টাকার পাহাড়ের উপর বসিয়া নাই। যে ব্যক্তি এই অসাধারণ জিনিসগুলি বিক্রয় করিয়া গিয়াছে, সে কি দোকানদারের নিকট ইহাদের উপযুক্ত মূল্য আদায় করিতে পারিয়াছে ? আমার ত তাহা বিশ্বাস হয় না। অভাবে পড়িয়া যাহা বিক্রয় করিতে হয়, তাহার ন্যায্য মূল্য কখনও পাওয়া যায় না—সে জিনিস যতই উৎকৃষ্ট, যতই দুর্লভ হউক।"

লর্ড ব্লেনমোর এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন—সেই সময় অদূরবর্ত্তী একটি বৃদ্ধের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সেই বৃদ্ধও কিছু দূরে দাঁড়াইয়া সেই দোকানের পুরাতন জিনিস-পত্র দেখিতেছিলেন। তিনি বৃদ্ধের ভাবভঙ্গি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বৃদ্ধটি কি একটা জিনিস দেখিয়া আগ্রহ ও মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিতে পারেন নাই।

সেই সময় অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট দিয়া নানা আকারের অসংখ্য শকট যাতায়াত করিতেছিল ; দোকানের সম্মুখস্থ ফুট-পাথের উপর দিয়া নরমুণ্ডের স্রোত বহিতেছিল ; দোকানে দোকানে ক্রেতার সংখ্যাও অল্প ছিল না। কিন্তু লর্ড ব্লেনমোর বা তাঁহার অদূরবর্ত্তী মলিন পরিচ্ছদধারী সেই বৃদ্ধের প্রতি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। যদি কেহ তাঁহাদের উভয়ের আকার, বয়স ও পরিচ্ছদাদির পার্থক্য লক্ষ্য করিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের দু'জনকে পাশাপাশি দণ্ডায়মান দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইতেন। বৃদ্ধটির কেশরাশি পাকিয়া সাদা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মুখ লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যাইত, অকালবার্দ্ধক্য-ভারে তিনি কুব্জ হইয়াছেন, এবং কোন কারণে মানসিক সুখ শান্তিতে বঞ্চিত হইয়াছেন। লোকটি ইহুদী—ইহাও তাঁহার মুখ দেখিলে বুঝিতে পারা যাইত।

লর্ড ব্লেনমোর কোন অপরিচিত লোকের পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইতেন না ; কিন্তু কি কারণে বলা যায় না, এই বৃদ্ধটি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া-

ছিলেন ; বৃদ্ধের ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাঁহার মনে কৌতূহলের সঞ্চার হইয়াছিল। বৃদ্ধ সেই জানালার একপ্রান্তে সংরক্ষিত ব্রোঞ্জ ধাতু-নির্ম্মিত একটি গোলাকার পদার্থের দিকে এভাবে চাহিতেছিলেন—যেন হাতে পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন! সেই পদার্থটি কোন গোলাকার আধারের ডালা কি না লর্ড ব্লেনমোর তাহা বুঝিতে পারিলেন না ; কিন্তু তাহার পালিস এরূপ উজ্জ্বল যে, সূর্য্যালোকে তাহা ঝক্‌মক্‌ করিতেছিল। বৃদ্ধ বাহ্যজ্ঞান-রহিত হইয়া কি জন্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, ইহা অন্য কেহই বলিতে পারিত না।

বৃদ্ধ কয়েক মিনিট সেই জিনিসটি লক্ষ্য করিয়া, তাহার কিছু দূরে সেই জানালার একপ্রান্তে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বিহ্বল স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আরাসঙ্গো! আরাসঙ্গো!"

লর্ড ব্লেনমোর বৃদ্ধের কথা শুনিয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। এই শব্দটি যেন তাঁহার হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া, তাঁহার সুপ্তপ্রায় স্মৃতিকে সচেতন করিয়া তুলিল। তাঁহার স্মরণ হইল—কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি আফ্রিকার দুর্গম কঙ্গো রাজ্যে শিকার করিতে গিয়া একটি নদীতে নৌ-বিহার করিয়াছিলেন, সেই নদীর নাম 'আরাসঙ্গো!'—এই নামটি সাধারণ নাম নহে ; এই জন্য সেই বৃদ্ধ ইহুদী কোন অজ্ঞাত কারণে এই নামটি উচ্চারণ করায় লর্ড ব্লেনমোর অধিকতর বিস্ময় ও কৌতূহলভরে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। দোকানের জানালার যে স্থানে বৃদ্ধের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল—সেই স্থানে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া লর্ড ব্লেনমোর দেখিতে পাইলেন—জানালার সেই স্থানে পূর্ব্বোক্ত পালিশ-করা জিনিসটির প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল। জানালাটি শুভ্র 'এনামেলে' (white enamelled) সুরঞ্জিত থাকায়, তাহার উপর যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল তাহার ঔজ্জ্বল্য অক্ষুণ্ণ ছিল।

লর্ড ব্লেনমোর সেই প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইল না কি ?"—তিনি সেই প্রতিবিম্বে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে ধাঁধা লাগিল। ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত সেই গোলাকার পদার্থটি আয়নার মত মসৃণ ও স্বচ্ছ। এই জন্য তাহার উপর ঠিক আয়নার মতই সূর্য্যালোক প্রতিবিম্বিত

হইয়েছিল। কিন্তু যে স্থানে সেই আলোকের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল—সেখানে শুভ্র আলোকচ্ছটার পরিবর্ত্তে প্রতিবিম্বের ভিতর ছায়ার মত একটা নক্সা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। (there was a shadowy sort of design in the reflection.)

লর্ড ব্লেনমোর সেই প্রতিবিম্বের ভিতর যে নক্সাটি দেখিলেন, তাহা কতকগুলি অসমান রেখা-সমন্বিত একখানি মানচিত্র বলিয়াই তাঁহার প্রতীতি হইল। একটি দাগের ভিতর সুস্পষ্ট ক্রশ-চিহ্ন ও 'আরাসঙ্গো' এই শব্দটি লক্ষিত হইল। বৃদ্ধও এই শব্দটি দেখিয়াছিলেন—তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। এতভিন্ন সেই মানচিত্রের রেখাগুলির দ্বারা একটি নদীর অস্তিত্বও পরিস্ফুট হইয়াছিল; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে একখণ্ড মেঘে সূর্য্য আবৃত হওয়ায় সেই প্রতিবিম্ব অদৃশ্য হইল। বায়স্কোপের পর্দ্দা হইতে যেমন কোন চিত্র চক্ষুর নিমেষে অদৃশ্য হয়—সেই ভাবে তাহা হঠাৎ মুছিয়া গেল।

নক্সাখানি অদৃশ্য হওয়ায় বৃদ্ধের ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তিনি হতাশভাবে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া মুখ ফিরাইলেন; তাহার পর দুই হাতে জানালা ধরিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ হঠাৎ ঢলিয়া পড়িয়া যাইবেন ভাবিয়া লর্ড ব্লেনমোর ব্যগ্রভাবে তাঁহার পাশে গিয়া কাঁধ চাপিয়া ধরিলেন, এবং মৃদুস্বরে বলিলেন; "তোমার কি হইল বুড়া? বিচলিত হইও না; স্থির হও।"

বৃদ্ধ অধীর ভাবে বলিলেন, "দরজা কোন্ দিকে? আমি দোকানে প্রবেশ করিব; সন্ধান লইয়া জানিব—, কিন্তু আপনি কে মহাশয়? আপনি কি জন্য—"

বৃদ্ধের মুখের কথা মুখেই রহিল। নিদারুণ উত্তেজনায় তাঁহার চোখ মুখ লাল হইল। তিনি থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দোকানের দরজার দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন; অন্য কোন দিকে তাঁহার লক্ষ্য রহিল না।

লর্ড ব্লেনমোর তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া সদয় ভাবে বলিলেন, "তুমি দোকানের ভিতর প্রবেশ করিবে? উত্তম, চল আমি তোমাকে দোকানের ভিতর লইয়া যাইতেছি।"

লর্ড ব্লেনমোর বৃদ্ধের হাত ধরিয়া সেই বাতায়নের সম্মুখ হইতে দোকানের সদর

দরজায় উপস্থিত হইলেন; এবং দোকানের দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া দিলেন।

লর্ড ব্লেনমোর কিছু কাল সেখানে অপেক্ষা করিবেন কি চলিয়া যাইবেন—তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় প্রৌঢ় দোকানদার দোকানের অন্য ধার হইতে তাঁহাদের সম্মুখে আসিল। সে লর্ড ব্লেনমোরকে চিনিত, তাঁহাব মত সম্ভ্রান্ত ক্রেতা সর্ব্বদা তাহার দোকানে দেখিতে পাওয়া যায় না; এজন্য সে হর্ষোচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন, "নমস্কার লর্ড মহাশয়! আপনার দর্শন লাভ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম হুজুর!" (your lordship!)

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "কিন্তু নিস্ফল আনন্দ! দেখ রোল্যাণ্ড, কোন জিনিসপত্র কিনিবার মতলবে আজ তোমার দোকানে আসি নাই। এই বৃদ্ধ ভদ্র লোকটিকে তোমার দোকানে পৌঁছাইয়া দিতে আসিযাছি। আমার বিশ্বাস, তোমার দোকান হইতে কোন জিনিস কিনিবার জন্য উঁহার আগ্রহ হইয়াছে।"

বর্ড ব্লেনমোর তৎক্ষণাৎ দোকান পরিত্যাগ করিলে তাহা শিষ্টাচার-সঙ্গত হইবে না মনে করিয়া, সেই মুহূর্ত্তে বাহিরে না গিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং একটি গ্লাস-কেসের ভিতর সংরক্ষিত প্রাচীন যুগের কয়েকটি রোমান মুদ্রা (Roman coius) দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি তখন আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে সে দিকে চাহিয়া থাকিলেও ঐ সকল মুদ্রা তাঁহার কৌতূহল আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, কারণ তাঁহার ঘরে তাহা অপেক্ষাও বহু পুরাতন ও দুর্লভ অনেক রোমান মুদ্রা সঞ্চিত ছিল।

দোকানদার রোলাণ্ড বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিল না; কারণ বৃদ্ধের চেহারা ও পরিচ্ছদ দেখিয়া, তিনি সম্ভ্রান্ত ক্রেতা বলিয়া তাহার ধারণা হইল না। তাহার দোকানে যে সকল সামগ্রী বিক্রয় হয়—তাহা পুরাতন হইলেও দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান; সৌখিন ধনাঢ্য ব্যক্তি ভিন্ন কোন সাধারণ গৃহস্থ তাহা কিনিতে পারে না। সুতরাং যে শ্রেণীর ক্রেতা তাহার দোকানে প্রবেশ করে—বৃদ্ধ সেই শ্রেণীর লোক নহেন বুঝিয়া তাহার মনে অবজ্ঞার সঞ্চার হইল; কিন্তু লর্ড ব্লেনমোর যাহাকে সঙ্গে লইয়া দোকানে রাখিতে আসিয়াছেন—তিনি দরিদ্র হইলেও তাঁহার

প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করা রোল্যাণ্ড সঙ্গত মনে করিল না। সে অশ্রদ্ধা গোপন করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আপনার আদেশ পালন করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি ; আপনার কি প্রয়োজন বলুন।"

বৃদ্ধ চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, আমার একটু প্রয়োজন আছে বৈ কি! তোমার দোকানের ঐ দিকের জানালা দিয়া ব্রোঞ্জের একটি পালিশ-করা খুব চকচকে জিনিস আমার নজর পড়ায় সেই জিনিসটি--"

রোল্যাণ্ড বৃদ্ধের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "ওঃ, আপনি বুঝি সেই জাপানী আয়নাখানির কথা বলিতেছেন?"

বৃদ্ধ অধীর ভাবে বলিলেন, "জাপানী আয়না?—উহা জাপানী নয়; জাপানী-দের সাধ্যও নাই যে ঐ জিনিস প্রস্তুত করিবে।"

রোল্যাণ্ড মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি বলিতেছেন—সেখানি জাপানী আয়না নয়। তা আপনার ধারণাটা যে মিথ্যা—এ কথা অবশ্যই বলিতে পারি না। তবে কি জানেন? সাধারণতঃ আমরা ক্রেতাদের নিকট জিনিস-পত্রের যে রকম পরিচয় দিয়া থাকি, আপনার নিকটেও সেইরূপ পরিচয় দিয়াছি। সেই আয়না-খানি জাপানী আয়নার অনুরূপ হইলেও আসল জাপানী নহে, তাহার নকলমাত্র —ইহা আপনি নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছেন। নকল জিনিসের মূল্য অধিক হয় না, সেই আয়নাখানির মূল্যও যৎসামান্য। আপনি কি তাহা হাতে লইয়া দেখিবেন? জিনিসটা অতি তুচ্ছ।"

বৃদ্ধের চক্ষু প্রবল উত্তেজনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তিনি আবেগভরে বলিলেন, "কি বলিলে? তুচ্ছ জিনিস!—তা হউক তুচ্ছ, উহা আনিয়া আমাকে দেখাও। ঐ তুচ্ছ জিনিসই দেখিবার জন্য আমার একটু আগ্রহ হইয়াছে। আমিও তুচ্ছ ব্যক্তি, তা আমার চেহারা আর পোষাক দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছ। বাহিরের খোলস দেখিয়াই বিচার করা একালের দস্তুর।"

রোল্যাণ্ড পূর্ব্বোক্ত জানালার নিকট উপস্থিত হইল এবং ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত আয়না-খানি আনিয়া ধীরে ধীরে বৃদ্ধের সম্মুখস্থ ডেস্কের উপর রাখিল। আয়নাখানির সম্মুখভাগ ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত হইলেও তাহার পালিশ অত্যন্ত উজ্জ্বল, পশ্চাদ্ভাগ কাষ্ঠ-

নির্ম্মিত, তাহার উপর বার্ণিশ। বৃদ্ধ গভীর আগ্রহে কম্পিত হস্তে তাহা তুলিয়া লইলেন। তাহার পর তাহা পরীক্ষা করিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "হাঁ, সেই জিনিসই বটে, ঠিক তাহাই ; এ আমারই আয়না ; ঠিক আমার, আমার !"

রোল্যাণ্ড বৃদ্ধের কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিরক্তি ভরে বলিল, "আপনার জিনিস ? আপনি হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিলেন না কি ?"

বৃদ্ধ আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "আমি বোকার মত কথা বলি নাই ; আমার কথার মর্ম্ম এই যে, এই জিনিস এক সময় আমারই দখলে ছিল ; পরে আমি ইহা বিক্রয় করিয়াছিলাম। হাঁ, বহুবৎসর পূর্ব্বে ভ্রমক্রমে ইহা বিক্রয় করিয়াছিলাম ; সুতরাং এখন ইহা আমার, এ কথা বলিতে পারি না বটে। যাহা হউক, এখন ইহা কত টাকায় বিক্রয় করিবে ? কত টাকা পাইলে ইহা ছাড়িয়া দিতে রাজী আছ ?"

রোল্যাণ্ড বলিলেন, "পোনের গিনি।"

বৃদ্ধ বিস্ফারিত নেত্রে রোল্যাণ্ডের মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "প—নে—রো গিনি ! তুমি বলিতেছ কি ? ইহারই দাম পনের গিনি ? তুমি যে আমাকে অবাক্ করিয়া দিলে !"

রোল্যাণ্ড অচঞ্চল স্বরে বলিল, "আমি দোকানদার হইলেও দোকানদারী করিবার অভ্যাস আমার নাই। ইহার মূল্য পনের গিনি, এক ফার্দ্দিংও কম নয়।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "কিন্তু একটু আগে তুমিই ত বলিয়াছিলে—জিনিসটি অতি তুচ্ছ, ইহার মূল্য যৎসামান্য। আমি মূল্য জিজ্ঞাসা করিবামাত্র দাম পনের গিনি হইয়া গেল ! এ যদি দোকানদারী না হয় ত দোকানদারী কাহাকে বলে বাবা ?"

রোল্যাণ্ড বিরক্তি ভরে বলিল, "এই তুচ্ছ জিনিস কিনিতে আসিয়া আপনি এত কথা খরচ করিতেছেন কেন ? আপনার না পোষায়, আপনি লইবেন না। হাঁ, আমি বলিয়াছিলাম—ইহার মূল্য যৎসামান্য। আমার এখানে বহুমূল্য জিনিস বিস্তর আছে, তাহাদের মূল্যের তুলনায় ইহার মূল্য যৎসামান্য নহে কি ? আমার দোকানে যে সকল জাপানী আয়না আছে—তাহাদের দাম শুনিলে আপনার হয় ত মূর্চ্ছা হইবে। পনের গিনি দামের জিনিস আবার জিনিস !"

বৃদ্ধ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "পনের গিনি ইহার দাম হইতেই পারে না। অসম্ভব, অন্যায়, অবিশ্বাস্য !"

রোল্যাণ্ড সক্রোধে বলিল, "মহাশয়, আপনি ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করিতেছেন। আয়নাখানি রাখিয়া আপনি দয়া করিয়া পথ দেখুন; আপনি ইহা কিনিতে পারিবেন না। আমার আর কোন কথা বলিবার নাই।"

বৃদ্ধ মাথা ঝাঁকাইয়া বলিলেন, "কিন্তু এখনও আমার দুই একটা কথা বলিবার আছে। আমি যখন ইহা বিক্রয় করি তখন ক্রেতার নিকট কি মূল্য পাইয়াছিলাম শুনিবে?—মাত্র দুই গিনি। তুমি এখন তাহার সাড়ে সাতগুণ বেশী মূল্য হাঁকিয়া বলিতেছ—তোমার দোকানদারী করিবার অভ্যাস নাই! দুই গিনি জিনিসের দাম পনের গিনি হাঁকিলেও যদি দোকানদারী করা না হয়—তাহা হইলে গালে চড় মারিয়া টাকার থলি কাড়িয়া লইলেই কি বুঝিব—দোকানদারী করা হইল? যে জিনিস একদিন দুই গিনিতে বিক্রয় করিয়াছি—তাহাই আজ পনের গিনিতে কিনিতে হইলে কি করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করা যায় বলিতে পার বাবা?"

রোল্যাণ্ড অবিচলিত স্বরে বলিল, "আপনার জিনিস? তবে ইহা বিক্রয় করিয়া আবার কিনিয়া লইবার সখ হইল কেন? আপনি যদি ইহা কাহারও কাছে বিনামূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন, সেজন্য আমিও কি বিনামূল্যে বিক্রয় করিব? আমি ইহা যে মূল্যে কিনিয়াছি—তাহা দুই গিনি অপেক্ষা অনেক বেশী; এজন্য পনের গিনি ইহার মূল্য ধার্য্য করিতে হইয়াছে। আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আমি দায়ী নহি। আপনি পনের গিনি দিতে পারেন, ইহা পাইবেন; না পারেন—ধীরে ধীরে সরিয়া পড়ুন। পনের গিনির কম মূল্যে ইহা পাইবেন না।"

বৃদ্ধ আর কোন কথা বলিলেন না। তিনি হতাশভাবে কাতর দৃষ্টিতে সেই আয়নাখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার বিষাদ ও ব্যাকুলতা এরূপ মর্ম্মস্পর্শী হইল যে, পরদুঃখ-কাতর লর্ড ব্লেনমোর তাঁহার কাতরতায় বিচলিত হইলেন; তাঁহার মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিতেও তাঁহার কষ্ট হইল।

বৃদ্ধ কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া বলিলেন, "পনের গিনি দিয়া ইহা ক্রয় করা আমার অসাধ্য, অথচ এ জিনিস আমার হাতছাড়া করিলেও চলিবে না। আমি পনের গিনি সংগ্রহ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব; ইতিমধ্যে তুমি ইহা কাহারও নিকট বিক্রয় না কর—এজন্য আমি ইহার বায়না বাবদ দশ শিলিং তোমার কাছে আজ গচ্ছিত রাখিতে পারি। আমার এই প্রস্তাবে তোমার আপত্তি আছে কি ?"

রোল্যাণ্ড বলিল, "না, ইহাতে আপত্তির কোন কারণ দেখি না; আপনি ইহার বায়নাস্বরূপ দশ শিলিং আমার কাছে রাখিয়া যাইতে পারেন মিঃ—, আপনার নামটি এখনও জানিতে পারি নাই মহাশয় !"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আমার নাম রোসেন,—মার্ক রোসেন। তুমি দশ-শিলিং রাখিয়া দাও, বাকি টাকা দিয়া আমি এই আয়না লইয়া যাইব।"—বৃদ্ধ পকেট হইতে দশ শিলিংএর একখানি নোট বাহির করিয়া রোল্যাণ্ডকে দিতে উদ্যত হইলেন।

রোল্যাণ্ড বলিল, "আপনি দশ শিলিং গচ্ছিত রাখিতে পারেন বটে, কিন্তু আমি আপনার বায়না লইতেছি বলিয়াই যে অনির্দ্দিষ্ট কাল ইহা আপনার ভরসায় রাখিয়া দিব—এরূপ মনে করিবেন না; তবে তিন মাসের মধ্যে আমি ইহা বিক্রয় করিব না। তিন মাসের মধ্যে যদি আপনি ইহা ক্রয় না করেন, তাহা হইলে আমি ইহা অন্য ক্রেতার নিকট বিক্রয় করিব; বায়নার টাকা কিন্তু আপনি আর ফেরত পাইবেন না।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আমি এই সর্ত্তেই রাজী। অবশিষ্ট টাকা আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই আনিয়া দিয়া আমার জিনিস লইয়া যাইব। এমন কি, সুবিধা হইলে কালও ইহা লইয়া যাইতে পারি; তিনমাস পর্য্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে না।—টাকাগুলি সংগ্রহ করিতে হইবে কি না।"

রোল্যাণ্ড বলিল, "আপনার ঠিকানাটা বলিয়া যান।"—সে নোটখানি গ্রহণ করিল।

বৃদ্ধ রোসেন বলিলেন, "আমার ঠিকানা সোহো পল্লীর ব্লেন্‌স্ বিল্‌ডিংস্। তুমি

এই আঁয়নাখানি সাবধানে রাখিও, যেন অন্য কোন লোকের নজরে না পড়ে; আর পনের গিনির বেশী দর পাইলেও ইহা বিক্রয় করিবে না ত ?. বায়নার টাকা লইয়াছ—এখন ইহা আমার, এ কথা যেন তোমার স্মরণ থাকে। বাকি টাকা আনিয়া দিয়া আমি ইহা লইয়া যাইব।"

বৃদ্ধ আয়নাখানি রাখিয়া সোৎসুক নেত্রে পুনর্ব্বার তাহার দিকে চাহিয়া উঠিয়া প্রস্থান করিলেন, তখন রোল্যাণ্ড লর্ড ব্লেনমোরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "হুজুর! এই বুড়াটা বড়ই অদ্ভুত প্রকৃতির লোক; কত রকম লোকই যে আমাদের দোকানে আসে! এক একজনের এক একরকম খেয়াল।"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "এই আয়নাখানা কিনিবার জন্য উহার এত আগ্রহ হইয়াছে কেন বলিতে পার? টাকা নাই, তথাপি উহা কিনিতেই হইবে! অদ্ভুত সখ বটে!"

রোল্যাণ্ড বলিল, "ঐ এক রকম খেয়াল; অথচ এই তুচ্ছ জিনিসটা উহার কোন কাজে লাগিবে বলিয়া মনে হয় না। এ রকম তুচ্ছ জিনিস ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য জানালায় রাখিবারও প্রয়োজন ছিল না; আমাদের চাকরটা ভুল করিয়া উহা জানালায় রাখিয়াছিল।"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "আমার ত মনে হয়, উহা জানালায় রাখা ভালই হইয়াছিল। মিঃ রোল্যাণ্ড, উহার মূল্য পনের গিনির অবশিষ্ট টাকা আমিই তোমাকে দিতেছি।"—তিনি টাকার থলি খুলিয়া কয়েকখানি নোট বাহির করিলেন।

রোলাণ্ড সবিস্ময়ে বলিল, "আয়নার বাকি দাম হুজুরই নিজে দিতেছেন? হুজুরের দয়ার সীমা নাই, কিন্তু—"

লর্ড ব্লেনমোর কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "ও সব তোমার বাজে কথা! আমি দয়া-টয়ার ধার ধারি না; তবে এই জিনিসটা কিনিবার জন্য বৃদ্ধের আগ্রহ দেখিয়া, বিশেষতঃ, তাহার কিনিবার সামর্থ্য নাই বুঝিতে পারিয়া, আমি পূর্ব্বেই টাকাগুলি দিব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু বৃদ্ধ তাহাতে অপমান বোধ করিয়া আমার দান প্রত্যাখ্যান করিতে পারে—এই আশঙ্কায় তাহার সাক্ষাতে টাকা-

গুলি দিতে সাহস করি নাই। সংসারে সকলের অবস্থা ত সচ্ছল নহে!—তুমি এই আয়নাখানি রোসেনের বাসায় পাঠাইতে পারিবে কি? সেই সঙ্গে ইহার মূল্যের রসিদখানিও পাঠাইলে সুখী হইব।"

রোল্যাণ্ড বলিল, "হুজুরের আদেশ পালন করিতে আমার কি আপত্তি থাকিতে পারে? আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই ইহা বুড়া ইহুদীটার কাছে—"

লর্ড ব্লেনমোর বাধা দিয়া বলিলেন, "দেখ রোলাণ্ড, আমি আর একটা কথা ভাবিতেছি; আয়নাখানি আমি স্বয়ং লইয়া যাইব। মিঃ রোসেনের সঙ্গে আমার দুই একটি কথা আছে। আয়নাখানি আমার হাতে দিতে তোমার বোধ হয় আপত্তি হইবে না?"

রোল্যাণ্ড হাসিয়া বলিল, "হুজুরকে অতটুকু বিশ্বাস করা যাইতে পারে। আপনি যে এই তুচ্ছ আয়নাখানি আত্মসাৎ করিবেন—এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। আমি ইহা কাগজের বাক্সে বাঁধিয়া দিতেছি; তবে ইহা পাঠাইতে আমার কোন অসুবিধা হইত না হুজুর!'

রোল্যাণ্ড আয়নাখানি কাগজের বাক্সে পুরিয়া বাঁধিয়া দিল; লর্ড ব্লেনমোর সেই আজব আয়না (curious mirror) হাতে লইয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। 'আরাসঙ্গো' শব্দটি পুনঃ পুনঃ তাঁহার কর্ণমূলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি ইহার অর্থ নির্ণয় করিতে পারিলেন না।

দ্বিতীয় প্রবাহ

ঐন্দ্রজালিক দর্পণ

মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন; "স্মিথ, এক মিনিট অপেক্ষা কর।"—স্মিথ বলিল, "এক মিনিট কেন, প্রয়োজন হইলে এক ঘণ্টাও অপেক্ষা করিতে পারি ; বিশেষতঃ আজ বৈকালে আমার হাতে তেমন কোন জরুরি কাজও নাই।—কোন কাজে কি ভুল হইয়াছে কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, তোমার মত আমি ভুলো নই স্মিথ!—ও দিকের ফুট-পাথ দিয়া একটি ভদ্র লোক যাইতেছেন—দেখিয়াছ ? দীর্ঘদেহ, সুপুরুষ, হাতে গজদন্তের লাঠী ? উনি কোন্ দিকে যাইবেন—লক্ষ্য করিবার জন্য হঠাৎ থামিয়াছি। ভদ্রলোকটির চেনা মুখও ; কিন্তু অনেক দিন দেখা নাই।"

স্মিথ আগন্তুকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "ভুলো মন আমার না আপনার ? চেনা মানুষকে চিনিতে পারিলেন না ?—উনি যে লর্ড ব্লেনমোর! ঐ দেখুন, আপনাকে দেখিয়া উনি হাসিতে হাসিতে এই দিকেই আসিতেছেন।"

মিঃ ব্লেক বাড়ী হইতে বাহির হইয়া তাঁহার মোটর-কার গ্রে-প্যান্থারে উঠিতে যাইতেছিলেন। হঠাৎ বেকার ষ্ট্রীটের অন্য ফুট-পাথে লর্ড ব্লেনমোরকে দেখিয়া তিনি গাড়ীর অদূরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন।

লর্ড ব্লেনমোর মিঃ ব্লেককে দূর হইতে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলেন। তিনি মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া হাসি-মুখে হাত বাড়াইয়া দিলেন, তাহার পর তাঁহার কর মর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "বহুদিন পরে আজ হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা হইল! বেকার ষ্ট্রীটে আসিলে সর্ব্ব প্রথমে আপনার কথাই স্মরণ হয়। মনে করিলাম, অনেক দিন আপনার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নাই, এ পথে আসিলাম ত একবার দেখা করিয়াই যাই। এই দিকে চাহিতেই হঠাৎ আপনাকে দেখিতে পাইলাম!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনাকে দেখিয়া চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারি নাই ; মনে হইতেছিল আপনি পৃথিবীর অন্য কোন প্রান্তে শিকার করিতে, না হয় কোন নদ নদী পর্ব্বত-গুহা আবিষ্কার করিতে গিয়াছেন। আপনি বোধ হয় অল্পদিন পূর্ব্বে বোর্ণিও, ফিলিপাইন, কি মধ্য আফ্রিকা, অথবা ঐরূপ অন্য কোন স্থান হইতে দেশে ফিরিয়াছেন ?"

স্মিথ বলিল,"আবার আগামী সপ্তাহেই উনি হয় ত সাগর-পারে যাত্রা করিবেন ; উঁহার আসা যাওয়া সমান আকস্মিক।"

লর্ড ব্লেনমোর হাসিয়া বলিলেন, "তোমার অনুমান অসঙ্গত নহে স্মিথ ! আমি লণ্ডনে কখন থাকি, কখন থাকি না—তাহা বলা কঠিন বটে। আমি দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে লণ্ডনে ফিরিয়াছি ; ইতিমধ্যেই বিদেশ-যাত্রার জন্য মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। লণ্ডনের বাতাসে যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে !—আমি স্বদেশকে কাহারও অপেক্ষা কম ভাল বাসি না, কিন্তু দেশ বিদেশে ঘুরিয়া না বেড়াইলে আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে। যাহার যেমন স্বভাব !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা বটে ; তবে যিনি বিপুল ঐশ্বর্য্যের মালিক—ও কথা তাঁহারই মুখে শোভা পায়।"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "আপনিও ত সুযোগ পাইলেই সাগর লঙ্ঘন করেন। এখন কোথাও যাইতেছেন, না বাড়ী ফিরিলেন ? গাড়ী ত সঙ্গেই দেখিতেছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "একটু বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম; হাতে কোন জরুরী কাজ নাই। আসুন, এক পেয়ালা চা—"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "থাক ; আমি একবার সোহো পল্লীতে যাইব, সেখানে একটি লোকের সঙ্গে—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি বগল হইতে একটি ছোট পার্শেল বাহির করিয়া তাহা মিঃ ব্লেককে দেখাইয়া বলিলেন, "কিন্তু সোহোতে যাইবার পূর্ব্বে একটি জিনিস আপনাকে দেখাইবার জন্য আমার আগ্রহ হইতেছে। চলুন, আপনার বাড়ীতেই যাই, পাঁচ মিনিট অপেক্ষা আপনার বেশী সময় নষ্ট করিব না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পাঁচ মিনিট কেন, এখন দুই ঘণ্টা আপনার সঙ্গে গল্প করিলেও আমার সময় নষ্ট হইবে না। কিন্তু আপনি আমাকে কি দেখাইবেন?"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "একখানি ঐন্দ্রজালিক দর্পণ।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "বটে! আপনি কি শিকার ছাড়িয়া এখন যাদুবিদ্যার অনুশীলন করিতেছেন?"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! না মিঃ ব্লেক, ঐ বিদ্যার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। সত্য কথা বলিতে কি, এই আয়নাখানি আমার নয়, আমি ইহার মালিককে দিতে যাইতেছি। সে সোহো পল্লীতে বাস করে; কিন্তু এই আজব আয়না আর কয়েক মিনিট পরেই আমার হাত ছাড়া হইবে বলিয়া ইহা আপনাকে দেখাইবার সুযোগ নষ্ট করিতে ইচ্ছা হইতেছে না।"

মিঃ ব্লেক আগ্রহ ভরে বলিলেন, "বাহিরে যাওয়া এখন মুলতুবি থাক, গরীবের বাড়ী দয়া করিয়া আসুন। গাড়ী এখানেই থাকুক; আপনাকে সোহো পল্লীতে নামাইয়া দিয়া আমি অন্য দিকে যাইব।"

মিঃ ব্লেক লর্ড ব্লেনমোরকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। লর্ড ব্লেনমোর তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া আগ্রহ ভরে পশ্চিম দিকের জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অপরাহ্ণের লোহিত তপন তখন একখণ্ড মেঘের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছিল; সেই মেঘ শীঘ্র অপসারিত হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন।

লর্ড ব্লেনমোর সেই বাতায়নের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি আশা করিয়াছিলাম—আপনার ঐ জানালা দিয়া এই কক্ষে রৌদ্র প্রবেশ করিবে; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মেঘে সূর্য্য ঢাকিয়া গিয়াছে। জানি না কতক্ষণ পরে মেঘ সরিয়া যাইবে, আবার রৌদ্র দেখা দিবে।"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "ঘরে রৌদ্র না আসিলেও আলোর ত অভাব নাই; সন্ধ্যার এখনও অনেক বিলম্ব আছে।"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "হাঁ, আলোকের অভাব নাই বটে, কিন্তু আমার কাজের জন্য রৌদ্রেরই প্রয়োজন। যাহা হউক, মিঃ ব্লেক, আপনাকে যাহা

দেখাইতে চাহিয়াছি—তাহা দেখুন। ইহা দেখিয়া আপনি কি সিদ্ধান্ত করেন জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।”

লর্ড ব্লেনমোর কাগজের মোড়ক খুলিয়া ব্রোঞ্জনির্ম্মিত আয়নাখানি বাহির করিলেন। মিঃ ব্লেক তাহা হাতে লইয়া দেখিতে লাগিলেন; এবং দুই তিন মিনিট তিনি কোন কথা বলিলেন না। স্মিথ তাহা নিতান্ত তুচ্ছ জিনিস মনে করিয়া অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল।—ব্রোঞ্জের একখান গোলাকার চাক্তি,সুন্দররূপে পালিশ করা বলিয়া ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল; তাহা নিতান্ত সাধারণ জিনিস ভিন্ন আর কি? স্মিথ আয়নাখানির দিকে চাহিয়া লর্ড ব্লেনমোরকে বলিল, “আপনি কি এই চাক্তিখানাকে আয়না বলিতেছেন? তাহা হইলে আমার ঘড়ির পিছনের চাক্তিখানাও আয়না, তবে আকারে এত বড় নয় বটে!”

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, “একদল অদূরদর্শী যুবক আছে—তাহারা কোন জিনিসের বাহ্যিক আকার দেখিয়াই তাহার সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করে, তাহার কোন গুণ বা বিশিষ্টতা আছে কি না তাহা ভাবিবার বা বুঝিবার চেষ্টা করে না। সুতরাং তোমার মন্তব্য শুনিয়া আমি বিস্মিত হই নাই। আমি যখন ইহা মিঃ ব্লেককে দেখাইতে আনিয়াছি—তখন নিশ্চয়ই ইহার কোন বিশিষ্টতা আছে, ইহা তুমি অনায়াসে বিশ্বাস করিতে পারিতে।”

লর্ড ব্লেনমোরের মন্তব্যে স্মিথ লজ্জিত হইল। মিঃ ব্লেক যেন তাহার পক্ষসমর্থনের জন্যই বলিলেন, “হাঁ, বাহ্যদৃষ্টিতে ইহার কোন অসাধারণত্ব লক্ষিত হয় না, তবে এই ‘আজব আয়না’ জাপানী ভেল্‌কিওয়ালাদের আয়নার মতই দেখাইতেছে বটে; কিন্তু ইহা জাপানী কারিকরের নির্ম্মিত নহে, জাপানী শিল্পের অনুকরণমাত্র। নকল কোন দিন আসলের সমকক্ষ হইতে পারে না।”

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, “ইহা জাপানী শিল্পের অনুকরণ বলিয়া আমারও ধারণা হইয়াছিল; তথাপি ইহার যেটুকু বিশেষত্ব আছে—তাহার গৌরব ইহাকে দিতেই হইবে মিঃ ব্লেক!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ইহা ব্রোঞ্জের আয়না। এই ধাতুর অনেক উৎকৃষ্ট আয়না দেখিয়াছি, এখানি সেরূপ উৎকৃষ্ট নহে; তথাপি ইহার পালিশ প্রশংসনীয়।

প্রাচীন যুগের এট্রস্কান বা গ্রীকদের আয়নার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। ইহা জাপানী আয়নার আদর্শেরই অনুরূপ। ব্রোঞ্জের গোলাকার চাদর (a circular plate of bronze) হইতেই সেগুলি নির্ম্মিত হয়। তাহার সম্মুখের পালিশ নিখুঁত, পিঠের দিকে সুন্দর খোদাই কাজ দেখিতে পাওয়া যায়।"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "কিন্তু এই আয়নার পিঠে খোদাই কাজ নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, ইহার পিঠ কাঠের আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত। ইহা জাপানী শিল্পীর নির্ম্মিত নহে; তবে অধিকাংশ জাপানী আয়নার যে বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়—ইহাতে তাহা আছে কি না বলিতে পারি না।"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "জাপানী আয়নার বিশেষত্ব বোধ হয় আপনার অজ্ঞাত নহে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাদের আলোক প্রতিবিম্বিত করিবার শক্তি অদ্ভুত। আপনি সূর্য্যালোকের অভাবে ক্ষুণ্ণ হইতেছিলেন কেন তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু আপনার ক্ষোভ দূর করা কঠিন হইবে না। আমি কৃত্রিম উপায়ে সূর্য্যরশ্মির অভাব পূর্ণ করিতে পারিব, আমার লেবরেটরিতে চলুন।"

স্মিথ বলিল, "এই সাধারণ আয়নায় আলোক প্রতিবিম্বিত হইলে কিরূপ রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।—এ কি যাদু-করের আয়না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইহা সাধারণ আয়না নয়, স্মিথ!—এই আয়নায় আলো নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করিবার জন্যই ত আপনার আগ্রহ হইয়াছে লর্ড ব্লেনমোর?"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "হাঁ মিঃ ব্লেক, আপনি সেই প্রতিবিম্বে যাহা দেখিতে পাইবেন, তাহা দেখিয়া আপনাকেও বিস্মিত হইতে হইবে!"

মিঃ ব্লেক লেবরেটরির একখানি টুলের উপর আয়নাখানি কাত করিয়া বসাইলেন, তাহার পর একটি 'কন্‌ডেন্সার' হইতে তীব্র বিদ্যুতালোক সেই আয়নার উপর এভাবে নিক্ষেপ করিলেন যে, সেই আলো আয়নার অদূরবর্ত্তী পর্দ্দার উপর প্রতিফলিত হইল।

লর্ড ব্লেনমোর মুগ্ধদৃষ্টিতে সেই পর্দ্দার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাঃ, চমৎকার হইয়াছে! সূর্য্যকিরণ অপেক্ষাও ইহাতে অধিক ফল পাওয়া গিয়াছে! মিঃ ব্লেক, পর্দ্দায় আয়নার আলোকের যে গোল প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে তাহার ভিতর একটি নক্সা সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে—ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন কি? আয়নাখানির পালিশ অত্যন্ত মসৃণ ও উজ্জ্বল, অথচ উহার প্রতিবিম্বের উপর নক্সা দেখিতেছি—ইহার কারণ কি?"

মিঃ ব্লেক প্রতিবিম্বের ভিতর নক্সা দেখিয়া বলিলেন, "ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই; ইহা ইন্দ্রজালও নহে। তবে প্রতিবিম্বের ভিতর যে নক্সার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে—ঐ ছবি একটু অসাধারণ বটে! জাপানী আয়নার প্রতিবিম্বে ড্রাগন বা অন্য কোন জীব জন্তুর চিত্র পরিস্ফুট হয়; কিন্তু এই নক্সা সেরূপ নহে, ইহা কোন স্থানের মানচিত্র।"

স্মিথ পর্দ্দায় নিক্ষিপ্ত প্রতিবিম্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, উহার ভিতর কোন একটা যায়গার নক্সা দেখা যাইতেছে বটে; তা ছাড়া, আলোকের অক্ষরে কি একটা নাম ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'আরাসঙ্গো' লেখা আছে। এ কাহার নাম কর্ত্তা? কোন জিনিসের কি স্থানের নাম—জানেন কি?"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "উহা আফ্রিকার কঙ্গো রাজ্যের একটি নদীর নাম। ঐ নামটি পাঠ করিয়াই আমার মন কৌতূহলে পূর্ণ হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি শিকার উপলক্ষে কঙ্গো রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম;—সেই সময় 'আরা-সঙ্গো' নদীতে নৌ-বিহার করিয়াছিলাম। আয়নার প্রতিবিম্বে সেই নদীর নাম কিরূপে আসিল বুঝিতে পারিতেছি না!"

স্মিথ আয়নার দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "এ ত বড় সহজ আয়না নয় কর্ত্তা! এ যদি ভেলকি না হয়—তাহা হইলে ভেল্‌কি আর কাহাকে বলিব? আয়নাখানা ব্রোঞ্জনির্ম্মিত বটে, কিন্তু পালিশের গুণে কাচের আয়নার মত ইহা ঝক্‌মক্ করিতেছে, কাচের মতই ইহা স্বচ্ছ। আয়নার উপর কোন দাগ নাই, অথচ প্রতিবিম্বে ঐ নক্সা ফুটিয়া উঠিয়াছে! তাজ্জবের কথা নয় কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু আয়নায় নক্সা আছে বলিয়াই প্রতিবিম্বে তাহার প্রতিকৃতি দেখা যাইতেছে; নক্সা না থাকিলে কি আয়নার প্রতিবিম্বে তাহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইতে?"

স্মিথ বলিল, "আয়নার কোন অংশেই ত সেই নক্সা অঙ্কিত নাই।—আয়নার ভিতর নক্সা থাকিলে তাহা দেখিতে পাইতেছি না কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কারণ সেই মানচিত্রখানি ধাতুর পিঠে খোদিত আছে।"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "ধাতুর পিঠে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আয়নার পিঠে ব্রোঞ্জে খোদিত করা হইয়াছে।"

লর্ড ব্লেকমোর সবিস্ময়ে বলিলেন, "পিঠে খোদিত থাকিলে তাহার প্রতিচ্ছায়া পর্দ্দাস্থিত প্রতিবিম্বের ভিতর ফুটিয়া উঠিল কিরূপে? না, ইহা ইন্দ্রজাল? আপনি কি আশা করেন—ইন্দ্রজালে যে দৃষ্টি বিভ্রম ঘটিতেছে—তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব? ধাতুর পিঠে যদি কোন মানচিত্র খোদিত থাকে, তাহা আয়নার প্রতিবিম্বে প্রতিফলিত হইতে পারে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইন্দ্রজালের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। এই ধাতুর বিশেষত্ব সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিলেই আপনি প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারিবেন।"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "ব্রোঞ্জ ধাতুর কিরূপ বিশেষত্ব?—আপনার কি বলিবার আছে বলুন শুনি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "শিকারে আপনার যেরূপ দক্ষতা আছে, ধাতু-বিজ্ঞানে আপনার সেইরূপ অভিজ্ঞতা থাকিলে আপনি স্বীকার করিতেন—ব্রোঞ্জ ধাতু পোড়াইয়া লাল করিবার পর তৎক্ষণাৎ শীতল জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করিলে তাহা নরম হইয়া যায়।"

লর্ড ব্লেনমোর সবিস্ময়ে বলিলেন, "সত্যই কি নরম হয়?—ব্রোঞ্জের এই গুণের কথা আমার জানা ছিল না। আমার ধারণা ছিল—ধাতুমাত্রই অত্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া জলে নিক্ষেপ করিলে তাহা অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লৌহ সম্বন্ধে ঐ কথা খাটে বটে; কিন্তু ব্রোঞ্জ ইহার

বিপরীত গুণবিশিষ্ট।—ব্রোঞ্জের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, উহা ঐভাবে নরম হইবার পর যদি তাহার উপর হাতুড়ীর ঘা পড়ে, তাহা হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ কঠিন হয়। (it immediately becomes hard.) এতদ্ভিন্ন, যে কোন স্থানে হাতুড়ীর একটি ঘা পড়িলেই সেই স্থানটি ভগ্নপ্রবণ (brittle) হইয়া থাকে।"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "আপনার কাছে আসিয়া ব্রোঞ্জ সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিলাম। এ সকল কথা আমার জানা ছিল না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দৃষ্টান্ত স্বরূপ আপনি এই শ্রেণীর জাপানী আয়না সম্বন্ধেই আলোচনা করুন; এই আয়নার পিঠে যেরূপ কাঠের আবরণ আছে, অধিকাংশ জাপানী আয়নার পিঠে ঐরূপ আবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না; তাহার পরিবর্ত্তে তাহাতে নক্সা খোদিত থাকে। সেই নক্সায় শিল্পীর যথেষ্ট কৃতিত্ব লক্ষিত হয়; কিন্তু শিল্পী খোদাই আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ধাতুটিকে বেশ নরম করিয়া লইয়া থাকে।—শিল্পীরা যে অস্ত্র দ্বারা ধাতুর উপর খোদাই করে, তাহার আকার ছোট ছোট বাঁটালীর মত। শিল্পী নক্সা খোদিত করিবার সময় ধাতুর উপর কখন বাঁটালী কখন বা হাতুড়ী দ্বারা আঘাত করে; ধাতুর যে যে অংশে সে আঘাত করে, আঘাতের ফলে সেই সকল অংশ কঠিন হইয়া যায়; কিন্তু অন্যান্য অংশ তখন পর্য্যন্ত নরমই থাকে।"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "হাঁ, এতক্ষণে বিষয়টা বুঝিতে পারিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আরও ভাল করিয়া বুঝুন। শিল্পী ড্রাগনের প্রতিকৃতি বা অন্য কোন জানোয়ারের ছবি খোদিত করিয়া আয়নার সম্মুখভাগ এভাবে পালিশ করে যে, আয়নার মতই তাহাতে মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। অবশেষে সে 'রুজ' বা ঐরূপ কোন পদার্থ দ্বারা পালিশ শেষ করে। তখন তাহা কাচের আয়নার মতই স্বচ্ছ দেখায়; কিন্তু এইরূপ পালিশের পর শিল্পীর খোদিত নক্সার অস্তিত্ব বিলুপ্ত না হইলেও পালিশের ঔজ্জ্বল্যে তাহা চোখে ধরা পড়ে না। কারণ শিল্পী নক্সা আঁকিবার সময় অস্ত্রের সাহায্যে যে সকল রেখা টানে, তাহা এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও (less than one hundred thousandth part of an inch.) সূক্ষ্ম! সুতরাং আয়নার উপর দৃষ্টিপাত করিলে তাহা

দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু আলোর কাছে ঐ রকম চালাকী খাটে না ;. (you can't fool light in the same way.) আয়নার উপর উজ্জ্বল আলোক নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার প্রতিবিম্বে সেই নক্সা অবিকল ফুটিয়া উঠিবেই। এই আয়নায় ড্রাগন বা অন্য কোন জীব জন্তুর প্রতিকৃতির পরিবর্তে একখানি মানচিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন একটি বিশিষ্ট স্থানের মানচিত্র কি উদ্দেশ্যে ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছিল—তাহা অনুমান করা আমাদের অসাধ্য। নমুনাটি অদ্ভুত বটে ! আপনি ইহা কোথায় সংগ্রহ করিলেন ?"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "এ আয়না আমার নহে। সোহো পল্লীর মার্ক রোসেন নামক ইহুদী ইহার মালিক। অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের একখানি দোকানে ইহা কিনিয়া সে দোকানেই রাখিয়া গিয়াছিল। আমার হঠাৎ কি খেয়াল হইল, ভাবিলাম আয়নাখানি নিজেই লইয়া গিয়া তাহাকে দিয়া আসি। ইহাতে আমার সম্ভ্রমের হানি হইবার আশঙ্কা নাই মিঃ ব্লেক !"

লর্ড ব্লেনমোর কি অবস্থায় আয়নাখানি ক্রয় করিয়াছিলেন, এবং কি জন্যই বা স্বয়ং তাহা লইয়া যাইতেছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন কথা তিনি মিঃ ব্লেকের নিকট প্রকাশ করিলেন না। লর্ড ব্লেনমোর বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও স্বয়ং তাহা মিঃ রোসেনের গৃহে লইয়া যাইতেছেন শুনিয়া ইহার কারণ জানিবার জন্য মিঃ ব্লেকের কৌতূহল হইল ; কিন্তু তিনি তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "মার্ক রোসেন ?—এক সময় এই ব্যক্তির নাম লণ্ডনের বণিক সমাজে সুপরিচিত ছিল। সমাজে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। হ্যাটন গার্ডেনের রত্ন-বণিকগণের মধ্যে তাঁহার প্রভূত সম্মান ছিল। অর্থে সম্ভ্রমে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না ; কিন্তু এখন কাহারও মুখে তাঁহার নাম শুনিতে পাওয়া যায় না !"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "তাহার এরূপ ঐশ্বর্য্য, খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল—এ কথা আপনার নিকট এই প্রথম শুনিলাম ! অন্য কেহ এ কথা বলিলে বোধ হয় বিশ্বাস করিতাম না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কমলা চঞ্চলা ; সুতরাং অবিশ্বাসের ত কোন কারণ নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বাণিজ্য ব্যবসায় সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন তিনি দেউলিয়া। বিগত মহাযুদ্ধের সময় তাঁহার এক চালান হীরা জহরত নষ্ট হইয়াছিল; লক্ষ লক্ষ পাউণ্ডের হীরা জহরত হারাইয়া তিনি আর মাথা তুলিতে পারেন নাই; তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। এখন তাঁহার কিছুই নাই, তিনি অতি কষ্টে জীবনভার বহন করিতেছেন। এইরূপ অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তিনি যে পাগল হন নাই—ইহাই আশ্চর্য্য!—আপনি তাঁহাকে চেনেন কি?"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "তাহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই, আমি তাহাকে চিনিতামও না; আজ অপরাহ্নে হঠাৎ তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই আয়নার প্রতিবিম্বে 'আরাসঙ্গো' শব্দটি পাঠ করিয়া আমার মন কৌতূহলে পূর্ণ হইয়াছিল। মিঃ রোসেনের নিকট এই আয়নার প্রকৃত ইতিহাস জানিতে পারিব—এই আশায় তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য উৎসুক হইয়াছি। আপনি ত জানেন কৌতূহল পূর্ণ করিবার জন্য আমি পৃথিবীর অপর প্রান্তে যাইতেও কুণ্ঠিত নহি।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "বিশেষতঃ, কঙ্গো সম্বন্ধে কোন কথা জানিবার জন্য আগ্রহ হইলে আপনার দিক্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না, তাহা আমি জানি। যাহা হউক, আপনি আয়নাখানি আমাকে দেখাইয়া ভালই করিয়াছেন। ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত এরূপ আয়না আর কখন দেখি নাই; ইহার প্রতিবিম্বে যে মানচিত্রখানির প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলাম, সেই মানচিত্রের সহিত কিরূপ রহস্যপূর্ণ ঘটনার সম্বন্ধ আছে—তাহা অনুমান করা আমাদের অসাধ্য। ঐ নক্সাখানি অকারণ অঙ্কিত হয় নাই।"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "সেই জন্যই ত রোসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি; হয় ত তাহার নিকট এই রহস্যের কিঞ্চিৎ আভাস পাইব।"

লর্ড ব্লেনমোর আয়নাখানি পুনর্ব্বার প্যাকবন্দী করিয়া মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার গাড়ী দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; দয়া করিয়া আমার সঙ্গে চলুন, আপনাকে সোহো পল্লীতে রাখিয়া আমি স্থানান্তরে যাইব।"

লর্ড ব্লেনমোর মিঃ ব্লেকের সঙ্গে গ্রে-প্যান্থারে উঠিলেন ; স্মিথ গাড়ী চালাইতে লাগিল। লর্ড ব্লেনমোর সাফ্‌টস্‌বারি এভেনিউতে অবতরণ করিয়া মিঃ রোসেনের বাসার সন্ধানে চলিলেন। তিনি অল্প চেষ্টাতেই 'ব্লেনস্‌ বিল্‌ডিংস্‌' খুঁজিয়া পাইলেন। মিঃ রোসেন সেই অট্টালিকার তেতালার এক অংশে কয়েকটি ক্ষুদ্র কক্ষ ভাড়া লইয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন—ইহাও তিনি জানিতে পারিলেন।

লর্ড ব্লেনমোর সেই অট্টালিকার তেতালায় উঠিয়া মিঃ রোসেনের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মিঃ রোসেনের দারিদ্র্য ও অভাবের নিদর্শন পরিস্ফুট দেখিলেন। যে ব্যক্তি একদিন হাটন গার্ডেনের রত্ন-বণিক সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, তাঁহার দুরবস্থার পরিচয় পাইয়া লর্ড ব্লেনমোরের কোমল হৃদয় করুণার্দ্র হইল। তিনি রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিয়া কাহারও সাড়া না পাওয়ায় দুই তিনবার মিঃ রোসেনের নাম ধরিয়া আহ্বান করিলেন। অতঃপর দ্বার খুলিয়া গেল।

দ্বার খুলিয়া যে লর্ড ব্লেনমোরের সম্মুখে দাঁড়াইল,—সে বৃদ্ধ রোসেন নহে ; সে আঠার উনিশ বৎসর বয়সের একটি পরমা সুন্দরী যুবতী। মাথায় কাকপক্ষবৎ কৃষ্ণবর্ণ নিবিড় কুন্তলদাম, কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুতারকা ; সুবেশধারিণী ইহুদী যুবতীর দেহে রূপ যেন ধরিতেছিল না! সে লর্ড ব্লেনমোরকে দ্বার-প্রান্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া ত্রস্তা হরিণীর ন্যায় বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সঙ্কোচ ভরে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। লর্ড ব্লেনমোর এরূপ অপরূপ সুন্দরীকে সেই জীর্ণ বিবর্ণ দারিদ্র্যসমাচ্ছন্ন গৃহের দ্বারে দেখিবার আশা করেন নাই ; তাঁহার মুখ-বিবর হইতে বিস্ময়সূচক একটি অস্ফুট ধ্বনি নিঃসারিত হইল ; কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ আত্ম-সংবরণ করিয়া কুণ্ঠিত ভাবে কোমল স্বরে বলিলেন, "আমি—আমি মিঃ রোসেনকে দুই একটি-কথা বলিতে আসিয়াছি। আমার সঙ্গে তাঁহার কি দেখা করিবার সুবিধা হইবে ?"

কন্দর্পের ন্যায় রূপবান যুবক-লর্ডকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সম্মুখে দণ্ডায়-মান দেখিয়া যুবতী সঙ্কোচে চোখ মুখ রাঙ্গা করিয়া নতদৃষ্টিতে মাটীর দিকে চাহিয়া

ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা একটু আগে বাহিরে গিয়াছেন, কিন্তু তিনি বোধ হয় সন্ধ্যার মধ্যেই বাড়ী ফিরিবেন। আপনি—আপনি কি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিবেন ?"

এই যুবতী রোসেনের কন্যা ?—কি অপরূপ রূপ, কি তাহার কোমল কণ্ঠস্বর!—লর্ড ব্লেনমোর যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া—মনে মনে বলিলেন, "রোসেন দুর্ভাগ্যক্রমে কমলার অনুকম্পায় বঞ্চিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মূর্ত্তিমতী দেবীস্বরূপিনী এমন মধুরহাসিনী মধুবভাষিনী কন্যারত্ন যাহার গৃহে বর্ত্তমান,তাহাকে ভাগ্যবান মনে করিতে পারি।"—তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "না, তাঁহার জন্য আমার অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই ; তুমি মিঃ রোসেনকে আমার অভিবাদন জানাইয়া, এই পার্শেলটি তাঁহাকে দিলেই চলিবে।"—তিনি কাগজের মোড়কটি যুবতীর হস্তে অর্পণ করিলেন।

মিস্ রোসেন মোড়কটি হাতে লইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বাবা যদি জিজ্ঞাসা করেন—ইহা কাহার নিকট পাইয়াছি,—তাহা হইলে তাঁহাকে কি বলিব ?"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "তাহা তিনি জানিতে না পারিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। এই ক্ষুদ্র পার্শেলে যাহা আছে—তাহা পাইলেই তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন, এবিষয়ে আমার সন্দেহ নাই মিস্ রোসেন! তাঁহাকে বলিও—তাঁহার জিনিসের দাম মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দোকানদার ইহার মূল্য পাইয়া যে রসিদ দিয়াছে—তাহা ঐ পার্শেলের মধ্যেই তিনি দেখিতে পাইবেন।"

লর্ড ব্লেনমোর টুপি তুলিয়া যুবতীকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন; কিন্তু কি ভাবিয়া তিনি ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং মিস্ রোসেনকে বলিলেন, "তুমি মিঃ রোসেনকে এ কথাও বলিতে পার যে, কাল সকালে আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিব, এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আনন্দিত হইব। আশা করি এজন্য তিনি কয়েক মিনিট নষ্ট করিতে অসম্মত হইবেন না।"

মিস্‌ রোসেন ঈষৎ হাসিয়া লজ্জানম্র কোমল স্বরে বলিল, "বাবা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—তাঁহার মূল্যবান সময় নষ্ট করিবার জন্য কাহার আগ্রহ হইয়াছে, তাহা কি জানিয়া লওয়া উচিত ছিল না?—তাহা হইলে আ—আমি তাঁহাকে কি বলিব?"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "তাঁহাকে বলিও—যে লোকটি তাঁহার সেই পার্শেলটি লইয়া আসিয়াছিল, সেই ব্যক্তিই পুনর্ব্বার দেখা করিতে আসিবে।"

লর্ড ব্লেনমোর আর সেখানে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু তিনি যে এই সূত্রে একটি বিস্ময়কর বিচিত্র রহস্যের সহিত বিজড়িত হইবেন, এবং মিঃ ব্লেক পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত এক সূত্রে গ্রথিত হইবেন—তাহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল!

তৃতীয় প্রবাহ

পেত্নী-দহের আখ্যায়িকা

মিঃ বার্থোলোমো ক্রাস্কি বিরাটদেহ বলবান পুরুষ ; কিন্তু লোকটার পশুসুলভ মনোবৃত্তি তাহার সুগোল মুখমণ্ডলে সুপরিস্ফুট ; তাহার পশু-প্রকৃতি পরিচ্ছদের পারিপাট্যে ঢাকা পড়িত না। (his fine clothes could not conceal his brutal nature.) তাহার দেহের প্রত্যেক লোমকূপ দিয়া দম্ভ ফুটিয়া বাহির হইত ! তাহার মাংসল মুখ, পুরু ঠোঁট জোড়াটা, সাপের মত খলতা-পূর্ণ চোখ দুটি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত, শয়তান তাহার মস্তিষ্কে অবিশ্রান্ত ভাবে যে সকল ফন্দি-ফিকিরের আবাদ করিত, তাহাতেই সে সোনা ফলাইতে সমর্থ হইয়াছিল। যে সকল অপরাধে চিরজীবন জেলে পচিতে হয়, সেই সকল অপরাধে সে অকুণ্ঠিত চিত্তে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিলেও তাহাকে কোন দিন ফৌজদারীর আসামী হইতে হয় নাই, বরং পুলিশ তাহাকেই মুরুব্বি মনে করিত ; ইহা তাহার চাতুর্য্য ও কৌশলের নিদর্শন।

মিঃ রোসেন তাঁহার উপবেশন-কক্ষের দ্বার খুলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে বার্থোলোমো ক্রাস্কি অবজ্ঞাভরে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সদম্ভে তাঁহার অনুসরণ করিল। সে সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সুস্পষ্ট ঘৃণার সহিত বলিল, "দেখ রোসেন, তোমার বাবার ভাগ্য যে, আমি তোমার ঘরে আসিয়াছি ; এজন্য তোমার গৌরব অনুভব করা উচিত। তোমার এখানে আসিবার জন্য আমার একবিন্দুও আগ্রহ ছিল না, এরকম নোংরা যায়গায় আসাও আমার উচিত হয় নাই ; কিন্তু তোমার অর্থহীন প্রলাপগুলা আমাকে শুনাইবার জন্য যে রকম অধীরতা প্রকাশ করিতেছিলে—তাহাতে আমাকে দায়ে পড়িয়াই এখানে আসিতে হইল। তুমি একেবারে ক্ষেপিয়া না উঠিলে—"

মার্ক রোসেন তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "ধীরে, মিঃ ক্রাস্কি, ধীরে! আমার মেয়ে বেটী বোধ হয় ও-ঘরে আছে; সে এ সকল কথা শুনিতে পায়—ইহা আমার ইচ্ছা নহে। এখন তাহার গান শিখিতে যাইবার কথা; সে গিয়াছে কি না ঠিক জানি না। আশা করি—গিয়াছে। মেয়েটা গান গান করিয়া পাগল!—আহা! ঐ যে বেটী এখনও ঘরেই আছে। আমার গলার আওয়াজ শুনিয়া এইদিকেই আসিতেছে।—এসো মা, এস! তোমার কথাই বলিতেছিলাম।"

মিস্ রোসেন অন্য কক্ষ হইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিস্ফারিত নেত্রে তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিল; এবং ব্যাকুল স্বরে বলিল, "বাবা, আজ তোমাকে হঠাৎ এত চঞ্চল দেখিতেছি কেন? তোমার কি হইয়াছে বল ত! তোমার বিচলিত ভাব দেখিলে সত্যই আমার মন ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠে।"

মিঃ রোসেন ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "না মা, কিছুই হয় নাই। তুমি আমাকে চঞ্চল দেখিতেছ? ও তোমার বুঝিবার ভুল! এই বন্ধুটি আমার সঙ্গে আসিয়াছেন, আমি উঁহার সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করিব। সে সকল বৈষয়িক কথা তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই; তুমি ত এখন বাহিরে যাইবে?"

বেটী আগন্তুক ক্রাস্কির মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তোমাদের বৈষয়িক পরামর্শ শুনিবার জন্য আমার আগ্রহ নাই বাবা! কিন্তু তুমি যে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছ—একথা লুকাইবার চেষ্টা করিতেছ কেন? আমি কি তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারি না? তুমি কোন কারণে উত্তেজিত হইও না, তাহাতে তোমার অনিষ্ট ভিন্ন লাভ হইবে না।"

মিঃ রোসেন ক্রাস্কিকে বলিলেন, "দেখুন দেখি মহাশয়! কি বিষম কাল পড়িয়াছে! সে দিনের মেয়ে বেটী, ও মুখ নাড়িয়া আমাকে উপদেশ দিতেছে? ছোট ছোট মেয়েরা পর্য্যন্ত এখন বুড়োদের নির্ব্বোধ মনে করে!—আর বাঁচিয়া সুখ নাই।"

মিঃ ক্রাস্কি কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে বেটীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; সেই দুশ্চরিত্র নরাধমের হৃদয়ে লালসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল—রোসেনের সঙ্গে আসিয়া সে ভালই করিয়াছে; চমৎকার

শিকারের সন্ধান মিলিয়াছে! কিন্তু বেটী ক্রাস্‌কির প্রগল্‌ভতাপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বিরক্তিভরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সরিয়া গেল। তাহার পর তাহার পিতাকে বলিল, "হাঁ, বাবা, এখন আমি গান শিখিতে যাইব; তোমাদের পরামর্শ শুনিবার জন্য আমার আগ্রহ নাই। হাঁ, একটা কথা তোমাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, একজন ভদ্রলোক প্রায় এক ঘণ্টা আগে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন; তোমার জন্য তিনি একটি ছোট পার্শেল আনিয়াছিলেন।"

মিঃ রোসেন বিস্মিত বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "একজন ভদ্রলোক আসিয়াছিল? —আমার সঙ্গে দেখা করিতে? কি রকম ভদ্রলোক? লোকটা কে? আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে—এরকম কোন ভদ্রলোককে ত আমি চিনি না। তাহার নাম কি? কি জন্য সে দেখা করিতে আসিয়াছিল—তাহা বলিয়া গিয়াছে কি?"

বেটী ক্রাস্‌কির দিকে বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "সেই ভদ্রলোকটি তাঁহার নাম বলেন নাই; কিন্তু তিনি পোষাকী ভদ্রলোক নহেন, খাঁটী ভদ্রলোক—তাহা তাঁহার কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কে ইতর কে ভদ্র, তাহা লোকের ব্যবহারে ও ভাবভঙ্গিতেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি আসল ভদ্রলোক।"

ক্রাস্‌কি বেটীর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল; কিন্তু বেটী স্পষ্টবাদিনী।

মিঃ রোসেন বলিলেন, "চুলোয় যাক্ সে ভদ্রলোক! তুমি এখন আমাদের কাজের ব্যাঘাত করিও না, কোথায় যাইতেছিলে—যাও।"

বেটী তৎক্ষণাৎ অন্য একটি কক্ষ হইতে লর্ড ব্লেনমোর-প্রদত্ত পার্শেলটি আনিয়া তাহার পিতার সম্মুখে রাখিল, তাঁহাকে বলিল, "সেই ভদ্রলোকটি এই পার্শেলটা আমার কাছে রাখিয়া তোমাকে দিতে বলিয়া গিয়াছেন বাবা! তিনি তোমাকে নমস্কার জানাইয়া বলিয়া গিয়াছেন—পার্শেলটি দেখিলেই তুমি সকল বিষয় বুঝিতে পারিবে।"

অতঃপর বেটী প্রস্থান করিলে রোসেন দরজা বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। ক্রাস্‌কি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিল, "দেখ রোসেন, তুমি গরীব বটে,

কিন্তু ভাগ্যবান বৃদ্ধ ; কারণ তোমার যে মেয়েটীকে দেখিলাম—ঐ রকম সুন্দরী লাখে একটিও মেলে না! উহারই দাম লাখ টাকা। কি চমৎকার রূপ, যেন পরীটি, তবে একটু অহঙ্কারী বটে ; রূপ থাকিলেই অহঙ্কার হয়, কারণ ওটা রূপের স্বধর্ম্ম। আমি রূপের জহরী ; আমি জানি না ?”

রোসেন বলিলেন, “হাঁ, বেটী আমার অন্ধের নয়ন ; তাহার মত সুন্দরী—কিন্তু আপনি তাহার সম্বন্ধে এত কথা বলিতেছেন কেন ? আমার মেয়ের রূপের আলোচনায় আপনার প্রয়োজন কি ? আমি কি মেয়ে বিক্রয় করিব যে, ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিবেন—তাহার দাম লাখ টাকা ? আমি বৈষয়িক ব্যাপারের আলোচনার জন্য আপনাকে এখানে লইয়া আসিয়াছি—একথা কি আপনি অস্বীকার করেন ?”

ক্রাস্‌কি পকেট হইতে একটি চুরুট বাহির করিয়া অধীর স্বরে বলিল, “হাঁ, হাঁ, বৈষয়িক ব্যাপারের আলোচনার জন্যই আমাকে তোমার এই ভাঙ্গা ঘরে ঢুকিতে হইয়াছে, সে কথা আমার স্মরণ আছে। আমি কাজের লোক, আমার সময় মূল্যবান। তুমি যে আজব আয়নার কথা বলিতেছিলে—তাহা কিনিবার জন্য আমি তোমাকে টাকা ধার দিয়া টাকাগুলি জলে ফেলিব—আমাকে তত নির্ব্বোধ মনে করিও না। অতগুলি টাকা দিয়া একখানা তুচ্ছ আয়না কিনিবার খেয়াল তোমার মত গরীবের পক্ষে—”

ক্রাস্‌কির কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রোসেন পূর্ব্বোক্ত পার্শেলটি খুলিয়া তাঁহার অকাঙ্ক্ষিত আয়না দেখিতে পাইলেন ; তাহা সাগ্রহে হাতে তুলিয়া লইয়া সোৎসাহে বলিলেন, “দেখুন দেখুন, ইহাই সেই আয়না। সেই ব্রোঞ্জের আয়না। কিন্তু ইহা কিরূপে আমার কাছে আসিল—তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না! অদ্ভুত ব্যাপার! আমি কেবল দশ শিলিংমাত্র বায়না দিয়া আসিয়াছি ; অথচ তাহারা পনের পাউণ্ডের রসিদ দিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আয়নাখানিও পাঠাইয়াছে। এটাকা তাহারা কাহার নিকট পাইল ?”

ক্রাস্‌কি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, “তোমার ঐ সকল বাজে কথা শুনিবার জন্য আমি এখানে আসি নাই। কে টাকা দিয়া আয়না কিনিয়া তোমার

মেয়েকে উপহার দিয়া গিয়াছে—তাহাও জানিবার জন্য আমার আঁগ্রহ নাই।"

রোসেন মাথা দুলাইয়া বলিলেন, "তা বটে, তা বটে! তা আয়নাখানি যখন আমার ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে—তখন আর চিন্তা কি? আমি আপনাকে সকল বিষয়ই সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিব। আমি যে সকল কথা বলিব—তাহা আপনি বিশ্বাস করিবেন ত মিঃ ক্রাস্কি? হাঁ, তাহা আপনাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে। যাহা বলিব—তাহা সমস্তই সত্য।"

ক্রাস্কি বলিল, "তোমার যাহা বলিবার আছে—তাহা বলিতে পার, বিশ্বাস করা না করা, আমার মর্জ্জি। কিন্তু আগে তোমার ঐ আজব আয়নার ছায়ার ভিতরকার নক্সা—"

রোসেন আয়নাখানি উল্টাইয়া কোলের উপর রাখিয়া আগ্রহভরে বলিলেন, "না, না, এখন নয়। আগে আমি সকল কথা বলিয়া লই, তাহা শুনিয়া আপনি সত্য মিথ্যার বিচার করিবেন; তাহার পর উপযুক্ত সময়ে আয়নাখানি আপনি দেখিতে পাইবেন। প্রথমে আমার সকল কথা শুনুন, হাঁ, আপনাকে শুনিতেই হইবে; কারণ যদি কেহ আমাকে সাহায্য করিতে পারে—তাহা হইলে কেবল আপনিই পারিবেন।"

কিন্তু রোসেনের আশা সফল হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ক্রাস্কি কখন কাহারও কোন উপকার করিত না। সে ভয়ঙ্কর স্বার্থপর, প্রতারক, দাম্ভিক, ও পরশ্রীকাতর। রোসেন কোন্ আশায় এরূপ দুর্জ্জনের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন—তাহা অন্য কেহ বুঝিতে পারিত না। ক্রাস্কিক সদাশয়তায় রোসেনের অগাধ বিশ্বাস থাকিলেও ক্রাস্কি মুখ ভার করিয়া বলিল, "শোন রোসেন, তোমার এখানে আসিয়া আমি অনেকখানি সময় বৃথা নষ্ট করিয়াছি; আর আধ ঘণ্টার বেশী এখানে বিলম্ব করিতে পারিব না। যদি এই সময়ের মধ্যে তুমি সকল কথা শেষ করিতে পার—তাহা শুনিতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু আধ ঘণ্টার বেশী এক মিনিটও তোমার জন্য বাজে খরচ করিব না। এখন বল তোমার কি বলিবার আছে—শুনি।"

ক্রাস্‌কির এই দাম্ভিকতায় ভদ্রলোক মাত্রেই অপমান বোধ করিতেন; কিন্তু রোসেনের আত্মসম্মান বিলুপ্ত হইয়াছিল, ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তিনি মনুষ্যত্বে বঞ্চিত হইয়াছিলেন; ক্রাস্‌কির দয়াই ভবিষ্যতের একমাত্র সম্বল মনে করিয়া তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু বেটী বুঝিয়াছিল—এই অপরিচিত আগন্তুক তাহার পিতার হিতৈষী নহে; এজন্য ক্রাস্‌কিকে দেখিয়া তাহার মন অজ্ঞাত ভয় ও দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইয়াছিল। তাহার ধারণা হইয়াছিল, ক্রাস্‌কি সুদখোর মহাজন, তাহার পিতা উহার কবলে পড়িয়া বিপন্ন হইবেন। সুতরাং মোহান্ধ পিতাকে সতর্ক করিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইয়াছিল; কিন্তু বেটীর উপদেশ তিনি কানে তুলেন নাই। সে তাঁহার সঙ্কল্পে বাধা দিতে না পারে এই উদ্দেশ্যেই রোসেন তাহাকে বিদায় করিয়াছিলেন।

রোসেন বলিলেন, "আপনাকে সকল কথাই বলিতেছি; কোন কথা আপনার নিকট গোপন করিব না। আমার কথাগুলি অত্যন্ত গোপনীয়, এজন্য এপর্য্যন্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই; আজই সর্ব্বপ্রথমে আপনাকে বলিতেছি। আমার কথাগুলি এত দিন পর্য্যন্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই; ইহার প্রধান কারণ এই যে, আমার কথা সত্য, ইহা সপ্রমাণ করিবার উপায় ছিল না। বিনা-প্রমাণে কেহ কি আমার কথা বিশ্বাস করিত? বিশেষতঃ, আফ্রিকার কঙ্গো দেশের দুর্গম অরণ্যের ভিতর সেই স্থানটি চিনিয়া বাহির করিবারও কোন উপায় ছিল না? সুতরাং আমার কথা বিশ্বাস করিলেও কেহ আমাকে সাহায্য করিতে পারিত না। কিন্তু এত দিনে আমার সেই অসুবিধা দূর হইয়াছে; আমি আজব আয়না হাতে পাইয়াছি। এই আয়নার সাহায্যেই সকল বিষয় জানিতে পারিব, ইহা সকল গুপ্তরহস্য-ভেদ করিবে। আপনাকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিবার সময় আমি সঙ্কল্প করিয়াছিলাম—আপনার নিকট টাকা ধার লইয়া আয়নাখানি কিনিয়া লইব; কিন্তু আয়না নিজেই আমার হাতে আসিয়াছে, ইহা কিনিবার জন্য আর টাকা ধার করিতে হইবে না। তথাপি আপনার সাহায্য ভিন্ন আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে না। সেই কাজটি কি, তাহাই এখন বলিতেছি।"

ক্রাস্‌কি বিরক্তিভরে বলিল, "তোমার ভূমিকাই যে শেষ হয় না! কি

বলিবার আছে বল; আধ ঘণ্টার মধ্যে দশ মিনিট যে বাজে কথায় কাটাইয়া দিলে!"

রোসেন টেবিলের উপর দুই হাতের ভর দিয়া দাঁড়াইয়া, ক্রাস্‌কির দিকে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া বলিলেন, "আপনি জানেন কি না বলিতে পারি না, এবং আমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া হয় ত আপনার বিশ্বাস হইবে না যে, দশ বার বৎসর পূর্ব্বে আমি বিপুল ঐশ্বর্য্যের মালিক ছিলাম। হাঁ, হ্যাটন গার্ডেনে আমার প্রকাণ্ড দোকান, সুবৃহৎ আফিস ছিল। লণ্ডনে যে সকল রত্ন-বণিক (diamond-merchants) আছে, আমার মান, সম্ভ্রম, পসার, বৈভব কাহারও অপেক্ষা অল্প ছিল না। মিঃ ক্রাস্‌কি, তখন আপনার অবস্থা এরূপ হীন ছিল যে, আপনি হয় ত আমার দোকানে উঠিতেও সাহস করিতেন না, আপনাকে বোধ হয় কেহই তখন চিনিত না। হাঁ, এই ভাবেই আমাদের উন্নতি হয়, এই ভাবেই পতন হইয়া থাকে (so we rise—so we fall.) মানুষের ভাগ্য এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল; আজ রাজা, কাল ফকির! কেহ উঠিতেছে, কেহ পড়িতেছে—ইহাই কি সংসারের নিয়ম নয়?"

ক্রাস্‌কি ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, "আমি এখানে সংসারের নিয়মের আলোচনা করিতে আসি নাই। তুমি কি এই সকল বাজে কথায় আমার সময় নষ্ট করিবে? না, কাজের কথা বলিবে বুড়া? তত্ত্বকথা বন্ধ রাখিয়া কাজের কথা না বলিলে আমি উঠিয়া যাইব।"

রোসেন তাড়া খাইয়া লজ্জিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হাঁ, কাজের কথাই ত বলিতে আরম্ভ করিয়াছি।—দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি বাণিজ্য উপলক্ষে আফ্রিকার কেপ্ টাউনে গিয়াছিলাম; আমার বিশ্বাসী গোমস্তা বেন্‌টনও আমার সঙ্গে গিয়াছিল। ফিলিপ বেন্‌টন সাধু, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, কার্য্যদক্ষ ও পরিশ্রমী কর্ম্মচারী ছিল। তেমন প্রভুভক্ত অনুরক্ত কর্ম্মচারী একালে পাওয়া যায় না। আহা, ফিলিপের কথা মনে হইলে দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়!"

ক্রাস্‌কি উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আবার হৃদয়োচ্ছ্বাস আরম্ভ করিলে! নাঃ, এ বুড়াকে লইয়া আর পারা যায় না! তোমার বুক ফাটুক আর ভাঙ্গুক—

তাহাতে আমার কি ক্ষতি? তোমার চাকরের সুখ্যাতি শুনিতে আসি নাই—বুড়া ঘুঘু!"

রোসেন সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "তা বটে, আপনি তাহাকে ত চিনিতেন না; আপনার দুঃখ হইবে কেন?—ফিলিপ বেন্টন আমার প্রধান গোমস্তা ছিল। আমরা উভয়ে আফ্রিকায় গিয়াছিলাম, এক চালান 'আকাটা' (uncut) হীরা আমদানী করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমি সেই চালানে যে সকল হীরা ক্রয় করিয়াছিলাম—সে রকম মহামূল্য উৎকৃষ্ট হীরা পূর্ব্বে কখন ক্রয় করি নাই; তত বেশী হীরাও আমার অন্য কোন চালানে আসে নাই। সেই চালানটি লণ্ডনে আসিলে আমি লণ্ডনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন-বণিক বলিয়া পরিগণিত হইতাম; আমার মান সম্ভ্রম খ্যাতি প্রতিপত্তি শতগুণ বাড়িয়া যাইত। আমি লক্ষপতি ছিলাম, কোটীপতি হইতে পারিতাম; কারণ সেই চালানে আমি যে সকল হীরা কিনিয়াছিলাম—তাহাদের মূল্য পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড! লণ্ডনের ক'জন হীরক-ব্যবসায়ী এক চালানে পাঁচ লাখ পাউণ্ডের হীরা আমদানী করিতে পারে? হীরার খনি হইতে উত্তোলিত সেই আকাটা হীরা পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডে কিনিয়া এদেশে চালান দেওয়ার সময়, তাহা বিক্রয় করিয়া কত টাকা লাভের আশা করিয়াছিলাম জানেন কি মিঃ ক্রাস্কি! জহরতের কারবারে শতকরা ক'শো টাকা লাভ করা যায়, তাহা আপনার জানা আছে কি?"

ক্রাস্কি বলিল, "না, এবং তাহা শুনিয়াও আমার কোন লাভ নাই; কিন্তু একটা কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না,—তুমি কি সেই চালান আনিবার জন্য স্বয়ং আফ্রিকায় গিয়াছিলে?"

রোসেন বলিলেন, "হাঁ, আমাকে দায়ে পড়িয়াই যাইতে হইয়াছিল। তখন কি রকম সঙ্কটকাল, তাহা কি আপনার স্মরণ নাই? সে যে দশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, তখন মহাযুদ্ধে সমগ্র ইউরোপে ভীষণ তোলপাড় আরম্ভ হইয়াছিল! উঃ, কি কাল যুদ্ধই আরম্ভ হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে আমার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রটিকে হারাইয়াছি। আফ্রিকায় থাকিতেই শুনিতে পাইলাম আমার ছেলে নাথেনি—"

ক্রাস্কি অসহিষ্ণু ভাবে বলিল, "চুলোয় যাক্ তোমার ছেলে, সে কথা শুনিয়া

আমার লাভ কি? যে কথা বলিতেছিলে, তাহাই বল; হীরার চালানের মধ্যে তোমার মরা ছেলেকে ঢুকাইবার দরকার দেখি না।"

রোসেন সজল নেত্রে বলিলেন, "আচ্ছা, তাহার কথা আর বলিব না। সে স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু এত দিনেও তাহার কথা ভুলিতে পারি নাই। সে আমার ভাঙ্গা বুক জুড়িয়া বসিয়া আছে; তাই তাহার কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধের এই মুখরতা মার্জ্জনা করুন, মিঃ ক্রাস্কি! তাহাকে আমি জীবনের বাকি কয়টা দিন ভুলিতে পারিব না।"—বৃদ্ধ কোটের হাতায় চোখ মুছিলেন, তাহার পর যথাসাধ্য চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "হাঁ, সেই চালানই আমার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ চালান। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তখন মহাযুদ্ধ চলিতেছিল,ইউরোপের সর্ব্বত্র আগুনের খেলা চলিতেছিল; চারি দিকে বজ্রনির্ঘোষে মরণডঙ্কা বাজিতেছিল। কিন্তু আমাদের সঙ্কটের কথার আলোচনা করিয়া আপনার সময় নষ্ট করিব না। সেই দুর্দ্দিনে আমি ও বেন্‌টন আফ্রিকায় উপস্থিত থাকিয়া পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের হীরা কিনিলাম। সে সময় কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিত না; নগদ টাকা গণিয়া দিয়া হীরাগুলি কিনিতে হইল। আহা, এক একখানি হীরা যেন এক একখানি কো-হি-নুর। রাজমুকুটই তাহাদের যোগ্য স্থান। রুষজারের রত্ন-ভাণ্ডারে সে রকম মহার্ঘ হীরা ক'খানি ছিল জানি না; মোগলের ময়ুর-তক্তে বোধ হয় দুই চারিখানি ছিল। কিন্তু বিধাতা বিমুখ হইলেন। যে ষ্টীমারে আমাদের আফ্রিকা হইতে ইংলণ্ডে ফিরিবার কথা, তাহা আফ্রিকায় পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই জর্ম্মান সব্‌মেরিনের টর্পেডোর আঘাতে ডুবিয়া গেল! (was torpedoed by German Submarines and sunk.)

"অগত্যা আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইল। আর একখানি জাহাজ আসিল; কিন্তু তাহা বন্দর ত্যাগ করিতে সাহস করিল না, নঙ্গর ফেলিয়া বন্দরে বসিয়া রহিল। তখন সমুদ্রের সকল দিকেই শত্রুপক্ষের সব্‌মেরিণের উপদ্রব, অথচ মানোয়ারী জাহাজের (war ships) একান্ত অভাব। বোধ হয় নৌ-বাহিনী কোন রকম সঙ্কটে পড়িয়াছিল। যুদ্ধের সময় কোথায় কি ঘটিতেছিল—

তাহা কে বলিতে পারে? সত্য সংবাদই বা কে জানিত? অনির্দ্দিষ্ট কাল বিলম্ব হইতেছিল দেখিয়া বেন্‌টন আমার নিকট প্রস্তাব করিল—আমরা ট্রেণে চাপিয়া স্থল-পথে জোহানেস্‌বর্গের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইলে মন্দ হয় না। অগত্যা আমি তাহার সেই প্রস্তাবই সঙ্গত মনে হইলাম। আমাদিগকে ইংলণ্ডে ফিরিতে হইবে, কিন্তু জাহাজে চাপিলেই চারি দিকে সব্‌মেরিণের ভয়! জাহাজ ডুবিলে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের হীরা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইবে, এ কথা চিন্তা করিয়া জাহাজে আশ্রয় গ্রহণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম।"

ক্রাস্‌কি দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "জাহাজ ডুবিলে হীরাগুলা খোয়া যাইবে—এই চিন্তাতেই ব্যাকুল হইয়াছিলে; নিজেরাও যে সমুদ্র-গর্ভে সলিল-সমাধি লাভ করিবে—এ কথা তখন মনে হয় নাই?"

রোসেন বলিলেন, "হাঁ, সে কথাও মনে হইয়াছিল বৈ কি! জীবনের মায়া কি সহজে ত্যাগ করা যায়? যুদ্ধের সময় জীবনের অনিত্যতা পদে পদে স্মরণ হইলেও সাধ করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্ম কাহারও আগ্রহ হয় নাই; কিন্তু হীরাগুলি নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্মই আমরা অধিকতর ব্যাকুল হইয়া-ছিলাম। জাহাজ টর্পেডোর আঘাতে হঠাৎ জলমগ্ন হইলেও প্রাণরক্ষার আশা থাকে, কিন্তু তখন জাহাজের ভাণ্ডার হইতে হীরার বাক্স সংগ্রহের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।—এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমরা জাহাজে উঠিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম, এবং রেল-গাড়ীতে চাপিয়া স্থলপথে অগ্রসর হইবার জন্ম প্রস্তুত হইলাম; স্থির করিলাম অন্য পথে ইংলণ্ডে ফিরিব।'

ক্রাস্‌কি বলিল, "তোমাদের এ ফন্দীটা নিতান্ত মন্দ হয় নাই।"

রোসেন বলিলেন, "হাঁ, তখন ভালই মনে হইয়াছিল; কিন্তু এই ফন্দীতেই ত আমাদের সর্ব্বনাশ হইল!—সে কথা পরে বলিতেছি। আমরা রেল-পথে যাত্রা করিলাম। আমাদের সঙ্কল্প ছিল, আমরা কঙ্গোতে উপস্থিত হইয়া ষ্টীমারে চাপিব, এবং নদীপথে সমুদ্রোপকূলে পৌঁছিব। সেই স্থানে যে জাহাজ পাইব, সেই জাহাজে ইংলণ্ডে যাত্রা করিলে আমাদের বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না বলিয়াই ধারণা হইয়াছিল; কারণ সে দিকে শত্রুপক্ষের সব্‌মেরিণের উপদ্রবের

কথা শুনিতে পাই নাই। বিশেষতঃ, এই পথ সজ্ক্ষিপ্ত বলিয়া দীর্ঘকাল জাহাজে বাস করিবার সম্ভাবনা ছিল না, এবং সেই অল্প সময়ের মধ্যে সবমেরিণের আক্রমণ ভয়ও অল্প ছিল। বহুমূল্য হীরকরাশি আমাদের সঙ্গে রক্ষিত থাকায় আমাদিগকে যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কোন বিষয়েই আমাদের বিবেচনার ত্রুটি হয় নাই, ইহা আপনিও বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন মিঃ ক্রাস্‌কি !"

ক্রাস্‌কি বলিল, "হাঁ, তোমরা বুদ্ধিমানের মতই কাজ করিয়াছিলে।—তাহার পর কি হইল ?"

রোসেন বলিলেন, "ট্রেণ হইতে নামিয়া জঙ্গলের ভিতর দিয়া আমরা নদীর দিকে চলিলাম। যে অরণ্যে প্রবেশ করিলাম—তাহা অতি দুর্গম, ভীষণ অরণ্য ! আমাদের জিনিস-পত্রাদি বহনের জন্ত সঙ্গে যে সকল কুলী ছিল তাহারা আমাদিগকে সেই জঙ্গলে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অরণ্যে আমরা পথ হারাইলাম ; আমাদের বিপদের সীমা রহিল না। আমাদের সেই সঙ্কটের কথা এতকাল পরে ঠিক স্মরণ নাই। যাহা হউক, বহু কষ্টে আমরা আরাসঙ্গো নদীর তীরে আসিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। বুঝিলাম, কঙ্গো রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি ; আশা হইল, এত দিনে আমাদের বিপদের ভয় দূর হইয়াছে।

"কিন্তু আমার এই আশা পূর্ণ হইল না। আরাসঙ্গো নদীর উভয় তীরে দুর্দ্দান্ত বন্ত জাতির বাস ; তাহারা আমাদের অনিষ্ট-চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন জর্ম্মানেরা আমাদের মহা শত্রু ; কিন্তু এই আরণ্য জাতি জর্ম্মানদের অধীন ছিল না। তাহারা নরমাংস-ভোজী, এবং হিংস্র শ্বাপদ জন্তুর ন্থায় উগ্রপ্রকৃতি। তাহারা বল্লম ও ধনুর্ব্বাণ লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল। আমাদের সঙ্গে বন্দুক ছিল, পিস্তল ছিল ; আত্মরক্ষার জন্ত আমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলাম। —যুদ্ধে তাহারা পরাজিত হইল বটে, কিন্তু আমি আহত হইলাম।

"আমার আঘাত সাংঘাতিক না হইলেও সেই আঘাতে আমি মূর্চ্ছিত হইলাম। আমার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে আমার ধারণা হইল, আমি দুই তিন দিন মাত্র অচেতন ছিলাম ; কিন্তু শুনিলাম কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত আমার মূর্চ্ছাভঙ্গ হয় নাই !

হাঁ, অজ্ঞান অবস্থায় আমি কয়েক সপ্তাহ পড়িয়া ছিলাম। সেই সময় আমার জ্বর হইয়াছিল ; সেই জ্বরে আমার অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল যে, শেষে বহু কষ্টে আমার জীবন রক্ষা হইল। চেতনা-সঞ্চার হইলে আমি জানিতে পারিলাম, যে সকল লোক আমাদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছিল—তাহারা আমাদের হিতৈষী। তাহারা লুকোঙ্গা নামক অন্য জাতীয় অরণ্যচর। আমার যে শরীর দেখিতে-ছেন—তখন রোগে ভুগিয়া ইহার আধখানা অপেক্ষাও কম হইয়াছিলাম। (I was less than half my present size.) এরূপ দুর্ব্বল হইয়াছিলাম যে, উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিতাম না। সেই সময় বেণ্টন আবার সেবা শুশ্রূষা করিয়া-ছিল ; সে সর্ব্বক্ষণ আমার কাছে থাকিত। আমি চেতনালাভ করিলে সে আমাকে বলিল, শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধে আমি আহত হইলে, শত্রুরা পাছে আমাদের ধন সম্পত্তি লুঠ করে এই ভয়ে সে আমার হীরা জহরতের থলি আরা-সঙ্গো নদীর ভিতর নিক্ষেপ করিয়াছে।"

ক্রাস্কি বলিল, "সে এ রকম নির্ব্বোধের কাজ করিল ?"

রোসেন বলিলেন, "কিন্তু নিরুপায় হইয়াই সে একাজ করিয়াছিল। শত্রুগণ তখন আমাদের চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল ; আমাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের চেষ্টা করিতেছিল। তাহারা অসভ্য বন্য জাতি হইলেও নির্ব্বোধ নহে, তাহারা হীরা জহরতের কদর জানে। এইজন্য হীরাগুলি রক্ষা করিবার আশায় সে তাহা নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিল ; কিন্তু সে সেই থলির সঙ্গে দড়ি বাঁধিয়া তাহাতে একটা ফাৎনা আঁটিয়া দিয়াছিল (attached a line with a float fixed to it.) তাহার বিশ্বাস ছিল—দড়ির মাথার সেই ফাৎনাটা জলে ভাসিবে ; সুতরাং জহরতের থলির সন্ধান পাওয়া কঠিন হইবে না। কিন্তু সে সবিস্ময়ে, সভয়ে দেখিল, ফাৎনাটা জলে না ভাসিয়া ডুবিয়া গিয়াছে! পরে সে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিল—যেখানে সে জহরতের থলি নিক্ষেপ করিয়াছিল, নদীর সেই স্থানে পেত্‌নী দহ নামক একটি দহ আছে ; সেই দহ অতলস্পর্শ বলিয়াই সকলের ধারণা ছিল। এই জন্যই ফাৎনা ভাসিতে পারে নাই। জহরতের থলি, দড়ি, ফাৎনার চিহ্ন মাত্র বর্ত্তমান রহিল না। নদীর অতলস্পর্শ গর্ভে আমার হীরার থলি অদৃশ্য হইল!

ক্রাস্‌কি বলিল, "কিন্তু নদীগর্ভ কি কখন অতলস্পর্শ হয়?—ও-সব বাজে কথা!"

রোসেন বলিলেন, "হাঁ, আমারও ঐ রূপ মনে হইয়াছিল। বিশেষতঃ, বেন্‌টন সেই স্থানটি চিনিত; সুতরাং আশা ছিল—পরে আমরা কোন সুযোগে সেই স্থানে ফিরিয়া যাইব, এবং নদীর ভিতর ডুবুরী নামাইয়া হীরার থলি তুলিয়া আনিব।"

ক্রাস্‌কি অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িয়া বলিল, বেন্‌টন্ যে সত্যই সেখানে হীরার থলি ফেলিয়া রাখিয়াছিল—ইহার কি কোন প্রমাণ ছিল বুড়া! সে তাহা অন্য কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া মিথ্যা কথায় তোমাকে প্রতারিত করে নাই, এ বিষয়ে তুমি কিরূপে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলে?"

রোসেন উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কে আমাকে প্রতারিত করিয়াছে?—বেন্‌টন?—বেন্‌টন বিশ্বাসঘাতকা করিয়াছে? মিথ্যা কথায় আমাকে প্রতারিত করিয়াছে? বেন্‌টন মৃত্যু-মুখ হইতে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। সে আমাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত, আমার সর্ব্বস্ব তাহার হস্তে অর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিতাম; তাহার ন্যায় বিশ্বাসের পাত্র আমার আর কেহই ছিল না। আপনি সেই প্রভুভক্ত, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সাধু অনুচরকে সন্দেহ করিতেছেন?—আপনি ও-কথা মুখে আনিবেন না। তাহার শৈশবকাল হইতে আমি তাহাকে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছি। আপনি স্থির জানিবেন—সে আমাকে প্রতারিত করে নাই।"

ক্রাস্‌কি বলিল, "তোমার অনুমান সত্য হইলেও পারে। পরের মনের কথা কি করিয়া বলিব?"

রোসেন বলিলেন, "কিন্তু তাহার মনের ভাব আমার অজ্ঞাত ছিল না। বেন্‌টন আমাকে বলিয়াছিল—আমি সুস্থ ও সবল হইলে সে আমাকে সেই স্থানে লইয়া যাইবে; সেখান হইতে জহরতের থলি উদ্ধার করিয়া আমরা স্বদেশগামী জাহাজের সন্ধানে যাইব। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার আশা পূর্ণ হইল না; আমাদের মাথার উপর পুনর্ব্বার বিপদের মেঘ ঘনাইয়া আসিল। বেন্‌টনের সাহস ছিল অসাধারণ, আর শিকারের সুযোগ পাইলে সেই সুযোগ সে কখন ত্যাগ করিত না; তাহার মত সুদক্ষ শিকারী আমি অল্পই দেখিয়াছি। তাহার সেই শিকারের ঝোঁকই

তাহার কাল হইল। আমি রোগ-শয্যা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই এক দিন সে শিকার করিতে চলিল; আমি তাহাকে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলাম; তাহাকে সতর্ক করিলাম। সে বলিল, ভয়ের কোন কারণ নাই; আফ্রিকার জঙ্গলে আসিয়া যদি সে শিকারের সুযোগ ত্যাগ করে—তবে তাহার জীবনই বৃথা! সে চলিয়া গেল, এবং গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া একটা প্রকাণ্ড জানোয়ারের সম্মুখীন হইল।"

ক্রাস্কি বলিল, "সিংহ না কি?"

রোসেন বলিলেন, "সিংহ অপেক্ষাও বলবান, সিংহ অপেক্ষাও ভীষণপ্রকৃতি একটা গণ্ডারকে সে আক্রমণ করিল; আহত গণ্ডারটা খড়্গ দিয়া তাহাকে শূন্যে তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল।"

ক্রাস্কি বলিল, "বল কি? বেণ্টন তাহার পর অক্কালাভ করিল বুঝি?"

রোসেন বলিলেন, "গণ্ডারের খড়্গের আঘাতে সে মৃতপ্রায় হইলে—তাহার সঙ্গী—সেই দেশের লোকগুলি তাহাকে আমার তাম্বুতে লইয়া আসিল। তখন তাহার অন্তিম কাল, কিন্তু তখনও চেতনা ছিল; তবে অধিক কথা বলিবার শক্তি ছিল না। সে আমাকে অতি কষ্টে বলিল, 'হীরার থলি যে স্থানে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে তাহার নাম পেত্‌নী দহ। আয়নায় নির্দ্দিষ্ট স্থানের পরিচয় জানিতে পারিবেন।'—তাহার মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না। তাহাকে হারাইলাম। তাহার শোকে, হীরা জহরতের শোকে আমি ক্ষিপ্ত-প্রায় হইলাম; আমার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল। দুই তিন দিন পরে আমি চেতনা লাভ করিয়া জানিতে পারিলাম—বেন্‌টনের মৃতদেহ সমাহিত হইয়াছে। তাহার ইহজীবনের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে।

"চেতনা লাভের পর সকলই আমার স্বপ্ন মনে হইল। বেণ্টন আরাসঙ্গো নদীর যে দহে আমার হীরার থলি নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই দহ আমি কোন দিন দেখি নাই; সেই স্থান আমার চিনিয়া বাহির করিবারও উপায় ছিল না। বেন্‌টন হয় ত চিনিয়া সেই স্থানে যাইতে পারিত, হীরাগুলি উদ্ধার করিতে পারিত; কিন্তু তাহাকেও হারাইয়াছি। মৃত্যুকালে সে বলিয়া গেল—পেত্‌নীদহে সে আমার

হীরাগুলি ফেলিয়া রাখিয়াছে, আয়নার সাহায্যে সেই স্থানটির পরিচয় জানিতে পারিব।—কিন্তু সে কোন্ আয়না? কোথায় সেই আয়না?—কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম।

"স্থানীয় অনেক লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহাদের প্রত্যেককেই আয়নার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; কিন্তু তাহারা আয়নার কোন সন্ধান বলিতে পারিল না; কেহ আমার কথা বুঝিতেই পারিল না! তাহারা ভাবিল আমি ক্ষেপিয়া গিয়াছি! আমি তাহাদের সাহায্যে পেত্‌নী দহে যাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু একজন লোকও সেই দহের সন্ধান বলিতে পারিল না; তাহার নাম পর্য্যন্ত তাহারা শোনে নাই বলিল! আমি যখন রোগ-শয্যায় অচেতন হইয়া পড়িয়া ছিলাম, দুর্দ্দান্ত শত্রুরা আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের চেষ্টা করিতেছিল; সেই সময় বেন্‌টন একাকী গোপনে, সকলের অজ্ঞাতসারে কঙ্গো দেশের সেই পেত্‌নী দহে আমার হীরা জহরতের থলি নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাহার পর আমরা বহুদূরে চলিয়া আসিয়া ছিলাম। কিরূপে পেত্‌নী দহের সন্ধান পাইব? বেন্‌টনের কণ্ঠ তখন চির-নীরব; আমার হীরা জহরত আবিষ্কার করিবার একমাত্র উপায় সেই আয়না। আমি আয়নার সন্ধান করিবার জন্য বেন্‌টনের গাঁটরী, ব্যাগ, পরিচ্ছদ প্রভৃতি পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু কোন আয়না দেখিতে পাইলাম না।"

ক্রাস্‌কি বলিল, "বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! ঠিক যেন পরীর গল্প।"

রোসেন বলিলেন, "তাহার পর সপ্তাহ, সপ্তাহের পর মাস অতীত হইল, আমি সেই স্থানে থাকিয়া পেত্‌নী দহের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। বেন্‌টন যখন তাহা নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই সময় আমি সুস্থ থাকিলে হয় ত আমার চেষ্টা সফল হইত; কিন্তু বেন্‌টন আমার অজ্ঞাতসারে তাহা নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছিল, একথাও বলিতে পারি না। সে তাহা ঐ ভাবে গোপন না করিলে দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইত। আমি আয়নাখানি সংগ্রহ করিতে পারিলে হীরাগুলির উদ্ধারের উপায় হইত; কিন্তু আয়না খুঁজিয়া না পাওয়ায় আমি হতাশ হইলাম। আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। অবশেষে নিরুপায় হইয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলাম। আমার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মন অবসন্ন; কারবারও নষ্ট

হইয়াছে। পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের জহরত নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া সে ধাক্কা আর সামলাইতে পারিলাম না; আমাকে দেউলিয়া হইতে হইল। আমার মান সম্ভ্রম নষ্ট হইল; নাম ডুবিয়া গেল। রত্ন-বণিক সমাজ হইতে বিতাড়িত হইলাম। যাহারা এক সময় আমার অনুগ্রহপ্রার্থী ছিল, আমার দয়ায় যাহাদের অন্ন সংস্থান হইয়াছে, তাহারাও আমাকে দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইতে লাগিল! আমার ধনাঢ্য আত্মীয়েরা এখন আর আমাকে চিনিতে পারে না। কিন্তু বিস্ময়ের কারণ নাই; ইহাই সংসারের নিয়ম। তথাপি আমি হতাশ না হইয়া ভাগ্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। তাহাতে কোন ফল হইল না, সংসার-সংগ্রামে আমি ক্ষতবিক্ষত, পরিশ্রান্ত হইয়া সুদিনের আশায় ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আছি।

"কিন্তু এখনও আমার সকল কথা শেষ হয় নাই। আমি আপনাকে যে আয়নার কথা বলিতেছিলাম, তাহা সত্যই বর্ত্তমান আছে। আজ দৈবক্রমে তাহা আবিষ্কার করিয়াছি। সেই আয়না আজ আমার হস্তগত হইয়াছে।"

ক্রাস্‌কি বলিল, "কিন্তু কিরূপে তাহা পাইলে, উহাতে তোমার কি উপকার হইবে, তাহা এখনও জানিতে পারি নাই; তুমি সকল কথা খুলিয়া বল। আমি আর অধিক সময় নষ্ট করিতে পারিব না।"

রোসেন বলিলেন, "বেন্‌টন আমাকে আয়নার কথা বলায় আমার ধারণা হইয়াছিল—সে সাধারণ কাচের আয়নার কথা বলিয়াছিল। আয়না বলিলে কাচের আয়না ভিন্ন আর কিছু বুঝাইতে পারে—ইহা জানিতাম না। এই জন্য যখন এই জিনিসটি পাইয়াছিলাম তখন ইহা আয়না বলিয়া বুঝিতে পারি নাই; মনে হইয়াছিল—ইহা ধাতুনির্ম্মিত কোন সখের জিনিস।"

ক্রাস্‌কি বলিল, "তবে কি ইহা বেন্‌টনের পরিত্যক্ত জিনিস-পত্রের মধ্যেই পাইয়াছিলে?"

রোসেন বলিলেন, "ইহা আমার কুটীরেই ছিল। আমি ইহা দেখিয়াও গ্রাহ্য করি নাই; ভাবিয়াছিলাম—আফ্রিকার অসভ্য অধিবাসীদের গৃহসজ্জার কোন উপকরণ। আমার পীড়ার সময় ইহা মাটীতে অযত্নে পড়িয়া ছিল, সেই জন্য ইহার স্বচ্ছতা নষ্ট হইয়াছিল। ঔজ্জ্বল্যের অভাবে ইহা ধাতুনির্ম্মিত চাক্তি বলিয়াই

আমার ধারণা হইয়াছিল,—কিন্তু আমি ইহা ত্যাগ করি নাই। আফ্রিকা হইতে আমি ইহা লণ্ডনে আনিয়াছিলাম ; অবশেষে অর্থাভাবে আমি ইহা প্রায় ধাতুর মূল্যে —দুই গিনিতে বিক্রয় করিয়াছিলাম। সে দিন আমার অন্নের সংস্থান ছিল না,এজন্য ইহার বিনিময়ে দুই গিনি পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম! কে জানিত ইহাই আমার হীরাগুলির সন্ধান বলিয়া দিবে ?—ইহার গুণের কথা জানিতে পারিলে কি আমি ইহা বিক্রয় করিতাম ? ইহার প্রকৃত মূল্য এত কাল আমার অজ্ঞাত ছিল।"

ক্রাস্‌কি বলিল "উহার প্রকৃত মূল্য কত ?"

রোসেন বলিলেন,"প্রকৃত মূল্য ? ইহার প্রকৃত মূল্য কি আপনি বুঝিতে পারেন নাই ? আজ অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের একটা পুরাতন জিনিসের দোকানের জানালার দিকে চাহিয়া দেখি—ইহা বিক্রয়ের জন্য সাজাইয়া রাখিয়াছে ; পালিশ করিয়া রাখায় আয়নার মত ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। আমি ইহা দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম ; নিজের জিনিস চিনিতে পারিব না ? কিন্তু কাচের আয়নার মত ঝক্ ঝক্ করিতে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। তখন বেন্‌টনের কথাগুলি আমার মনে পড়িল। আয়নার উপর সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় জানালায় তাহার যে প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছিল, সেই প্রতিবিম্বের ভিতর 'আরাসঙ্গো' শব্দটি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম ; তদ্ভিন্ন একটি নক্সার ছায়া দেখিয়া বুঝিলাম—বেন্‌টনের সকল কথাই সত্য। আরাসঙ্গো নদীর যে অংশে পেত্‌নী দহ আছে, নক্সাখানিতে তাহারই প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে। ইহা দেখিয়া আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা আপনি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন। এত দিন পরে আমার হীরাগুলি উদ্ধারের আশা হইয়াছে। সেই গুপ্ত রহস্যের চাবি আমার হাতে আসিয়াছে মিঃ ক্রাস্‌কি! আজ আমার আনন্দের সীমা নাই। এখন আমি আমার সেই পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের হীরা উদ্ধার করিতে পারিব, আবার আমি হ্যাটন গার্ডেনের রত্ন-বণিক সমাজের প্রধান স্থান অধিকার করিতে পারিব ; আমার সেই সৌভাগ্য, সম্পদ ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু আজ আমি দরিদ্র, নিঃসম্বল ; আপনার সাহায্য ব্যতীত আমার চেষ্টা সফল হইবার আশা নাই। প্রচুর অর্থব্যয় করিতে না পারিলে হীরাগুলির

উদ্ধারের আশা নাই; এইজন্য আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী। আপনি ত আমার সকল কথাই শুনিলেন। আমি সত্য কথা বলিয়াছি তাহাও বুঝিতে পারিলেন। আপনি আমাকে সাহায্য করিবেন কি না বলুন। আমাকে সাহায্য করিলে আপনি ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন না; আপনি যেরূপ বখরার দাবী করিবেন, অসঙ্গত না হইলে, সেই বখরাই আপনাকে দিতে রাজী আছি।"

ক্রাস্‌কি অবজ্ঞাভরে বলিল, "তুমি আমার নিকট কিরূপ সাহায্যের আশা করিতেছ?"

রোসেন বলিলেন, "আপনি একখানি জাহাজ ভাড়া করিয়া আফ্রিকায় যাইবেন; যথেষ্ট লোকজন সঙ্গে লইয়া কঙ্গোতে উপস্থিত হইতে হইবে। আরাসঙ্গো নদীর উভয় তীরে দুর্দ্দান্ত অসভ্য জাতির বাস, হয় ত তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে; এজন্য অস্ত্র শস্ত্র চাই, অনেক অনুচর সঙ্গে লওয়া প্রয়োজন। ইহা কেবল আপনারই সাধ্য। বিশেষতঃ, আমি আর কাহাকেও চিনি না, জানি না; অন্য কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তি আমার কথা বিশ্বাস করিবে না, আমাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইবে না। এই জন্য আপনার অনুগ্রহে নির্ভর করিতেছি। আমার বিশ্বাস, এই কার্য্যে আপনার পাঁচ সাত শত পাউণ্ডের অধিক ব্যয় হইবে না। আমি এই আয়নার নক্সার সাহায্যে আরাসঙ্গো নদীবক্ষে পেত্নী দহ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব। সেই দহ হইতে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের হীরা জহরত উদ্ধার করিয়া আনিব। আপনাকে বড় রকম বখরাই দিব। (you shall have a big share.) আপনি আমাকে সাহায্য করিবেন না? এই কষ্টসাধ্য কার্য্যে আমার সহিত যোগদান করিবেন না?"

বার্থালোমো ক্রাস্‌কি বলিল, "না, আমি তোমাকে সাহায্য করিব না; তোমার সঙ্গে আফ্রিকার সেই জঙ্গলেও যাইব না। আমার দ্বারা তোমার আশা পূর্ণ হইবে না।"

চতুর্থ প্রবাহ

আশার আলো

বার্থোলোমো ক্রাস্‌কির কথা শুনিয়া মার্ক রোসেন স্তম্ভিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না। আশার তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে তিনি যেন নিরাশার অতলস্পর্শ গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইলেন, এবং ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "আমার প্রস্তাবে আপনার অসম্মতির কারণ কি? আপনি আমার সকল কথাই শুনিলেন, আমার কথাগুলি কি আপনি—"

ক্রাস্‌কি রোসেনকে তাঁহার কথাগুলি শেষ করিবার অবসর না দিয়াই বলিল, "হাঁ, আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি নাই। তোমার গল্পটি বিলক্ষণ উপভোগ্য বটে, কিন্তু এই পরীর গল্প বলিয়া ছেলেদের ভুলাইতে পার, বুড়োদের ভুলাইবার চেষ্টা করা বৃথা! তুমি কি আশা করিয়াছ তোমার অসম্ভব গল্প শুনিয়া ঐ রকম বুনো হাস তাড়াইতে আফ্রিকায় ছুটিব—এতই আমি আহাম্মুক? (I'd be fool enough to go out to Africa on such a wildgoose chase?) আর যদি একথা স্বীকারও করি যে, তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ, অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের হীরা জহরত দায়ে পড়িয়া দরিয়ায় ঢালিয়া দিয়া আসিয়াছ—তাহা হইলেও এই তুচ্ছ ব্রোঞ্জের আয়নার সাহায্যে এই ভূতের না পেত্নীর দহ হইতে তাহা উদ্ধার করিতে পারিবে—একথা পাগলেও কি বিশ্বাস করিবে?"

রোসেন মুখ চূণ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু আয়নায় যে সেই স্থানের নক্সা খোদিত আছে। আপনি সেই নক্সার ছায়াচিত্র দেখিলেই—"

ক্রাস্‌কি বলিল, "সেই স্থানের নক্সার ছায়াচিত্র দেখাইয়া আমার চিত্তবিভ্রম দূর করিবে? বেশ, দেখি তোমার নক্সা।"

রোসেন তখন স্বার্থচিন্তায় বিভোর ছিলেন,এজন্য নীচাশয় লুব্ধ প্রবঞ্চক ক্রাস্‌কির চক্ষুর অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করিলেন না। পেটুক এক থাল সন্দেশ সম্মুখে দেখিলে যেরূপ লুব্ধ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া থাকে, ক্রাস্‌কি সেই ভাবে রোসেনের আজব আয়নার দিকে চাহিয়া, অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য প্রকাশের ভানে অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িল। রোসেন তাহার মাথা-নাড়াই দেখিলেন, কিন্তু তাহার লোভের বহর বুঝিতে পারিলেন না। পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের হীরা তিনি নদীতে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন একথা ক্রাস্‌কি সহজেই বিশ্বাস করিয়াছিল। রোসেনের ন্যায় সম্ভ্রান্ত রত্ন-বণিক সর্ব্বস্বান্ত হইবার পূর্ব্বে আফ্রিকায় গিয়া পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের হীরক কিনিয়াছিলেন, এবং দস্যুভয়ে তাহা নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন—ইহা বিনাপ্রমাণেও বিশ্বাস করা যাইতে পারে,—কিন্তু ক্রাস্‌কি যদি স্বয়ং তাহা উদ্ধার করিতে পারে—তাহা হইলে রোসেনকে তাহার বখরা দিবে কেন? সে একটু বুদ্ধি খাটাইলে, কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার ও অর্থব্যয় করিলেই যখন হীরাগুলি স্বয়ং আত্মসাৎ করিতে পারিবে, তখন রোসেনকে সে কি কারণে সাহায্য করিতে সম্মত হইবে?

রোসেনের গল্প যখন শেষ হইল, তখন সন্ধ্যা সমাগত প্রায়; কিন্তু সূর্য্য তখনও অস্তমিত হয় নাই। আমাদের দেশে সূর্য্যাস্তের পর সন্ধ্যাসমাগমের বিলম্ব থাকে, গ্রীষ্মকালের ত কথাই নাই; কিন্তু ওদেশে সন্ধ্যার পূর্ব্বেও শ্রান্ত তপনের ম্লান হাসি নয়ন-গোচর হয়। সূর্য্য তখন পশ্চিমদিগন্তে অস্তোন্মুখ; তাহার লোহিতা-লোক উচ্চ গৃহ-চূড়ায় বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল,এবং তাহা বক্রভাবে রোসেনের তেতালার একটি জানালা আলোকিত করিতেছিল। সেই আলোকেই আয়নার পরীক্ষা সফল হইবে বুঝিতে পারিয়া রোসেন সেই আলোকের উপর আয়নাখানি ধরিয়া রাখিলেন; সঙ্গে সঙ্গে আয়নার প্রতিবিম্ব দেওয়ালের উপর নিক্ষিপ্ত হওয়ায় ক্রাস্‌কি সেই প্রতিবিম্বে পূর্ব্বোক্ত নক্সার চিত্র প্রতিফলিত দেখিল। আনন্দে তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল; কিন্তু সে মৌখিক তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, ঐ ছায়ার উপর নির্ভর করা যায় না। ঐ প্রতিবিম্বের ভিতর ঝাঁপ্‌সা কয়েকটা দাগ ও গোটাকত হরফ ফুটিয়া উঠিয়াছে বটে; কিন্তু উহার উপর নির্ভর

করিয়া আমি তোমার জন্য অর্থব্যয় করিতে পারিব না। আর সেই আফ্রিকার জঙ্গলেই বা কে যাইবে? উহা যে তোমার সেই পেত্নী-নদীরই নক্সা, ইহার কি কোন প্রমাণ আছে বুড়া? তুমি আমার মূল্যবান সময় অনর্থক নষ্ট করিলে! ও সকল ব্যাপারের সঙ্গে আমি কোন সংস্রব রাখিতে চাহি না।" (I'll have nothing to do with the affair.)

রোসেন আগ্রহভরে ক্রাস্‌কির হাত ধরিয়া বলিলেন, "আপনি যদি কষ্ট স্বীকার করিয়া সেই দূরদেশে যাইতে না চাহেন, আমার সহযাত্রী হইতে আপনার আগ্রহ না থাকে—তাহা হইলে আপনি আমার প্রয়োজনানুযায়ী টাকা কর্জ্জ দিলেও আমি স্বয়ং সকল ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারি। আপনি অধিক টাকা দিতে হয় ত সাহস করিবেন না; কিন্তু তিনশত পাউণ্ড অনায়াসেই আমাকে কর্জ্জ দিতে পারেন। অধিক নহে, তিনশত পাউণ্ড মাত্র। এই টাকা পাইলেই আমি আফ্রিকায় যাত্রা করিব, এবং কঙ্গো দেশে উপস্থিত হইয়া আমার হীরাগুলি উদ্ধার করিয়া আনিব। এখন সেই অঞ্চলে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে; আমি সেখানে নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হইতে পারিব। সেখানে বিপন্ন হইবার আশঙ্কা নাই। সমুদ্রেও সব্‌মেরিণের অত্যাচার নাই। জর্ম্মানী এখন ঠাণ্ডা হইয়া তাঁত বুনিতেছে, ও ছেলেমেয়েদের খেলনা প্রস্তুত করিতেছে।"

ক্রাস্‌কি অসহিষ্ণুভাবে মেঝের উপর লাঠী ঠুকিয়া বলিল, "তিন শ পাউণ্ড কি ছেলের হাতের মোয়া হে বুড়ো ঘুঘু! আমি তোমাকে তিন শ পাউণ্ড কেন, এক 'সেন্ট'ও ধার দিব না। অনেকখানি সময় আমি বৃথা নষ্ট করিলাম, আর এক মুহূর্ত্তও এখানে বিলম্ব করিব না। তুমি আমার সাহায্যের আশা ত্যাগ কর। বুঝিয়াছ, আর আমাকে বিরক্ত করিও না। আমি এখন চলিলাম।"

ক্রাস্‌কি সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। রোসেন মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ব্যগ্রভাবে তাহার অনুসরণ করিলেন, এবং দ্বারের বাহিরে আসিয়া কাতর স্বরে বলিলেন, "আপনি আমাকে এক শ পাউণ্ড ধার দিলেও আমি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি, বেশী নয় এক শত পাউণ্ডমাত্র। এই টাকাতেই আমি—"রোসেন আগ্রহভরে ক্রাস্‌কির হাত ধরিলেন।

ক্রাসকি সরোষে তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল, এবং পশ্চাতে দৃষ্টিপাত না করিয়াই বলিল, "বলিয়াছি ত এক সেণ্টও নয়। এমন নির্লজ্জ নাছোড়বান্দা দুনিয়ায় দুটি নাই!"

ধাক্কা খাইয়া মার্ক রোসেন দেওয়ালের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল; তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। হৃদয়ভেদী একটি তীব্র আর্ত্তনাদ তাঁহার শুষ্ক কণ্ঠ হইতে নিঃসারিত হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

প্রায় কুড়ি মিনিট পরে বেটী ঘরে ফিরিয়া তাহার পিতাকে ক্ষুদ্র উপবেশন-কক্ষের একপ্রান্তে একখানি চেয়ারে নতমস্তকে স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিল; তাঁহার দুই গাল ভাসাইয়া অশ্রু ঝরিতেছিল।

বেটী তাঁহাকে সেই ভাবে সেখানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ভীত হইল; পিতার হৃদয়বেদনা বুঝিতে পারিয়া ক্ষোভে দুঃখে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। পিতার মনের কষ্ট পুত্র বুঝিতে পারে না, কিন্তু কন্যা হৃদয় দিয়া তাহা অনুভব করে। বেটী তাহার পিতার পদপ্রান্তে বসিয়া-পড়িয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "কি হইয়াছে বাবা! তুমি কাঁদিতেছ?—সেই নিষ্ঠুর লোকটাকে কেন তুমি সঙ্গে লইয়া আসিযাছিলে? তাহার কঠোর ব্যবহারে তোমার বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

বৃদ্ধ রোসেন সস্নেহে কন্যার মাথায় হাত বুলাইয়া গাঢ় স্বরে বলিলেন, "কিছুই হয় নাই মা! কেবল আমার একটু ভুল হইয়াছিল। হাঁ, উহার কাছে গিয়া ভুল করিয়াছিলাম। অনেক বয়স হইয়াছে কি না, মানুষ চিনিবার শক্তি হারাইয়াছি। পিশাচ, হৃদয়হীন কুকুর! উহার মনের ভাব পূর্ব্বেই আমার বুঝিতে পারা উচিত ছিল মা!"

বেটী বলিল, "লোকটা কে বাবা! সে কেন তোমার সঙ্গে আসিয়াছিল? তুমি তাহার কাছে কি উপকারের প্রত্যাশা করিয়াছিলে?"

রোসেন বলিলেন, "সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না মা! সেই নিষ্ঠুর, স্বার্থপর বর্ব্বরের সম্বন্ধে কোন কথার আলোচনা না করাই ভাল? আমি তোমাকে কোন কথা বলিব না। আমার অন্তর্ব্বেদনার কথা শুনিয়া তোমার

কোন লাভ নাই।—আমাকে একটু চা করিয়া দাও বেটী! একটু চা খাইলেই সুস্থ হইব। তুমি যতক্ষণ আমার কাছে আছ—ততক্ষণ আমার কোন দুঃখ নাই মা! আমি একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, সুখের স্বপ্ন! কিন্তু স্বপ্নের সুখ স্থায়ী হয় না। সেই মিথ্যার আলোকে সত্যের অন্ধকার আরও বেশী নিবিড় করিয়া তোলে।—চা দাও, মা!"

বেটী উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং পিতার চেয়ারে ভর দিয়া তাঁহার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "চা দিতেছি বাবা!—তুমি একটু প্রফুল্ল হও। তোমার মুখ বিষণ্ণ দেখিলে আমার ভারি কষ্ট হয় বাবা! পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে? আমাদের সব গিয়াছে, কিন্তু তুমি আছ বাবা! দিন পূর্ব্বে সুখে কাটিয়াছে, এখন দুঃখে কাটিতেছে। পরমেশ্বর যে অবস্থায় রাখিয়াছেন তাহাতেই কি সুখী হওয়া উচিত নহে? দুঃখ কষ্টও ত তাঁহারই দান। তাঁহার দান মাথা পাতিয়া না লইলে তাঁহাকে অবিশ্বাস করা হয়। পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারাইলে আমাদের আর কি সম্বল থাকিবে বাবা!"

রোসেন বলিলেন, "না মা বিশ্বাস হারাই নাই; বরং আরও বেশী বিশ্বাস হইয়াছে—তিনি আমাদের ত্যাগ করেন নাই। অন্ধকারের মধ্যে বাতি ধরিয়া পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। এজন্য নিরুৎসাহ না হইয়া আমার উৎসাহিত হওয়াই উচিত; কিন্তু পদে পদে ভুল করিতেছি! ঐ রকম নিষ্ঠুর স্বার্থপর লোকের কাছে না গিয়া কোন সদাশয় সহৃদয় ব্যক্তির কাছে যাওয়াই উচিত ছিল। কোন সহৃদয় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য পাইলে পুনর্ব্বার আমরা ধনবান হইব মা! পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া আসিবে। আমার হারানো হীরা জহরতগুলি—উদ্ধার করিতে পারিলে হ্যাটন গার্ডেনে আবার দোকান খুলিব। তখন মান, সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য কিছুরই অভাব থাকিবে না।"

বেটী সভয়ে বলিল, "বাবা, প্রলাপের মত ও সকল কি বলিতেছ? স্থির হও মাথা গরম করিয়া লাভ নাই।"

রোসেন হাসিয়া বলিলেন, "তুমি কি মনে করিয়াছ আমি পাগল হইয়াছি? (you think I am crazy)—না মা, আমি পাগল নই। তুমি এখনও আমার

সকল কথা জানিতে পার নাই। আমার আয়নাখানি দেখিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে—আমার সেই সকল হীরা জহরত কোথায় আছে। আমার ঐ আয়না—"

বেটী টেবিলের উপর আয়নাখানি দেখিয়া বলিল, "তুমি ঐ আয়নার কথা বলিতেছ ? উহা কোথায় পাইলে বাবা !—সেই ভদ্রলোকটি যে পার্শেলটি দিয়া গিয়াছেন, উহা কি সেই পার্শেলের মধ্যে ছিল ?"

রোসেন সোৎসাহে বলিলেন, "হাঁ মা ! উহা একজন দোকানদারের দোকান হইতে আসিয়াছে। দোকানদারকে আমি ইহার সম্পূর্ণ মূল্য দিতে পারি নাই, তথাপি সে ইহা আমার কাছে পাঠাইয়াছে ; আবার ঐ সঙ্গে যে রসিদ পাঠাইয়াছে, তাহা দেখিয়া বুঝিলাম—সে মূল্য শোধ করিয়া পাইয়াছে। এ বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার মা ! ইহা পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন আর কি ? তাঁহারই দয়ায় আয়নাখানি ও-ভাবে পাইয়াছি, দোকানদার ইহা পাঠাইয়া দিয়াছে।"

বেটী বলিল, "কিন্তু বাবা, যে ভদ্রলোকটি পার্শেলটা দিয়া গিয়াছেন—তিনি দোকানদারের কর্ম্মচারী নহেন। তিনি অতি মধুরপ্রকৃতি ভদ্রলোক ; পোষাক দেখিয়া, তাঁহার কথা শুনিয়া মনে হইল—তিনি সাধারণ লোক নহেন। নিজের পরিচয় প্রকাশ করিলেন না বটে, কিন্তু তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিলেন !"

রোসেন আগ্রহ ভরে বলিলেন, "দোকানদারের কোন কর্ম্মচারী বলিয়া মনে হইল না ?—তাঁহার চেহারা কেমন—বল ত মা ! কি রকম পোষাক ?"

বেটী লর্ড ব্লেনমোরের চেহারা ও পরিচ্ছদের পরিচয় দিল। তাহা শুনিয়া রোসেন উৎসাহ ভরে লাফাইয়া উঠিলেন, এবং আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিলেন, "চিনিয়াছি, ঠিক চিনিয়াছি ; সেই ভদ্রলোক আমার হাত ধরিয়া দোকানের ভিতর লইয়া গিয়াছিলেন। হাঁ, তিনি আমারই পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনিই এভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন—আয়নাখানি কিনিবার জন্য আমার কি প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল ; অথচ আমার কাছে টাকা ছিল না। তিনি উহা কিনিয়া নিজেই আমাকে দিতে আসিয়াছিলেন। কত দূর

সদাশয় পরোপকারী ভদ্রলোক ; অথচ আমি তাঁহার পরিচয় জানি না ! তাঁহার সঙ্গে দেখাও হইল না।—কি দুর্ভাগ্য !"

বেটী বলিল, "কিন্তু তুমি শীঘ্রই তাঁহার পরিচয় জানিতে পারিবে। তিনি কাল সকালে আবার আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন বাবা ! তোমার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য তিনি অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

রোসেন ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "কাল তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন ? আঃ, এ কথা পূর্ব্বে আমাকে বল নাই কেন মা ! বড়ই আনন্দের কথা, কাল সকালে তাঁহার দেখা পাইব। আমি তাঁহাকে আমার হীরাগুলির কথা বলিব ; সকল কথা শুনিলে তিনি হয় ত আমাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইবেন। তিনি নিশ্চয়ই ধনবান।"

বেটী বলিল, "সম্ভব বটে, কিন্তু বাবা, অধিক আশা ভাল নয়। অপরিমিত আশা প্রায়ই সফল হয় না ; তখন ক্ষোভে দুঃখে মন ভাঙ্গিয়া পড়ে। যদি সেই ভদ্রলোকটি তোমাকে সাহায্য করেন, আর তাঁহার সাহায্যে যদি তুমি আফ্রিকায় যাইতে পাও—তাহা হইলেও তোমার হীরাগুলি যে উদ্ধার করিতে পারিবে—তাহার নিশ্চয়তা কি ? সেগুলি নদীগর্ভে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল, সে বহুদিন পূর্ব্বের কথা ; হাঁ, দশ বৎসর পূর্ব্বে সেগুলি হারাইয়াছ। এত দিন পরে—"

রোসেন বেটীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "এত দিন পরে তাহা খুঁজিয়া পাইব না মনে করিয়াছ ? কিন্তু তুমি কি জান না মা, হীরা ক্ষয় হয় না, দীর্ঘকাল জলের ভিতর পড়িয়া থাকিলেও তাহা নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। তাহা জলের মধ্যেই আছে, আমি নিশ্চয়ই তাহা উদ্ধার করিতে পারিব।"

বেটী বলিল, "তুমি বলিয়াছিলে—সেই সকল হীরা থলির ভিতর ছিল। থলি দশ বৎসর জলের ভিতর পড়িয়া থাকিলে তাহার চিহ্ন মাত্র থাকিবার আশা নাই।"

রোসেন বলিলেন,"হাঁ, থলির ভিতর ছিল কি না ঠিক আমার জানা নাই ; তবে ফিলপ বেন্টন নির্ব্বোধ ছিল না,যে থলি জলে ভিজিয়া নষ্ট হইতে পারে—সে রকম থলি সে নিশ্চয়ই ব্যবহার করে নাই। সম্ভবতঃ সে কোন ধাতুর বাক্সে হীরাগুলি রাখিয়া সেই বাক্স থলি দিয়া মুড়াইয়া জলে ফেলিয়াছিল ; সেই বাক্স নষ্ট হয় নাই।"

বেটী বলিল, "তোমার অনুমান সত্য হইতেও পারে; কিন্তু আর তোমাকে আফ্রিকায় যাইতে দিব না বাবা! একবার আফ্রিকায় গিয়া তোমার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; কোন ক্রমে প্রাণ লইয়া দেশে ফিরিয়াছিলে; আর তোমার সেখানে যাওয়া হইবে না। হীরায় আর কাজ নাই বাবা!"

রোসেন বলিলেন,"এখন আর সে দিন নাই মা! যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে,সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইয়াছে; এখন আফ্রিকায় যাওয়া অত্যন্ত সহজ। হীরাগুলা লইয়া এবার নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিতে পারিব। আমার জীবনের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে; কিন্তু সংসারে তোমাকে ভিখারিণীর মত ফেলিয়া রাখিয়া মরিতে হইলে মৃত্যুকালে এবং তাহার পরেও আমি শান্তি পাইব না। না মা, তুমি আমাকে বাধা দিও না। পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমি কৃতকার্য্য হইব; তিনি আমাকে ত্যাগ করিবেন না।"

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে গভীর হইল। রোসেন আয়নাখানি লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে লাগিলেন; তিনি শয়ন না করিয়া চেয়ারে বসিয়া ভবিষ্যৎ সুখের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। বেটী তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

গভীর রাত্রে রোসেন চেয়ারে বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে সিঁড়িতে কাহার পদধ্বনি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি স্থির ভাবে বসিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পদশব্দ ক্রমেই যেন তাঁহার শয়ন-কক্ষের জানালার নিকটে আসিল। গভীর রাত্রে কে তাঁহার ঘরের দিকে আসিতেছে?—রোসেন চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঘড়ির দিকে চাহিয়া বাতির ক্ষীণ আলোকে দেখিলেন রাত্রি তখন দেড়টা!—তিনি চমকিয়া উঠিলেন, এত শীঘ্র দেড়টা বাজিয়া গিয়াছে—ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; কিন্তু ঘড়ির টিক্-টিক্ শব্দ হইতেছিল, তাঁহার দেখিবারও ভুল হয় নাই; সুতরাং অবিশ্বাসের কারণ রহিল না। সমগ্র সোহো পল্লী নিস্তব্ধ।

রোসেন পুনর্ব্বার অদূরে পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন।—তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া সম্মুখস্থ ছাদে দৃষ্টিপাত করিলেন। ছাতে কেহ নাই, পদধ্বনিও থামিয়া গিয়াছিল।

ব্যাপার কি জানিবার জন্য রোসেনের মনে কৌতূহল প্রবল হইল। তিনি ঘর

হইতে বাহির হইয়া ছাদে আসিলেন, যে দিকে সিঁড়ির জানালা ছিল—সেই দিকে চাহিয়া শুভ্র-জ্যোতিঃ নক্ষত্রপুঞ্জের স্তিমিত আলোকে একটি মনুষ্যের-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া যেন কেহ নিস্তব্ধ ভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। রোসেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। সিঁড়ির কাছে যে জানালা ছিল, সেই জানালা ঘেঁসিয়া একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে—এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না।

রোসেন বিস্মিত ভাবে আরও কয়েক ফিট অগ্রসর হইলেন, উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কে ওখানে দাঁড়াইয়া আছ ?"

কেহ উত্তর দিল না ; কিন্তু সেই মূর্ত্তি রোসেনের দিকে দুই এক পা করিয়া সরিয়া আসিল।

রোসেন তাহা দেখিয়া সরোষে বলিলেন, "কে ! চোর না কি ? তোমার মতলব কি ? তুমি ভাবিয়াছ আমি ভয় পাইয়াছি ? আর এক পা আগাইয়া আসিলেই আমি তোমাকে গুলী করিব।"

রোসেন এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ঘরে পিস্তল বন্দুক ছিল না। জীবনে তিনি কোন দিন পিস্তল বা বন্দুক ব্যবহার করেন নাই ; কিন্তু তাঁহার সাহসের অভাব ছিল না। চোর তাঁহার ঘরে কি চুরি করিবে ?—তথাপি লোকটা কে, দেখিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল। তাঁহার সন্দেহ হইল,—কোন মাতাল পথ ভুলিয়া সিঁড়ি দিয়া তেতালাও উঠিয়াছে। লোকটা কোন দুরভিসন্ধিতে সেখানে আসিয়াছে—ইহা বিশ্বাস করিতে রোসেনের প্রবৃত্তি হইল না।

রোসেন আগন্তুকের চেহারা দেখিবার জন্য সিঁড়ির দিকে আর দুই এক পা অগ্রসর হইতেই আগন্তুক সহসা উর্দ্ধে হাত তুলিল ; সঙ্গে সঙ্গে রোসেন অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া তাহার পদপ্রান্তে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার দেহ নিস্পন্দ, অসাড় হইল। তাঁহার মস্তকে যে প্রচণ্ড আঘাত পড়িয়াছিল—সেই আঘাত সহ্য করিয়া তিনি জীবিত আছেন—তাঁহার আততায়ী ইহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহার ধারণা হইল, সেই আঘাতেই হতভাগ্য বৃদ্ধ ইহুদীর ইহজীবনের অবসান হইয়াছে !

পঞ্চম প্রবাহ

মুস্কিল আসান

পরদিন প্রত্যুষে মিঃ ব্লেক পোষাক পরিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার গৃহকর্ত্রী মিসেস্ বার্ডেল সেই কক্ষের দ্বারে করাঘাত করিয়া বলিল, "একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া বসিবার ঘরে বসিয়া আছেন।"

মিঃ ব্লেক উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া রুপার্ট ওয়াল্ডোকে দেখিতে পাইলেন। সে আরাম-কেদারায় বসিয়া একখানি দৈনিক সংবাদপত্রে চোখ বুলাইতেছিল। মিঃ ব্লেক তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "খুব সকালেই আসিয়াছ। কিছু খাইবে কি? মিনিট-পাঁচেক পরেই খাবার আসিবে।"

ওয়ালডো বিখ্যাত তস্কর ছিল। তাহার অদ্ভুত প্রতিভা; স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃপক্ষ তাহার বুদ্ধির প্রখরতায় ও আত্মরক্ষার কৌশলে বিস্মিত হইয়াছিলেন। এইজন্য সকলে তাহার নাম দিয়াছিল 'অদ্ভুতকর্ম্মা'। অনেকেই তাহার আসল নাম জানিত না; কিন্তু 'অদ্ভুতকর্ম্মা' বলিলে সকলেই তাহাকে চিনিতে পারিত।

ওয়াল্ডো বলিল, "কিন্তু আমি আপনার এখানে খাইতে আসি নাই মিঃ ব্লেক! সত্য কথা বলিতে কি, কাজের অভাবে আমার বদ্ হজম হইয়াছে; যাহা খাই তাহা জীর্ণ হয় না। নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিলে কি মানুষ বাঁচে? কোন কর্ম্ম না জুটিলে আমি ক্ষেপিয়া যাইব। আমার সময় আর কাটিতেছে না মিঃ ব্লেক! আমি কিছু কাজ চাই, খানা চাই না।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে ওয়াল্ডোর মুখের দিকে চাহিলেন; নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিয়া সে অত্যন্ত অধীর হইয়াছে—ইহা তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন। কয়েক মাস হইতে সে চুরি বাটপাড়ি ছাড়িয়া সাধু হইয়াছিল। সে 'ব্যবসা বাণিজ্য' পরিত্যাগ করায় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কাজ কমিয়া গিয়াছিল, এবং পুলিশ নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রাভোগের অবসর পাইয়াছিল।

ওয়াল্‌ডো তস্কর হইলেও অনেক সময় ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিত; কোন ক্ষমতাশালী নিষ্ঠুর ব্যক্তি দুর্ব্বলের প্রতি অন্যায় উৎপীড়ন করিলে সে সেই দুর্ব্বলের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্ষতিগ্রস্ত, বিপন্ন ও লাঞ্ছিত করিত; শরণাগতকে রক্ষা করিত। কৃপণ ধনীর অর্থ লুণ্ঠন করিয়া দরিদ্রগণকে তাহা বিতরণ করিত। তাহার সাহস অসাধারণ; সে যে প্রতিজ্ঞা করিত, প্রাণপণে তাহা পালন করিত। তাহার দয়া ছিল, মনুষ্যত্ব ছিল। দেহের বলও অদ্ভুত ছিল। তাহার এই সকল গুণের পরিচয় পাইয়া মিঃ ব্লেক তাহাকে স্নেহ করিতেন। সে আইন অগ্রাহ্য করিত, অবৈধ কার্য্যে সমাজের শান্তি ভঙ্গ করিত, তথাপি মিঃ ব্লেক তাহার পক্ষপাতী ছিলেন। নারীদস্যু আমেলিয়া কার্টারের যে সকল গুণের জন্য মিঃ ব্লেক তাহার হিতকাঙ্ক্ষী ছিলেন, ওয়াল্‌ডোরও সেই সকল গুণ দেখিয়া তিনি তাহার অপরাধ উপেক্ষা করিতেন। ওয়াল্‌ডোও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, এবং তাঁহারই অনুরোধে চুরি ছাড়িয়া সাধু হইয়াছিল; কিন্তু হাতে কোন কাজ না থাকায় সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল।

যাহা হউক, অনেক চিন্তার পর ওয়াল্‌ডো বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দিয়াছিল, যদি কেহ বিপদে পড়ে, যদি কোন অসাধারণ কঠিন কার্য্যে কাহারও সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সে মুস্কিল আসানের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারে, ওয়াল্‌ডো স্বয়ং এই 'মুস্কিল আসান।' কাজ যত কঠিন ও বিপজ্জনক হইবে—ওয়াল্‌ডো তত অধিক আগ্রহের সহিত সেই কার্য্যভার গ্রহণ করিবে। কোন বিপজ্জনক কার্য্যে হস্তক্ষেপণে সে কুণ্ঠিত নহে।

কিন্তু এই বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য ওয়াল্‌ডো প্রচুর অর্থ ব্যয় করিলেও আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারিল না। তাহার অদ্ভুত বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া কেহই তাহার হস্তে কোন কঠিন বা বিপজ্জনক কার্য্যের ভার অর্পণ করিল না। ওয়াল্‌ডো আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কয়েক মাস পরে মিঃ ব্লেকের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। সে মিঃ ব্লেককে বিজ্ঞাপনগুলি দেখাইয়া বলিল, "বিস্তর পয়সা খরচ করিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিলাম, কিন্তু কিছুই ফল হইল না! এখন কি করিব, বলুন। নূতন করিয়া আর চুরি-চামারী করিতে প্রবৃত্তি হয় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই কয়েক মাস ধরিয়া বিভিন্ন কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির করিলে, মুস্কিল আসান সাজিলে,—কোন ফল হইল না? কোন মক্কেল জুটাইতে পারিলে না?"

ওয়াল্‌ডো সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, একজনও মক্কেল জুটিল না। দুই একজন বিপন্ন হইয়া উপদেশ লইতে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু কেহই আমাকে কোন কাজের ভার দিতে সাহস করে নাই। বিজ্ঞাপনে আমি নিজের নাম ব্যবহার করায় আমার সংস্রবে আসিতে বোধ হয় কাহারও সাহস হইতেছে না। সকলেরই ধারণা—আমি পাকা চোর, আমার সাহায্য গ্রহণ করিলে হয় ত কোন ফ্যাসাদে পড়িতে হইবে! অথচ ব্যবসায়-ক্ষেত্রে আমি এখন আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী। আপনি যে ভাবে বিপন্ন নর নারীদের সাহায্য করেন, আমিও সেই ভাবেই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে, বিপদ হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু কেহই আমাকে বিশ্বাস করিতেছে না, আমার সাহায্য বিপজ্জনক মনে করিতেছে! যদি আমি কোন কাজ কর্ম্ম না পাই, তাহা হইলে আপনার অনুরোধ রক্ষা করা আমার অসাধ্য হইবে। আমাকে আবার পূর্ব্বের পেশা অবলম্বন করিতে হইবে। কি করিব? কত দিন হাত পা গুঁটাইয়া চুপ্‌চাপ্‌ বসিয়া থাকিব?"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না ওয়াল্‌ডো, আর তুমি পাপের পথে যাইতে পারিবে না। আমি তোমাকে চিনি; তুমি দুষ্কর্ম্মে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে না। তোমার মনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে—তাহা কি আমি বুঝিতে পারি নাই?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কিন্তু উত্তেজনার কাজ না পাইলে আমি যে স্থির থাকিতে পারি না। সারাদিন চুপ্‌চাপ্‌ বসিয়া থাকা, খাওয়া আর ঘুমানো—ইহাকে কি বাঁচিয়া থাকা বলে? আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম, সকলকে ডাকিয়া বলিলাম—আমি ওয়াল্‌ডো জনসাধারণের উপকার করিতে প্রস্তুত আছি, যে বিপন্ন হইবে তাহাকে উদ্ধার করিবার ভার গ্রহণ করিব; যতই কঠিন কাজ হউক, মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া তাহা সুসম্পন্ন করিব, মুস্কিল আসান করিব। কিন্তু কেহই

সাড়া দিল না, কেহই আমার সাহায্য প্রার্থনা করিল না ; অথচ আপনার কাজের অন্ত নাই! সকলেই আপনাকে বিশ্বাস করে, আমাকে কেহই বিশ্বাস করিতেছে না। আমার এ-কূল ও-কূল দুকূল গেল! এ রকম অতি-নিরাপদ জীবন বড়ই কষ্টদায়ক।" (Life's getting too safe—that's' the trouble.)

মিঃ ব্লেক ওয়াল্‌ডোকে সান্ত্বনা দানের জন্য বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই বাপু, ধৈর্য্য ধরিয়া কিছু দিন বসিয়া থাক, ঝাঁকে ঝাঁকে মক্কেল তোমার আফিসের দরজায় আসিয়া গড়াগড়ি দিবে। হয় ত এই মুহূর্ত্তেই কোন মক্কেল তোমার আফিসে আসিয়া ধরণা দিয়াছে। তুমি 'মুস্কিল আসান' খেতাব লইয়াছ বটে, কিন্তু তোমার কাজ অনেকটা আমারই কাজের মত, ইহা ত বুঝিতে পারিয়াছ।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কিন্তু আপনার আহার নিদ্রার অবসর নাই, আর আমি বেকার!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হতাশ হইও না ওয়াল্‌ডো! শীঘ্রই তোমার বিস্তর কাজ জুটিবে ; আবার তোমার মুখে হাসি ফুটিবে।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "হয় ত আপনার দৈববাণী সফল হইবে। আপনার কথা শুনিয়া আমি উৎসাহিত হইলাম। আপনার কাছে পাঁচ মিনিট বসিলে মনে বল পাওয়া যায় ; আপনার কথাগুলি বলকারক ঔষধের মত (like a tonic) ফলপ্রদ। শীঘ্রই কোন একটা ভাল কাজ জুটিয়া যাইবে। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়া এখন বেশ ক্ষুধা বোধ করিতেছি। খানা কি প্রস্তুত?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "তোমাকে এখানে আসিতে দেখিয়াই স্মিথ তোমার আহারের আয়োজন করিয়াছে। আর অধিক বিলম্ব নাই।"

অল্পকাল পরে মিসেস্ বার্ডেল তিন জনের খাবার দিল। ওয়াল্‌ডো মিঃ ব্লেক ও স্মিথের সহিত ভোজনে বসিয়া নানা প্রকার গল্প করিতে লাগিল। আহার শেষ হইলে ওয়াল্‌ডো মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল, তখন বেলা নয়টা। সে মিঃ ব্লেকের উপদেশে উৎসাহিত হইয়া আশ্বস্ত চিত্তে তাহার চেয়ারিং ক্রশের

আফিসে প্রত্যাগমন করিল। সেখানে সত্যই একজন মক্কেল তাহার অপেক্ষা করিতেছিল। মিঃ ব্লেকের দৈববাণী সফল হইল।

ওয়াল্‌ডোর আফিস একটি সুবৃহৎ অট্টালিকার সুপ্রশস্ত কক্ষে সংস্থাপিত। কক্ষটি সুসজ্জিত; অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি ছিল না। ওয়াল্‌ডো আফিসে প্রবেশ করিয়াই সুবেশধারী একজন প্রকাণ্ড জোয়ানকে তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে দেখিল। ওয়াল্‌ডো সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র আগন্তুক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

ওয়াল্‌ডো বুঝিল—লোকটা মক্কেল। কিন্তু সে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই আগন্তুক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ড মর্ণিং! আপনিই কি মিঃ ওয়াল্‌ডো!"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "এবং আপনার অনুগত ভৃত্য,—অবশ্য যদি আপনি কোন কঠিন সঙ্কটে পড়িয়া থাকেন। বিপন্ন লোকের পক্ষে আমি 'মুস্কিল আসান'। আপনাকে কিরূপ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে?"

আগন্তুক বলিল, "আমার নাম বার্থোলোমো ক্রাস্‌কি!"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "উঃ, কি ভীষণ!"

ক্রাস্‌কির পবিচয় পাঠকপাঠিকাগণ পূর্ব্বেই পাইয়াছেন, কিন্তু সে কিরূপ সঙ্কটে পড়িয়া ওয়াল্‌ডোর সাহায্য প্রার্থনায় তাহার আফিসে আসিয়াছিল তাহা আমাদের অজ্ঞাত। ক্রাস্‌কি ওয়াল্‌ডোর কথা শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিল, এবং গম্ভীর স্বরে বলিল, "অর্থাৎ?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "অর্থাৎ আপনার সঙ্কট আমি বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু এই বিভ্রাট হইতে আপনাকে নিষ্কৃতি দান করা আমার অসাধ্য। আপনি আদালতে গিয়া দরখাস্ত করুন—যেহেতু আপনার নামটি উচ্চারণ করা অনেকের পক্ষেই বিপজ্জনক, এবং উহা লিখিতে আপনারও কলম ভাঙ্গিবার প্রবল আশঙ্কা আছে—অতএব এই নামটি ত্যাগ করিয়া—"

ক্রাস্‌কি সক্রোধে বলিল, "আপনি বলিতেছেন কি মহাশয়? আমি আমার

নাম পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে এখানে আসি নাই।" (I did not come here to discuss changing my name.)

ওয়াল্‌ডো ব্রস্তভাবে বলিল, "সত্য না কি ? আপনার ও রকম দাঁতভাঙ্গা নামটিকে 'তালাক' দেওয়া দরকার মনে করেন নাই ? আমি ত ভাবিয়াছিলাম— এই নাম-বিভ্রাটেই আপনি কাহিল হইয়া আমার পরামর্শপ্রার্থী হইয়াছেন ! উঃ, আমার ভ্রম কি সাংঘাতিক—আপনার নাম অপেক্ষাও ! তা দয়া করিয়া আমার নির্ব্বুদ্ধিতা মার্জ্জনা করুন মিঃ থর্মোবালো ক্রাক্‌সি !"

ক্রাস্‌কি গর্জ্জন করিয়া বলিল, "আবার ভুল করিলেন ? আমার নাম থর্মোবালো ক্রাক্‌সি নয়, বার্থোলোমো ক্রাস্‌কি। এ কি সত্যই আপনার ভুল, না আপনি মজা মারিতেছেন ?"

ক্রাস্‌কির সন্দেহ অমূলক নহে। ওয়াল্‌ডো তাহার দাঁতভাঙ্গা নাম শুনিয়া তাহাকে লইয়া একটু তামাসা করিতেছিল। (had been making fun of him.) ক্রাস্‌কির পোষাকের ঘটা সত্ত্বেও তাহার চেহারা দেখিলেই মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিত, মনে হইত লোকটার হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি, যেন সে মনুষ্যদেহে শয়তান ! সুতরাং ওয়াল্‌ডো তাহাকে দেখিয়া খুসী হইতে পারে নাই ; সে তাহার দম্ভে আঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। ক্রাস্‌কি কোন দুরভিসন্ধিতে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে ইহা ওয়াল্‌ডো তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিল।

কিন্তু গরজ বড় বালাই। এইভাবে উপহাসাস্পদ হইয়াও ক্রাস্‌কি রাগ করিয়া চলিয়া গেল না। আজ কাল যে সকল জুনিয়ার উকীল সাবেক কালের চোগা চাপকান ও সামলাকে বকেয়া বোধে বরখাস্ত করিয়া হালের হাকিমদের অনুকরণে হ্যাট কোট, কলার, টাই সম্বল করিয়াছেন, কিন্তু মেঠো মক্কেলের আশায় মুন্সেফী আদালতের অঙ্গনস্থিত বটতলার মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা ক্রাস্‌কির ন্যায় শাঁসালো মক্কেলের প্রতি ওয়াল্‌ডোর ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ মনে করিবেন ; কিন্তু ক্রাস্‌কি অন্য কোন উকীলের সন্ধানে না গিয়া ওয়াল্‌ডোকে বলিল, "খবরের কাগজে আপনি যে সকল বিজ্ঞাপন দিয়াছেন—তাহা আমি দেখিয়াছি।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "বিজ্ঞাপনগুলি নিতান্ত নিস্ফল হয় নাই, তাহা দেখিতেছি।"

মকেল বলিল, "তাহা দেখিয়া জানিতে পারিয়াছি আপনি যে কোন বিপজ্জনক কাজের ভার লইতে উৎসুক।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "তা বটে ; কিন্তু অনেক উকীল মক্কেলের মামলা পাইলেই তাহা গ্রহণ করে, সত্য মিথ্যার বিচার করে না ; বরং মিথ্যা মামলা সত্যের মত সাজাইয়া মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করে ! আমি সেরূপ করি না। আমি যে কোন বিপজ্জনক কাজের ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত—যদি সেই কাজ অন্যায় বা অসাধু কাজ না হয়। আপনি আমার কথায় রাগ করিবেন না মিঃ ক্রাস্‌কি ! আপনি কোন অন্যায় কার্য্যে আমার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন—এরূপ ধারণায় আপনাকে ও কথা বলি নাই, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য আপনাকে জানাইয়া রাখা ভাল।"

ক্রাস্‌কি একটু হাসিয়া কতকটা তাচ্ছিল্যভরে বলিল, "কিন্তু আপনার এই রকম 'নিষ্ঠে' কি আন্তরিক ? আপনি কি রকম সাধু পুরুষ, তাহা যে কেবল স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্টিভদের ও পুলিশেরই জানা আছে এরূপ নহে, আমরা বাহিরের লোক হইলেও সে সংবাদ—"

ওয়াল্‌ডো বাধা দিয়া বলিল, "আমি পূর্ব্বে যাহা ছিলাম, তাহার সহিত আমার বর্ত্তমান পেশার কোন সম্বন্ধ নাই। এক সময় যে কঠিন রোগে ভুগিয়াছে, তাহার ডাক্তারী করা উচিত কি না এ তর্ক নিস্ফল। আমি পূর্ব্বে কোন্ পথে চলিতাম, তাহা অনেকেই জানে, আপনিও বোধ হয় কিছু কিছু জানেন ; কিন্তু সেই ভরসায় যদি আপনি আশা করিয়া থাকেন আমার দ্বারা উৎকৃষ্ট সিঁদ-কাঠীর অভাব পূর্ণ হইবে—তাহা হইলে আপনার আশা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই।"

ক্রাস্‌কি ওয়াল্‌ডোর একথাতেও অপমান বোধ করিল না ; বরং আগ্রহভরে বলিল, "মিঃ ওয়াল্‌ডো, আপনি কি রকম কাজের লোক—তাহা জানি বলিয়াই আপনার কাছে আসিয়াছি। আমার কথাগুলি আপনি মন দিয়া শুনুন। আপনি ভিন্ন অন্য কেহ আমার কঠিন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পারিবে না। আপনি কোন অন্যায় বা অসাধু কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অসম্মত, এজন্য আপনাকে প্রথমেই বলিয়া রাখিতেছি—আমার কাজটির সহিত প্রতারণা

প্রবঞ্চনার কোন সম্বন্ধ নাই ; ইহার আগাগোড়া স্তায়ানুমোদিত ও সাধুতায় পূর্ণ। কিন্তু আপনাকে যে কাজের ভার গ্রহণ করিতে হইবে—সে সম্বন্ধে আপনি আমাকে কোন জেরা করিতে পারিবেন না ; আপনি আমার আদেশ বিনা-প্রতিবাদে পালন করিবেন। আমিও আপনার পারিশ্রমিক সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিব না।"

ওয়াল্‌ডো হাসিয়া বলিল, "আপনার দয়া। কিন্তু বিনা-প্রতিবাদে আপনার আদেশ পালন করা কি আমার সাধ্য হইবে? আপনি আমাকে সমুদ্রে ডুবিতে বলিলে বিনা-প্রতিবাদে সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িয়া শিঙ্গা ফুঁকিব?"

ক্রাস্‌কি বলিল, "না আপনাকে সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িয়া শিঙ্গা ফুঁকিতে হইবে না, উহা অপেক্ষা অনেক সহজ কাজের ভার লইতে হইবে, অর্থাৎ মধ্য আফ্রিকার দুর্গম গহন বনে প্রবেশ করিতে হইবে। আমি আপনার সঙ্গে থাকিব, এবং সেখানে যাহা করিতে হইবে যথাসময়ে জানাইব।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "প্রস্তাবটি শুনিতে আপাততঃ মন্দ নয়।"

ক্রাস্‌কি বলিল, "সেখানে গিয়া সমুদ্রের পরিবর্ত্তে আপনাকে একটা নদীতে ডুব দিতে হইবে ; এজন্য আপনাকে ডুবুরীর পোষাক সংগ্রহ করিতে হইবে।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "ডুবুরীর কাজ করিতে হইবে? সে কোন্ নদী?"

ক্রাস্‌কি বলিল, "আরাসঙ্গো নদী। সেই স্থানে নদী অত্যন্ত গভীর।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "হাঁ, কথাগুলা শুনিয়া মনে স্ফূর্ত্তি হইতেছে বটে, এ কাজে আমোদ আছে।"—আরাসঙ্গো নদী?"

নদীর নাম বলিয়া ক্রাস্‌কির মনে অনুতাপ হইল। সে ভাবিল, "নদীর নাম না বলাই উচিত ছিল; কিন্তু নাম প্রকাশ করায় ক্ষতির আশঙ্কা নাই। আফ্রিকার মানচিত্রে এই নদীর উল্লেখ নাই ; বিশেষতঃ, আমি পেত্‌নী দহের নাম প্রকাশ করি নাই, এবং কি উদ্দেশ্যে সেখানে ডুব দিতে হইবে,তাহাও বলি নাই।"

ওয়াল্‌ডো ক্রাস্‌কিকে নির্ব্বাক দেখিয়া বলিল, "আপনি আমার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন—ইহা বড়ই আনন্দের বিষয় ; কিন্তু আপনি এই কার্য্যের জন্য সাধারণ ডুবুরী নিযুক্ত না করিয়া আমার কাছে আসিয়াছেন কেন? আপনি চেষ্টা করিলে

লণ্ডনে বিস্তর ডুবুরী পাইতেন ; ডুবো জিনিস তুলিবার যোগ্য যন্ত্রাদিরও অভাব হইত না।”

ক্রাস্‌কি বলিল, “কাজটা অত সহজ হইলে কি আপনার কাছে আসিতাম ? কোন সাধারণ ডুবুরী সেই অতলস্পর্শ নদীগর্ভে ডুবিতে সাহস করিবে না। আপনার শক্তি অসাধারণ, আপনার কষ্ট-সহিষ্ণুতাও অতুলনীয়। সাধারণ ডুবুরীরা যে কাজ করিতে পারিবে না, আপনি তাহা সহজেই পারিবেন।”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “সহজেই পারিব ? সেই অতলস্পর্শ নদীগর্ভে ডুব দিয়া যদি আর উঠিতে না পারি ? আমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব—ইহা কিরূপে জানিলেন ?”

ক্রাস্‌কি বলিল, “আপনি নিজেকে ‘মুস্কিল আসন’ বলিয়া জাহির করিয়াছেন —একথা কি আপনার স্মরণ নাই ? যে কাজ অন্যের পক্ষে বিপজ্জনক, অন্যে যে ভার গ্রহণ করিতে সাহস করে না, তাহাই আপনি সুসম্পন্ন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন নাই কি ?”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “হাঁ, যে কোন কঠিন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে আমি সম্মত। আপনার প্রস্তাব শুনিয়া আমার হৃদয় আনন্দে ও উৎসাহে নৃত্য করিতেছে ; সঙ্গে সঙ্গে আমারও নৃত্য করিতে ইচ্ছা হইতেছে। এই ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ; কারণ আপনি মধ্য আফ্রিকার দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিয়া একটি নদীর অতলস্পর্শ গর্ভে প্রবেশ করিবার ভার আমার স্কন্ধে অর্পণ করিতেছেন। অবশ্য, সেই অতলস্পর্শ নদীগর্ভ হইতে কোন গুপ্ত সামগ্রী উত্তোলন করিতে হইবে; সেই নদীতে হাঙ্গর না থাক, ঢেঁকির মত লম্বা কুমীর বিস্তর আছে ; আমি জলে ডুব দিলেই তাহারা আমাকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিবে, এবং আমাকে আত্ম-রক্ষার জন্য অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে নিরাশ করিতে হইবে ; এ কি সামান্য আনন্দের বিষয় ; হাঁ, আপনার প্রস্তাবটি অত্যন্ত লোভনীয় মিঃ ক্রাস্‌কি !”

ক্রাস্‌কি আগ্রহ ভরে বলিল, “আপনার অদ্ভুত সাহস, মহা-বিপদেই আপনার আনন্দ ! আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ত ? পৃথিবীতে আপনি ভিন্ন

আর কেহই এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহস করিবে না। সেই নদী সত্যই অতলস্পর্শ, নদীতে কুম্ভীরের অভাব না থাকাই সম্ভব; তদ্ভিন্ন আরও অনেক অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কা আছে।”

ওয়াল্‌ডো সোৎসাহে বলিল, “সত্য না কি? আরও অনেক অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কা?—চমৎকার! কিরূপ বিপদের আশঙ্কা শুনিতে পাই না?”

ক্রাস্‌কি বলিল, “অসভ্য বন্য জাতি দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা আছে। শুনিয়াছি তাহারা নরভুক্ রাক্ষক।” (canibalistic savages.)

ওয়াল্‌ডো উত্তেজিত স্বরে বলিল, “নরভুক রাক্ষসদের হাতে পড়িতে হইবে? কি আনন্দ, কি আনন্দ! মিঃ ক্রাস্‌কি, আপনার কথা শুনিয়া সেই কুমীর-ভরা নদীতে ডুবুরিগিরি করিবার পূর্ব্বেই আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলাম! এই মনোহর কার্য্যের ভার আমি নিশ্চয়ই গ্রহণ করিব। ইহা আমারই উপযুক্ত কাজ।”

ক্রাস্‌কি বলিল, “এজন্য আপনাকে কি ফি দিতে হইবে?”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “হাঁ, কাজটা আমার মনের মত কি না? সেই জন্যই আমি আপনার নিকট অধিক ফিএর দাবী করিব না; আমাকে পাঁচ হাজার পাউণ্ড ফি দিলেই চলিবে!”

ওয়ালডোর কথা শুনিয়া ক্রাস্‌কি চমকিয়া লাফাইয়া উঠিল, অবিশ্বাস ভরে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “আপনি কি আমার সঙ্গে চালাকি করিতেছেন?—পাঁচ হাজার পাউণ্ড ফি!”

ওয়াল্‌ডো স্বাভাবিক স্বরে বলিল, “হাঁ, উহার এক পেণী বেশী লইব না। ঐ ফিই আমাকে দিতে হইবে।”

ক্রাস্‌কি বলিল, “কিন্তু আপনার দাবী যে অসঙ্গত, বিশ্বাসেরও অযোগ্য।”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “আপনি কি ফাঁকি দিয়া কার্য্যোদ্ধার করাই সঙ্গত মনে করিতেছেন?”

ক্রাস্‌কি বলিল, “না, ফাঁকি দিব কেন? আপনার খোরাকী ও ন্যায্য খরচ যাহা লাগে পাইবেন, তদ্ভিন্ন আফ্রিকায় যাতায়াতের জন্য আপনার যে পাথেয় লাগিবে তাহাও দিব।”

ওয়াল্‌ডো বলিল, "হাঁ, পাথেয় ত দিবেনই, তদ্ভিন্ন ফি নগদ পাঁচ হাজার পাউণ্ড দিতে হইবে। আমি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য কোন লোক এই ভার গ্রহণ করিতে পারিবে না। আমাকে যে পরিশ্রম করিতে হইবে তাহার তুলনায় পাঁচ হাজার পাউণ্ড ফি অধিক নহে।"

ক্রাস্‌কি কয়েক মিনিট ব্যাকুল ভাবে সেই কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইল; তাহার বিশ্বাস হইল, অদ্ভুতকর্ম্মা ওয়াল্‌ডো ভিন্ন সেই কার্য্য অন্যের অসাধ্য। পাঁচ হাজার পাউণ্ড ফি দিলেই যদি হীরাগুলি পাওয়া যায়—তবে তাহা দেওয়া ক্ষতিজনক নহে।—কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া বলিল, "উত্তম, আমি আপনার প্রস্তাবেই সম্মত হইলাম। আপনি ঐ অসঙ্গত ফিই পাইবেন।"

ক্রাস্‌কির কথা শুনিয়া ওয়াল্‌ডো বিস্মিত হইল। সে ভাবিয়াছিল—পাঁচ হাজার পাউণ্ড ফি দাবী করিলে ক্রাস্‌কি হতাশ হইয়া সরিয়া পড়িবে; কিন্তু সে পাঁচ হাজার পাউণ্ড প্রদানে সম্মত হওয়ায় ওয়াল্‌ডো বুঝিতে পারিল—আরাসঙ্গো নদীর নীচে যে সামগ্রী সঞ্চিত আছে—তাহার মূল্য লক্ষাধিক পাউণ্ড। ক্রাস্‌কি সেই দুর্লভ সামগ্রীর বৈধ অধিকারী হইলে সে এত সহজে পাঁচ হাজার পাউণ্ড ত্যাগ করিতে সম্মত হইত কি?—এই কথা চিন্তা করিয়া ওয়াল্‌ডোর ধারণা হইল—ক্রাস্‌কি চোরা মালের সন্ধান পাইয়াছে। তাহার ব্যবহার সরল নহে।"

ক্রাস্‌কি বলিল, "আমি আপনার দাবী গ্রাহ্য করিলাম; কিন্তু আপনি প্রতিজ্ঞা করুন এ সকল কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "আমার পেটের কথা মুখের বাহিরে আসিবে? অসম্ভব! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—এ কথা কখন কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না। আমার বিজ্ঞাপনেই আপনি দেখিয়া থাকিবেন—আমার মক্কেলদের সকল কথা গোপন রাখা হয়।"

ক্রাস্‌কি তাহার প্রতিজ্ঞায় নির্ভর করিয়া বলিল, "উত্তম। আপনি আজই আগাম দাদনস্বরূপ দুই হাজার পাউণ্ড পাইবেন। আপনি যে মুহূর্ত্তে কাজ উদ্ধার করিবেন—সেই মুহূর্ত্তেই অবশিষ্ট তিন হাজার পাউণ্ড আপনাকে প্রদান করা হইবে। আমি যথাসময়ে টেলিফোন করিয়া অন্যান্য ব্যবস্থার কথা আপনাকে

জানাইব; কিন্তু আপনাকে স্মরণ রাখিতে হইবে—আমি যে মুহূর্ত্তে বলিব—সেই মুহূর্ত্তেই আপনাকে আফ্রিকায় যাত্রা করিতে হইবে।"

ওয়ালডো বলিল, "আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি; যদি এই মুহূর্ত্তেই আমাকে যাত্রা করিতে বলেন—তাহাতেও আমার আপত্তি নাই।"

ক্রাস্‌কি ওয়াল্‌ডোর নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে ওয়াল্‌ডো কয়েক মিনিট স্তব্ধভাবে বসিয়া এই অপরিচিত মক্কেল ও তাহার অদ্ভুত প্রস্তাবের কথা চিন্তা করিল; তাহার পর উত্তেজিত স্বরে বলিল, "এ বেটা রাস্কেল, শয়তান, পাকা বদমায়েস। কাহারও সর্ব্বনাশের ফন্দী আঁটিয়া আমার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছে।—কিন্তু এখন এ সকল কথা ভাবিয়া কোন ফল নাই; আমি উহার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছি, আমাকে আফ্রিকায় যাইতেই হইবে। দুর্গম কঙ্গোর দুর্গমতর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ডুবুরীর পরিচ্ছদে কুম্ভীরপূর্ণ নদীর গভীর গর্ভে ডুব দিতে হইবে; তাহার পর জীবিত অবস্থায় নদীগর্ভ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিব কি না কে জানে? কিন্তু কাজটা আমার মনের মত বটে; এত দিন পরে জীবনের একটু আস্বাদন পাওয়া যাইবে। প্রাণ ধারণের মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারিব, ইহাই আমার পরম লাভ।"

ষষ্ঠ প্রবাহ

ভীষণ আবিষ্কার

লর্ড ব্লেনমোর বৃদ্ধ ইহুদী মার্ক রোসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ম অধীর হইয়াছিলেন। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে সোহো পল্লীতে উপস্থিত হইয়া ব্লেনস্ বিল্‌ডিংস্‌এ প্রবেশ করিলেন। সেই অট্টালিকার তেতালায় রোসেনের বাসা। লর্ড ব্লেনমোর কৌতূহল-স্পন্দিত বক্ষে তেতালায় উঠিতে লাগিলেন; লিফ্‌টের ব্যবস্থা ছিল না, তাঁহাকে সিঁড়ি ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে উর্দ্ধমুখে উঠিতে হইল।

সিঁড়ির নীচে একজন কনষ্টেবল দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে দেখিয়া লর্ড ব্লেনমোর মনে করিয়াছিলেন সে কোন প্রয়োজনে সেখানে আসিয়াছিল। সেই অট্টালিকায় বিভিন্ন পরিবার বাস করিত, কন্‌ষ্টেবল কাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল তাহা জিজ্ঞাসা করা তিনি নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু তেতালার সিঁড়ির উপর আর একজন কন্‌ষ্টেবল দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। মার্ক রোসেনের বাসায় কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ভাবিয়া তিনি উৎকণ্ঠিত হইলেন।

তখন বেলা প্রায় দশটা, লর্ড ব্লেনমোর বেটী রোসেনকে বলিয়া গিয়াছিলেন প্রভাতেই তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন; সুতরাং বৃদ্ধ রোসেনের সহিত সাক্ষাৎ হইবে—এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। বৃদ্ধ রোসেনের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি আকৃষ্ট হইয়াছিল; তাঁহার ইচ্ছা ছিল—সম্ভব হইলে তিনি দরিদ্র বৃদ্ধের উপকার করিবেন; যে ভাবেই হউক তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। তিনি রোসেনের জন্ম যে আয়নাখানি ক্রয় করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস শুনিবার জন্ম তাঁহার কৌতূহল প্রবল হইয়াছিল। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল—কঙ্গোর দুর্গম প্রদেশের আরণ্য নদীর সহিত সেই আয়নার সংস্রব

ছিল। সেই নদী তাঁহার সুপরিচিত, তাহার স্মৃতি তাঁহার হৃদয় ফলকে-উজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত ছিল।

সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ সোপানে দ্বিতীয় কনষ্টেবলটিকে দেখিয়া লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "এই বাড়ীতে কি কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে?"

কনষ্টেবল বলিল, "ভীষণ দুর্ঘটনা; আপনি কি তাহা জানেন না? আপনি কি হত্যাকাণ্ডের সংবাদ না শুনিয়াই এখানে আসিতেছেন?"

লর্ড ব্লেনমোর সভয়ে বলিলেন, "হত্যাকাণ্ড? কি সর্ব্বনাশ! কে কাহাকে হত্যা করিয়াছে? আমি যে মিঃ মার্ক রোসেনের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি।"

কনষ্টেবল বলিল, "তাহা হইলে আপনার আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই মহাশয়! কারণ মিঃ রোসেন আর জীবিত নাই।"

লর্ড ব্লেনমোর স্তম্ভিত ভাবে বলিলেন, "জীবিত নাই! তবে কি মিঃ রোসেনই নিহত হইয়াছেন? এ যে অতি ভয়ানক কথা! তিনি কিরূপে নিহত হইলেন?"

কনষ্টেবল মাথা নাড়িয়া বলিল, "দুঃখের বিষয়—আমি আপনার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিব না। আর আপনাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিব সে অধিকারও আমার নাই মহাশয়! আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না, আমি হুকুমের চাকর।"

আমাদের দেশের পুলিশ হইলে বলিত, "হঠ্ যাও!"—কিন্তু লণ্ডনের পুলিশ ভদ্রলোক; বিশেষতঃ তাহারা জানে তাহারা জনসাধারণের ভৃত্য, মনিব নহে।

লর্ড ব্লেনমোর বৃটীশ লর্ড, আমাদের দেশের অনেক ভূস্বামী অপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি; একটা নগণ্য কনষ্টেবলের আদেশ অগ্রাহ্য করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইলেন। অতঃপর তিনি কি করিবেন, ভাবিতেছিলেন, সেই সময় সিঁড়ির দ্বার ঠেলিয়া মিঃ ব্লেক মাথা বাড়াইয়া দিলেন। তাঁহার মুখ গম্ভীর, চক্ষুতে উদ্বেগের ছায়া ঘনীভূত, —মিঃ ব্লেককে সেখানে দেখিয়া লর্ড ব্লেনমোরের বিস্ময়ের সীমা রহিল না; কিন্তু তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লর্ড ব্লেনমোর, আমি

দরজার এধারে দাঁড়াইয়া আপনার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছিলাম। আপনি ভিতরে আসুন। কনষ্টেবল, লর্ড ব্লেনমোরকে ভিতরে আসিতে দিতে বাধা নাই।"

লর্ড ব্লেনমোর! পুলিশ-কমিশনর এবং তস্য উপরওয়ালা হোম-সেক্রেটারী যাঁহাকে দেখিয়া টুপি তুলিয়া অভিবাদন করেন, তাঁহার পথ সে রুদ্ধ করিয়াছিল! সে সসম্মানে দ্বার ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। লর্ড ব্লেনমোর স্তম্ভিত হৃদয়ে ও অত্যন্ত বিমর্ষ ভাবে মিঃ ব্লেকের অনুসরণ করিলেন। তিনি কখন নরহত্যার ন্যায় নোংরা ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন নাই; বিশেষতঃ পূর্ব্বদিন অপরাহ্ণে যাঁহাকে সুস্থ দেহে তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া আলাপ করিতে দেখিয়াছিলেন, কয়েক ঘণ্টা পরে তাঁহাকে তাঁহারই মৃতদেহ দেখিতে হইবে—এ চিন্তা তাঁহার দুঃসহ হইল। ক্ষোভে দুঃখে তাঁহার করুণ হৃদয় আলোড়িত হইল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লর্ড ব্লেনমোর, আজ এভাবে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে—ইহা কল্পনারও অতীত! দৈবক্রমে আমি এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। আমি ও স্মিথ বাঁধের উপর বেড়াইতেছিলাম; সেই স্থানে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চীফ ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। তিনিই আমাদিগকে তাঁহার গাড়ীতে তুলিয়া আনিলেন। তিনি বলিলেন, সোহোতে ব্লেন্‌স বিল্‌ডিংস্‌এ মিঃ রোসেনের বাসায় যাইবেন, শুনিয়া আমারও এখানে আসিবার জন্য আগ্রহ হইয়াছিল।"

লর্ড ব্লেনমোর ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "মিঃ রোসেন মারা পড়িয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঐ সিঁড়ির অদূরে তাঁহার মৃতদেহ পড়িয়া ছিল, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার কন্যাই তাহা দেখিতে পাইয়াছিল। ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা!"

লর্ড ব্লেনমোর আড়ষ্ট কণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু—কিরূপে—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সকল সংবাদ ঠিক জানিতে পারি নাই। আপনার আসিবার অল্পকাল পূর্ব্বেই আমরা এখানে পৌঁছিয়াছি। শুনিলাম মিঃ রোসেন পশ্চাৎ হইতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। মস্তকে কঠিন আঘাত পাওয়ায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সম্ভবতঃ কেহ তাঁহার মস্তকে লৌহদণ্ডের আঘাত করিয়াছিল।"

লর্ড ব্লেনমোর ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "উঃ কি নিষ্ঠুর! মানুষের মধ্যে এরকম

পশুও আছে! মিঃ ব্লেক, মিঃ রোসেনের সঙ্গে অতি অল্পক্ষণের জন্য আমার আলাপ হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার দুই চারিটি কথা শুনিয়াই বুঝিয়াছিলাম তিনি নির্ব্বিরোধ, নিরীহ, খাঁটি মানুষ! তাঁহার সম্বন্ধে আমার বেশ ভাল ধারণা হইয়াছিল। (I formed an excellent opinion of him.) আমি আপনাকে কাল যে ব্রোঞ্জের আয়নাখানি দেখাইয়াছিলাম সেই আয়না সম্বন্ধে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াই আজ এখানে আসিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমিও ঐ রকমই অনুমান করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে খাঁটী খবর শীঘ্রই বোধ হয় জানিতে পারিব। ইন্স্পেক্টর লেনার্ড যে কনষ্টেবলটাকে জেরা করিতেছেন—সে-ই সর্ব্ব-প্রথমে এখানে আসিয়াছিল।"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, " হতভাগ্য বৃদ্ধ রোসেন! কি ভীষণ অত্যাচার! লণ্ডনের কলঙ্কের সীমা নাই, চারি দিকে পাপ, নানা দিকে পৈশাচিকতা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে! আমি অবণ্য ভালবাসি, সেখানে সিংহ ব্যাঘ্র বাস করে বটে, কিন্তু তাহারা নর-পশুদের মত ভীষণস্বভাব নহে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, জনপদ অপেক্ষা বন-পথ অনেক ভাল।"

লর্ড ব্লেনমোর হঠাৎ চারি দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কিন্তু—কিন্তু—সেই—মেয়েটির কি হইল ?—মিঃ রোসেনের একটি মেয়ে আছে। মিঃ রোসেনের শ্মশান-তুল্য জীবনে সে স্বর্গের পারিজাত। আমি কাল তাহাকে কয়েক মিনিটের জন্য এখানে দেখিয়াছিলাম। আহা, বৃদ্ধ পিতাই বোধ হয় তাহার একমাত্র অবলম্বন ছিল।—সে কি এখানে আছে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না। সে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।"

লর্ড ব্লেনমোর সবিস্ময়ে বলিলেন, "বাহিরে চলিয়া গিয়াছে! এসময় সে বাহিরে গেল ? উঃ, কোমল হৃদয়ে কি কঠিন আঘাতই সে পাইয়াছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সম্ভবতঃ তাহাই তাহার বাহিরে যাইবার কারণ ; শুনিলাম বেটী তাহার পিতার মৃতদেহ সিঁড়ির কাছে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া নীচে গিয়া আর্ত্তনাদ করিতেই একজন কনষ্টেবল তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য দৌড়াইয়া

আসিয়াছিল। সে মিঃ রোসেনের দেহ পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার ডাকিয়াছিল। ডাক্তার আসিয়া রোসেনের মৃতদেহ মড়ি-ঘরে পাঠাইয়াছেন।—দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে রোসেনের ঐরূপ অবস্থা দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।”

লর্ড ব্লেনমোরের হৃদয় বেটীর প্রতি করুণায় পূর্ণ হইল। তিনি মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “মিঃ রোসেনের হত্যাকাণ্ডের কারণ জানিতে পারিয়াছেন কি? তাঁহার ন্যায় নির্ব্বিরোধ দরিদ্রকে কে কি উদ্দেশ্যে হত্যা করিল?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হত্যাকাণ্ডের কারণ আমরা এখনও জানিতে পারি নাই, তবে ব্রোঞ্জের আয়নার সহিত হত্যাকাণ্ডের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই অনুমান হয়।”

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, “ব্রোঞ্জের আয়না? কি সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে আমিই যে পরোক্ষতঃ তাঁহার অপমৃত্যুর জন্য দায়ী!”

স্মিথ বলিল, “ইহুদী বুড়ার মৃত্যুর জন্য আপনি দায়ী? অসম্ভব!”

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, “হাঁ, আমি কতকটা দায়ী বৈ কি! ব্রোঞ্জের আয়নাখানি আমিই আনিয়া দিয়াছিলাম। উহা আমি না আনিলে হয় ত এই দুর্ঘটনা ঘটিত না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনি পাগলের মত কথা বলিতেছেন! আপনি দয়া করিয়া রোসেনকে ঐভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন; সে জন্য কি আপনার অপরাধ হইতে পারে? মিস্ রোসেন কন্‌ষ্টেবলকে বলিয়াছিল—কেবল সেই আয়নাখানিই ঘরে পাওয়া যায় নাই; সুতরাং তাহা চুরি গিয়াছে। সেই আয়না ভিন্ন আর কোন জিনিস অপহৃত হয় নাই। হত্যাকারী সম্ভবতঃ সেই আয়নাখানি লইয়াই অদৃশ্য হইয়াছে।”

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, “মিঃ রোসেন সেই অভিশপ্ত আয়নার লোভ না করিলেই ভাল করিতেন। আমার বিশ্বাস, সেই আয়নার সহিত ভীষণ রহস্য জড়িত আছে। হত্যাকারী বোধ হয় সেই রহস্যের সন্ধান জানিত। কোন্ লোভে সে আয়নাখানি হস্তগত করিবার জন্য রোসেনকে হত্যা করিয়াছে তাহা অনুমান করা অসাধ্য। সেই অভিশপ্ত আয়না কাল আমার চোখে না পড়িলেই ভাল হইত।”

চীফ্ ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "না, কন্‌ষ্টেবলটার কাছে কাজের কথা কিছুই শুনিতে পাইলাম না।—এই যে লর্ড ব্লেনমোর!—নমস্কার, আপনাকে এখানে দেখিবার আশা করি নাই। এ সকল ব্যাপারে আপনার মত লোকের সংস্রব না থাকাই ভাল।"

লর্ড ব্লেনমোর—বলিলেন, "আমি মিঃ রোসেনের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলাম; তাঁহার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা ছিল। এখানে আসিয়া শুনিলাম—তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে। অতি ভীষণ ব্যাপার! এই হত্যাকাণ্ডের কারণ জানিতে পারিয়াছেন কি?"

চীফ্ ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "প্রকৃত ব্যাপার যে কি, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। মিস্ রোসেন কন্‌ষ্টেবলের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল—অতি প্রত্যূষে সে তাহার পিতার মৃতদেহ ঐ স্থানে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, তাহার ঘরে না কি একখানি অদ্ভুত রকমের আয়না ছিল, তাহা ব্রোঞ্জনির্ম্মিত; সেই আয়নাখানি মাত্র অদৃশ্য হইয়াছে, তাহা ভিন্ন আর কোন জিনিস চুরি যায় নাই! সেই আয়নাখানি কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহার কাছেই ছিল। আয়না-সংক্রান্ত রহস্য আমি বুঝিতে পারি নাই। মিস্ রোসেন এখানে থাকিলে আমি তাহাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতাম।"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "মিস্ রোসেন কোথায় গিয়াছে—তাহা কি আপনি জানেন না?"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "না, কেহই তাহার সংবাদ দিতে পারিল না। কন্‌ষ্টেবল তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া অন্যায় করিয়াছে। আমি সে সময় এখানে উপস্থিত থাকিলে তাহাকে যাইতে দিতাম না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার জন্য আমারও দুশ্চিন্তা হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, সে তাহার পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে শোকে বিহ্বল হইয়াছে। মনের দুঃখে বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "সংসারে বৃদ্ধ পিতাই তাহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। পিতার এইরূপ আকস্মিক অপমৃত্যু হইল, সে কিরূপে আত্মসংবরণ করিবে?

হয় ত সে পাগলের মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে।—কে তাহাকে সান্ত্বনা দান করিবে? কে তাহার মনের কষ্ট বুঝিবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। বৃদ্ধ রোসেন মেয়েটীকে লইয়া এই বাড়ীতে বাস করিত; তাহাদের আপনার বলিতে আর কেহই ছিল না। বৃদ্ধ রোসেনের স্ত্রী বহু দিন পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। রোসেন সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অতি কষ্টে মেয়েটিকে প্রতিপালন করিতেছিল; অর্থাভাবে তাহাদের কষ্টের সীমা ছিল না। বেটী ফেরিংটন ষ্ট্রীটের কোন দোকানে চাকরী করিত; কিন্তু আজ সে সেখানে যায় নাই। ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড সেখানে তাহার সন্ধানে লোক পাঠাইয়া ছিলেন; দোকানের লোকেরা মিস্ রোসেনের সংবাদ দিতে পারে নাই। সে কোথায় গিয়াছে, আর বাড়ীতে ফিরিবে কি না তাহা কেহই বলিতে পারে না।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা সহজ হইবে না; অথচ ব্রোঞ্জের সেই আয়নার কথা সে ভিন্ন অন্য কেহ বলিতে পারিবে না। তাহাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে; কিন্তু কোথায় তাহাকে পাইব? আমিই তাহাকে খুঁজিয়া দেখি।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড স্বয়ং বেটীর সন্ধানে চলিলেন। লর্ড ব্লেনমোর রোসেনের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানি বিবর্ণ জীর্ণ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সদাপ্রফুল্লমুখ বিষাদাচ্ছন্ন হইল। তিনি হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এই ব্যাপারে আমি মনে বড় আঘাত পাইয়াছি, মিঃ ব্লেক! আপনি যাহাই বলুন, মিঃ রোসেনের হত্যাকাণ্ডের জন্য আমিই অংশতঃ দায়ী, ইহা ভুলিতে পারিতেছি না। মিস্ রোসেনের এই বিপদে যদি তাহাকে কোন রকম সাহায্য করিতে পারিতাম—তাহা হইলে আমার মনের ভার একটু লঘু হইত, কতকটা শান্তি লাভ করিতাম। আয়নাখানি আমিই এখানে লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহারই ফলে এই সর্ব্বনাশ হইল!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি নিজের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া ওরূপ ব্যাকুল হই-

বেন না। আপনার দোষ কি? আপনার কাছেই ত শুনিয়াছি আয়নাখানি রোসেনই কিনিয়াছিল।"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "তিনি কয়েক শিলিং দিয়া বায়না করিয়াছিলেন, অর্থাভাবে তখন তাহা কিনিতে পারেন নাই; আমি বাকি টাকা দিয়া তাহা মিঃ রোসেনের জন্য কিনিয়া আনিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই জন্যই কি আপনি তাহার হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী? রোসেন আয়নাখানি কিনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, বায়নাও করিয়াছিল; আপনি কাল তাহা তাহার জন্য কিনিয়া না আনিলে সে টাকা সংগ্রহ করিয়া আজ কিনিয়া আনিত, এবং তাহার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে—একদিন পরে তাহাই ঘটিত; সুতরাং তাহার অপমৃত্যুর জন্য আপনিই দায়ী—এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া আপনার আক্ষেপ করা অনুচিত। আপনি অকারণ ক্ষুব্ধ হইবেন না।"

লর্ড ব্লেনমোর মন সংযত করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ রোসেনের হত্যাকাণ্ডে ও তাঁহার কন্যার আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে তিনি এরূপ অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মনের ভার লঘু হইল না। তিনি রোসেনের সঙ্গে আলাপ করিতে আসিয়া কি ভীষণ কাণ্ডের কথা শুনিলেন! তাঁহার ধারণা হইল—সেই আজব আয়নাখানি আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যেই কেহ বৃদ্ধ ইহুদীকে হত্যা করিয়াছে। কিন্তু সেই আয়নার সাহায্যে এরূপ কি অসাধ্য সাধন হইতে পারে যে, সেজন্য বৃদ্ধকে হত্যা করা অপরিহার্য্য হইয়াছিল?—লর্ড ব্লেনমোর এই প্রশ্নের উত্তর স্থির করিতে পারিলেন না।

* * * * *

বেটী রোসেন বেকার ষ্ট্রীট দিয়া চলিতেছিল, তাহার মন উদ্‌ভ্রান্ত, শোকে দুঃখে সে ম্রিয়মান, কোথায় পা পড়িতেছিল—সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। সে পথের দুই দিকের প্রত্যেক বাড়ীর নম্বর দেখিতে দেখিতে কম্পিতপদে অগ্রসর হইতেছিল। পিতার আকস্মিক অপমৃত্যুতে সে বিহ্বল হইলেও উদ্দেশ্যহীন ভাবে পথে বাহির হয় নাই। সে সঙ্কল্প স্থির করিয়াই গৃহত্যাগ করিয়াছিল। মিঃ ব্লেকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইয়াছিল। সে বেকার ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিয়া

মিঃ ব্লেকের বাড়ীর নম্বর খুঁজিতেছিল। সে পিতৃশোকে কাতর হইলেও সঙ্কল্প করিয়াছিল—তাহার পিতৃহন্তাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহার অপরাধ সপ্রমাণ করিয়া তাহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইবে; কিন্তু সে নারী, তাহার শক্তি নাই, অর্থ নাই, তাহাকে সাহায্য করিতে পারে—সংসারে এরূপ কেহই নাই। সে মিঃ ব্লেকের সহৃদয়তার কথা শুনিয়াছিল, তাঁহার অসাধারণ শক্তি সামর্থ্যে তাহার বিশ্বাস ছিল। মিঃ ব্লেককে সকল কথা বলিয়া তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিলে তাহার আশা পূর্ণ হইতে পারে—এই বিশ্বাসে সে মিঃ ব্লেকের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সে যখন মিঃ ব্লেকের সহিত সাক্ষাতের সঙ্কল্প করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিল, তখন সেখানে পুলিশ, ডাক্তার প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিল; কিন্তু তাহার গতিবিধির প্রতি কাহারও লক্ষ্য ছিল না। সে কখন অদৃশ্য হইয়াছিল—তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। বেটী যখন মিঃ ব্লেকের গৃহের অদূরে উপস্থিত হইয়াছিল—সেই সময় মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া বাঁধের দিকে যাইতেছিলেন। বেটী তাঁহাকে পথ দিয়া যাইতে দেখিয়াছিল, কিন্তু মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না, দেখিলেও তাঁহাকে চিনিতে পারিত কি না সন্দেহ। তিনি যে দৈব-ক্রমে কিছুকাল পরে তাহাদেরই বাড়ীতে উপস্থিত হইবেন—ইহা সে আশা করিতে পারে নাই। সেরূপ আশা থাকিলে সে গৃহত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইত না।

বেটী মিঃ ব্লেককে কি বলিবে—তাহাও স্থির করিয়া গিয়াছিল।—মিঃ ব্লেকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে বলিত—অভিশপ্ত আয়নাখানি পূর্ব্বদিন অপরাহ্ণে তাহার হস্তগত হইয়াছিল। সেই সময় একটা প্রকাণ্ড জোয়ান তাহার পিতার সঙ্গে তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিল। দুষমনের মত লোকটার চেহারা। সে সুদখোর মহাজন বলিয়াই বেটীর ধারণা হইয়াছিল, এবং তাহার পিতা সেই লোক-টার সাহায্যপ্রার্থী হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই—একথাও সে তাহার পিতার নিকট জানিতে পারিয়াছিল; কিন্তু তাহার নাম জানিতে পারে নাই।—বেটী ভাবিল, তাহার চেহারার পরিচয় পাইলেও কি মিঃ ব্লেক এই ধূম্রলোচনটাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেন না? সেই বিকটাকার জোয়ানটার সঙ্গে তাহার পিতার কি পরামর্শ হইয়াছিল—বেটী তাহা শুনিতে পায় নাই, তাহার পিতা

তাহাকে কোন কথা খুলিয়া বলেন নাই; কিন্তু তাহার সন্দেহ হইয়াছিল—সেই লোকটাই তাহার পিতার হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী। আয়নাখানিও সে চুরি করিয়াছিল। বেটী যখন তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল—তখন তাহার পিতা আয়নাখানি লইয়া চেয়ারে বসিয়া ছিলেন। তাহার পর সে তাঁহাকে জীবিত দেখিতে পায় নাই; আয়নাখানিও অদৃশ্য হইয়াছিল।—এই সকল কথা বলিবার জন্যই বেটী মিঃ ব্লেকের বাড়ীর সন্ধান করিতেছিল।

বেটী বাড়ীর নম্বর দেখিয়া মিঃ ব্লেকের বহির্দ্বারে দাঁড়াইল। দ্বার রুদ্ধ ছিল। সে বারান্দায় উঠিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিল। তখন তাহার মন সংযত করা অসাধ্য হইয়াছিল; অশ্রুপূর্ণ চক্ষুতে সে চারি দিক ঝাপ্‌সা দেখিতেছিল। সে দুই এক মিনিট দাঁড়াইয়া রহিল, এবং ভিতরে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল। তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল।

মিসেস্ বার্ডেল গজেন্দ্রগমনে দ্বারের নিকট আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। মিসেস্ বার্ডেলের বিরাট দেহ দেখিয়া বেটী অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইল; কম্পিত স্বরে বলিল, "আমি মিঃ ব্লেকের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি; আপনি দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার নিকট—"

মিসেস্ বার্ডেল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বেটীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "কিন্তু মিঃ ব্লেক ত এখন বাড়ী নাই; তিনি কি একটা জরুরি কাজে বাহিরে গিয়াছেন। মিঃ স্মিথও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। তুমি একটু আগে আসিলে তাঁহাদের দেখিতে পাইতে; বাড়ীতে এখন কেহই নাই।"

বেটী হতাশভাবে বলিল, "কিন্তু মিঃ ব্লেক কি শীঘ্র ফিরিয়া আসিবেন না? বাহিরে তাঁহার কত বিলম্ব হইবে?"

মিসেস্ বার্ডেল বলিল, "তিনি কখন ফিরিবেন তাহা ত আমার জানা নাই; এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরিতে পারেন,আবার সমস্ত দিনের মধ্যে না ফিরিতেও পারেন, এক এক দিন তাঁহার কাজ শেষ করিয়া আসিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া যায়।"

বেটী বলিল, "আমি ভিতরে গিয়া তাঁহার জন্য কিছুকাল অপেক্ষা করিতে পারি না?"

•মিসেস্ বার্ডেল বেটীর চোখে জল দেখিয়া এবং তাহার ব্যাকুলতায় ব্যথিত হইয়া বলিল,"তা মা, যদি তোমার ইচ্ছা হয় ত তাঁহার 'পরিবেশনে'র (উপবেশন ?) ঘরে আসিয়া বসিতে পার। তোমার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে—কোন্ বিপদে পড়িয়া তুমি কাহিল হইয়াছ।"

বেটী বলিল, "বড় বিপদ মা! আমার বাবাকে কে খুন করিয়াছে।"

মিসেস্ বার্ডেল সত্রাশে বলিল, "খুন? •কি সর্ব্বনাশ! তা কাঁদিয়া আর কি করিবে বল? চোখের জল দিয়া ত তোমার বাবাকে বাঁচাইতে পারিবে না।—চল, ভিতরে চল।"

মিসেস্ বার্ডেল বেটীকে সঙ্গে লইয়া মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিল; এবং তাহার জন্য এক পেয়ালা চা আনিয়া দিবে—এই ভরসা দিয়া প্রস্থান করিল। বেটী সেই কক্ষে একাকী বসিয়া চারি দিকে চাহিতে চাহিতে, মিঃ ব্লেক বাড়ী ফিরিলে তাঁহাকে কোন্ কথার পর কোন্ কথা বলিবে—তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং চোখের জল মুছিয়া প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিল। সহসা সেই কক্ষে সুবেশধারী বিশালকায় একজন বলিষ্ঠ যুবকের আবির্ভাব হইল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিলে মনে হইত—এই ব্যক্তিই গৃহস্বামী।

কিন্তু আগন্তুক আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত 'অদ্ভুত কর্ম্মা' রুপার্ট ওয়াল্ডো। তাহাকে দেখিয়া বেটীর ধারণা হইল—এই ব্যক্তিই মিঃ ব্লেক। কারণ সে মিঃ ব্লেকের খ্যাতি প্রতিপত্তি ও অদ্ভুত শক্তির কথা শুনিয়া থাকিলেও মিঃ ব্লেককে কোন দিন দেখিতে পায় নাই; সে দুই একবার মিঃ ব্লেকের ফটো দেখিয়াছিল; কিন্তু সেই ফটোর সহিত আগন্তুকের চেহারার সাদৃশ্য আছে কি না তাহা তাহার স্মরণ হইল না। বাহিরের কোন লোক সেই ভাবে মিঃ ব্লেকের ঘরে প্রবেশ করিয়াছে—এ সন্দেহ তাহার মনে স্থান পাইল না। এই জন্য সে ওয়াল্ডোকে সম্মুখে দেখিবামাত্র বিহ্বল স্বরে বলিল, "মিঃ ব্লেক, আমি আপনার দয়া প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি; আমার বাবা খুন হইয়াছেন, এবং—"

ওয়াল্‌ডো যুবতীর ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "কিন্তু তুমি বোধ হয় হয় মনে করিয়াছ আমি—"

বেটী বাধা দিয়া বলিল, "হাঁ আমি আশা করিয়াছি আপনি আমার বিপদের কথা শুনিয়া আমাকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কাল রাত্রিশেষে কি আজ খুব সকালে কে আমার বাবাকে খুন করিয়া গিয়াছে। তাঁহার সেই ব্রোঞ্জের আয়নাখানাই যত অনর্থের মূল। আরাসঙ্গো নদীতে ভীষণ দুর্ঘটনার জন্যই আমাদের এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে মিঃ ব্লেক! আমি সব বুঝিয়াছি।"

ওয়াল্‌ডো নানা চিন্তায় অধীর হইলেও বেটীর কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার এই ভাবান্তর বেটী লক্ষ্য করিতে পারিল না, তখন সে নিজের চিন্তায় বিভোর!

ওয়াল্‌ডোর কর্ণ-কুহরে পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, 'আরাসঙ্গো নদী!' সে ভাবিল, "কি আশ্চর্য্য, প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে বার্থোলোমো ক্রাস্‌কি আমাকে বলিয়াছিল—আরাসঙ্গো নদীতে আমাকে ডুবুরি-গিরি করিতে হইবে; আর এই মেয়েটার মুখেও আফ্রিকার সেই অজ্ঞাতনামা নদীর কথা শুনিলাম। এই নদী-সংক্রান্ত ব্যাপারের সহিত তাহার পিতার হত্যাকাণ্ডের সংস্রব আছে। আশ্চর্য্য! অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার!"

কিন্তু ওয়াল্‌ডো দীর্ঘকাল চিন্তা করিবার অবসর পাইল না; সে আত্মসংবরণ করিয়া বেটীকে বলিল, "শোন মিস্—মিস্ কি নাম তোমার?"

বেটী বলিল, "আমার নাম বেটী রোসেন। আমার পিতা মার্ক রোসেন গত রাত্রে নিহত হইয়াছেন। তাঁহার এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের কারণ আমার অজ্ঞাত নহে মিঃ ব্লেক! আরাসঙ্গো নদীতে আমার বাবার মহামূল্য হীরকরাশি সঞ্চিত আছে। তাহাই তাঁহার হত্যাকাণ্ডের কারণ। হীরাগুলা যদি ঐ নদীতে না পড়িয়া সমুদ্র-গর্ভে পড়িত—তাহা হইলে এ ভাবে বাবার প্রাণ যাইত না।"

ওয়াল্‌ডো স্থির ভাবে বসিয়া বেটীর সকল কথা শুনিল। সে ক্রাস্‌কির নিকট যে সকল কথা শুনিয়াছিল, সেই সকল কথার সহিত বেটীর শোচনীয় কাহিনীর

সম্বন্ধ বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। ঘটনা-চক্রের অদ্ভুত পরিণতিতে সে অত্যন্ত বিস্মিত হইল।

বেটীর বিশ্বাস হইয়াছিল—এই ব্যক্তিই সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ রবার্ট ব্লেক। এই বিশ্বাসেই সে ওয়াল্‌ডোর নিকট তাহার মনের কথা প্রকাশ করিতেছিল। ওয়াল্‌ডো ভাবিল—যদি বেটী বুঝিতে পারে মিঃ ব্লেকের পরিবর্ত্তে সে অন্য লোকের সহিত কথা কহিতেছে তাহা হইলে সে আর একটি কথাও প্রকাশ করিবে না। —কিন্তু ওয়াল্‌ডো বেটীর কথাগুলি শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য এরূপ ব্যাকুল হইল যে, বেটীর ভ্রম দূর করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

বেটীর শোচনীয় কাহিনী শুনিবার জন্য তাহার আগ্রহের কারণ ছিল; সে ক্রাস্‌কিকে বিদায় করিয়াই মিঃ ব্লেকের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল। ক্রাস্‌কি তাহাকে আরাসঙ্গো নদীর অতলস্পর্শ গর্ভ হইতে কোন সামগ্রী উত্তোলন করিবার ভার দিয়াছিল; অথচ বেটী তাহাকে বলিতেছিল আরাসঙ্গো নদীর ভিতর তাহার পিতার কতকগুলি হীরক নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই হীরকরাশির লোভেই কেহ তাহার পিতাকে হত্যা করিয়াছে।—সুতরাং এই উভয় কাহিনীর ভিতর যে যোগ-সূত্র ছিল—ইহা ওয়াল্‌ডো তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল। তাহার বিশ্বাস হইল—মার্ক রোসেনের সেই সকল হীরা আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যেই ক্রাস্‌কি তাহার সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছে। ওয়াল্‌ডো ভাবিল, ক্রাস্‌কি কিরূপে এই হীরাগুলির সন্ধান পাইল? সে এই সংবাদ রোসেনের নিকট জানিতে পারিয়াছিল, এবং রোসেন যাহাতে ঘটনাস্থলে গমন করিয়া হীরাগুলি উদ্ধার করিতে না পারে—এই উদ্দেশ্যে ক্রাস্‌কি তাহাকে হত্যা করিয়াছে।—ক্রাস্‌কিই যে রোসেনের হত্যাকারী এ সম্বন্ধে ওয়াল্‌ডো নিঃসন্দেহ হইল।

এইজন্য, ওয়াল্‌ডো বেটীর নিকট অবশিষ্ট কথাগুলি শুনিবার উদ্দেশ্যে নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখিল। বেটীকে সাহায্য করিবার জন্য তাহার আন্তরিক আগ্রহ হইয়াছিল; এজন্য নিজের পরিচয় গোপন রাখিতে সে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিল না। ইহা অন্যায় কাজ বলিয়াও তাহার অনুতাপ হইল না। সে ভাবিল, "আমার উদ্দেশ্য যখন অসাধু নহে, তখন ব্লেকের নাম ব্যবহার করায় দোষ কি?"

ওয়াল্‌ডো বেটীকে কাতর ও অবসন্ন দেখিয়া বলিল, "মিস্ রোসেন, তুমি অধীর হইও না। আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। তুমি আমার এই অঙ্গীকারে নির্ভর করিতে পার; কিন্তু আমি তোমার কাছে আরও দুই একটি কথা শুনিতে চাই। বোধ হয় তুমি সকল কথা আমাকে খুলিয়া বল নাই।"

বেটী অশ্রু মুছিয়া বলিল, "আপনার অঙ্গীকার শুনিয়া আমি মনে বল পাইলাম আমার আর অধিক কিছুই বলিবার নাই; তবে যে আমি আপনার কাছে আসিয়াছি—ইহার কারণ—"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "হাঁ, সেই সকল কথাই ত শুনিতে চাহিতেছি। তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর। তোমার মনের কষ্ট ও বিপদ আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি এই বিপদে অধীর না হইলে, মন শান্ত করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে তোমারই মঙ্গল হইবে।"

ওয়াল্‌ডো বেটীকে সান্ত্বনা দান করিয়া, উঠিয়া গিয়া দ্বারের চাবি বন্ধ করিল। তাহার আশঙ্কা হইয়াছিল—মিসেস্ বার্ডেল হঠাৎ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাকে মিঃ ওয়াল্‌ডো বলিয়া সম্বোধন করিতে পারে; হয় ত মিঃ ব্লেকের সম্বন্ধেও কোন কথা বলিতে পারে—তাহা হইলেই তাহার চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়িবে! কিন্তু দ্বার রুদ্ধ দেখিলে মিসেস্ বার্ডেল মনে করিবে—মিঃ ব্লেক হয় ত তাহার অজ্ঞাতসারে ঘরে ফিরিয়া মিস্ রোসেনের বিপদের কথা শুনিতেছেন, সুতরাং সে দ্বারপ্রান্ত হইতে ফিরিয়া যাইবে।

ওয়াল্‌ডো দ্বার বন্ধ করিয়া মিঃ ব্লেকের চেয়ারে বসিলে, বেটী তাহাকে বলিতে লাগিল, "আমার যে দুই একটি কথা বলা হয় নাই, তাহা বলিতেছি শুনুন। কাল সন্ধ্যার সময় আমি বাড়ী আসিয়া বাবার ভাবান্তর লক্ষ্য করি। তিনি কাল বৈকালে বাড়ী আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের একজন পুরাতন জিনিস-বিক্রেতার দোকানে তিনি একখানি অদ্ভুত ব্রোঞ্জের আয়না দেখিয়াছেন। তাঁহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম সেই আয়নাখানি বহুদিন পূর্ব্বে তিনি আফ্রিকা হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। সে সময় আমি নিতান্ত শিশু ছিলাম।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, আয়নাখানি তিনি আফ্রিকা হইতে আনিয়াছিলেন? —তারপর?"

বেটী বলিল, "বাবার কাছে শুনিলাম, সেই আয়নাখানির ভিতর আফ্রিকার কঙ্গো দেশের কোন নদীর এক স্থানের নক্সা অঙ্কিত ছিল। সে কিরূপ নক্সা এবং আয়নাতেই বা তাহার চিত্র কিরূপে অঙ্কিত হইয়াছিল তাহা বাবা আমাকে বলেন নাই; তবে বাবার নিকট শুনিয়াছিলাম—আমার শৈশব কালে, ইউরোপে যখন মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল—সেই সময় বাবা আফ্রিকায় হীরা কিনিয়া, ঐ নদীতে না কি দুর্ভাগ্যক্রমে সেই হীরাগুলি নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দেশে ফিরিবার সময় তিনি নানাভাবে বিপন্ন হওয়ায় হীরাগুলি লইয়া আসিতে পারেন নাই। তিনি আফ্রিকা হইতে ফিরিবার সময় পথিমধ্যে জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মৃতবৎ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান গোমস্তা তাঁহার সঙ্গেই ছিল;—আফ্রিকার জঙ্গলে একটা গণ্ডার তাহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিয়াছিল। সেই সময় বাবার পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের হীরকরাশি সেই নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; তিনি তাহা আর উদ্ধার করিতে পারেন নাই। কারণ নদীর কোন্ স্থানে তাহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল—সে সংবাদ বাবা জানিতে পারেন নাই। বাবার গোমস্তা বেণ্টন তাহা জানিত; কিন্তু বাবাকে সেই সংবাদ জানাইবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের হীরক হারাইয়া বাবা শোকে দুঃখে অভিভূত হইয়াছিলেন; তাঁহার শরীর মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই ক্ষতি সহ্য করিয়া কারবার বজায় রাখাও তাঁহার অসাধ্য হইয়াছিল।—এই জন্য তিনি দেউলিয়া হইয়াছিলেন।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কাল আর কি ঘটিয়াছিল?"

বেটী বলিল, "বাবা কাল ব্রোঞ্জের আয়নাখানি হঠাৎ সেই দোকানে দেখিতে পাইয়া কিনিয়া আনিয়াছিলেন। সেই আয়নার কোন বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াই তিনি তাহা কিনিয়াছিলেন। আয়নাখানি বহুদিন তাঁহার কাছেই ছিল, পরে তাহা বিক্রয় করিয়াছিলেন। যদি সেই আয়নার গুণের কথা তিনি পূর্ব্বে জানিতে পারিতেন তাহা হইলে কি তাহা জলের দামে বিক্রয় করিতেন? সে দিন

আয়না দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন—আরাসঙ্গো নদীর কোন্ স্থানে তাঁহার হীরাগুলি পড়িয়া আছে।—আমার বিশ্বাস, আফ্রিকায় গিয়া হীরাগুলি উদ্ধারের জন্য যে অর্থব্যয় হইত, তাহা সংগ্রহের জন্য তিনি কোন মহাজনের সন্ধান করিতেছিলেন, এবং একজন মহাজনকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন। হাঁ, তিনি তাহারই সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন।”

ওয়াল্ডো বলিল, “সেই মহাজনটির নাম কি ?”

বেটী বলিল, “তাহার নাম জানিতে পারি নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহাকে আমাদের বাড়ীতে দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু বাবা আমার নিকট তাহার নাম প্রকাশ করেন নাই। তিনি আমার কাছে ঐ সকল বৈষয়িক কথা প্রকাশ করিতে ভাল বাসিতেন না।”

ওয়াল্ডো বলিল, “লোকটাকে দেখিয়াছ বলিলে, তাহার চেহারা কি রকম !”

বেটী ক্রাস্কির চেহারার পরিচয় দিয়া বলিল, “লোকটাকে দেখিয়া আমার অত্যন্ত অশ্রদ্ধা হইয়াছিল। লোকটা চতুর, ফন্দীবাজ, লোভী ও দুশ্চরিত্র বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছিল। সে আমার বাবার সঙ্গে অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করিয়াছিল। সে বাবার প্রস্তাবে অসম্মত হইয়াছিল। তাঁহাকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিয়া সে চলিয়া যাওয়ায় বাবা অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় আমি বাড়ী ফিরিয়া দেখি—তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতেছিল। সেই সময় তিনি আমার নিকট যে দুই চারিটি কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই আপনাকে বলিলাম। আজ প্রভাতে দেখিলাম বাবার মৃতদেহ সিঁড়ির অদূরে একটা জানালার কাছে পড়িয়া আছে। আমার বিশ্বাস, সেই লোকটাই রাত্রে আসিয়া বাবাকে হত্যা করিয়া তাঁহার সেই আয়নাখানি চুরি করিয়াছে !”

ওয়াল্ডো বেটীর কথা শুনিয়া অত্যন্ত গম্ভীর হইল, বেটী আগন্তুকের চেহারার যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিল তাহা শুনিয়া ওয়াল্ডো তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিয়াছিল—বার্থোলোমো ক্রাস্কিই তাহার পিতার সঙ্গে

তাহাদের বাড়ী গিয়াছিল। ক্রাস্‌কি রোসেনকে সাহায্য করিতে অসম্মত হইয়া রাত্রিকালে গোপনে তাহার গৃহে পুনঃ-প্রবেশ করিয়াছিল, এবং তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার ঘর হইতে আয়নাখানি চুরি করিয়া আনিয়াছিল, এ বিষয়ে ওয়াল্‌ডোর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না; কারণ ক্রাস্‌কি সেই দিনই ওয়াল্‌ডোর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে আফ্রিকার কঙ্গো অঞ্চলে যাইতে ও আরাসঙ্গো নদী হইতে কোন জিনিস তুলিবার জন্ম ডুবুরির কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। সেই জিনিস যে রোসেনেরই সেই হীরকরাশি—ইহাও ওয়াল্‌ডো সহজেই বুঝিতে পারিল। ক্রাস্‌কি এই সুন্দরী যুবতীর পিতাকে হত্যা করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল—ইহা বুঝিয়া ওয়াল্‌ডো ক্রোধে গরম হইয়া উঠিল (became hot with fury.)

ওয়াল্‌ডো ভাবিল, মার্ক রোসেনের মৃত্যু হইয়াছে—সুতরাং তাহার কন্ঠা বেটীই এখন সেই সকল হীরকের প্রকৃত মালিক। ক্রাস্‌কি সেই সকল হীরা আত্মসাৎ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে; কিন্তু সেই গভীর নদীগর্ভ হইতে তাহা উদ্ধার করা ক্রাস্‌কির বা অন্ঠ কোন লোকের অসাধ্য, ইহা বুঝিতে পারিয়া সে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। এই রকম নরহন্তা লুব্ধ শয়তানকে সে সাহায্য করিবে ?—ইহা সে সম্পূর্ণ অন্তায় ও অসঙ্গত মনে করিল।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া ওয়াল্‌ডো বেটীকে বলিল, "মিস্ রোসেন, আমি তোমার সকল কথা শুনিলাম, এখন তুমি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরিয়া যাও। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার যতদূর সাধ্য তোমাকে সাহায্য করিব; কিন্তু যদি তুমি অল্প দিনের মধ্যে আর আমার দেখা না পাও, কি আমার নিকট হইতে কোন সংবাদ জানিতে না পার, তাহা হইলে তুমি নিরুৎসাহ বা অধীর হইও না, জানিও আমি তোমার প্রার্থনা ভুলি নাই।"

বেটী বলিল, "কিন্তু মিঃ ব্লেক, আপনি কি আমার সঙ্গে যাইতে পারিবেন না ? আপনি দয়া করিয়া আমাদের বাড়ী যাইলে—"

ওয়াল্‌ডো তাড়াতাড়ি বলিল, "তোমার সঙ্গে যাইতে বলিতেছ ? কি সর্ব্বনাশ ! আমার এখন মরিবারও অবকাশ নাই, তোমার সঙ্গে যাওয়া ত দূরের কথা !

সুযোগ পাইলে তোমার সঙ্গে দেখা করিব; আর দেখা না হইলেও ক্ষতি নাই। স্থির জানিও আমার সাহায্যে তুমি বঞ্চিত হইবে না মিস্ রোসেন !"

বেটী ওয়াল্ডোর নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে ওয়াল্ডো স্তব্ধভাবে বসিয়া সকল অবস্থার কথা চিন্তা করিতে লাগিল। সে ভাবিল, "কাজটা কি ভাল করিলাম ? বেটী রোসেন, আজ হউক আর দু'দিন পরেই হউক, আমি যে মিঃ ব্লেক নহি, অন্য লোক, তাহাকে প্রতারিত করিয়াছি—ইহা নিশ্চয়ই জানিতে পারিবে। তখন আমাকে সে সন্দেহ ও অবিশ্বাস করিবে, তাহার বিপদের কথা আমার নিকট অনর্থক প্রকাশ করিয়াছে, ভাবিয়া ক্ষুব্ধ ও অনুতপ্ত হইবে। কিন্তু এ সকল কথা জানিয়া লইয়া ভালই করিয়াছি, পরে তাহার উপকার করিতে পারিব; আর ক্রাস্কির দুরভিসন্ধি জানিতে পারিলাম, ইহাই আমার পরম লাভ। বার্থোলোমো ক্রাস্কির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা এখন বুঝিতে পারিলাম; আর আমাকে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে না।"

মিঃ ব্লেকের প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় ওয়াল্ডো সেই কক্ষে বসিয়া রহিল, সে সঙ্কল্প করিল মিঃ ব্লেক বাড়ী ফিরিলে মিস্ রোসেনের সকল কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিবে; সে কিরূপে তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে তাহাও বলিবে। মিঃ ব্লেক সকল কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই বেটীকে সাহায্য করিবেন। তাহার পর সে ক্রাস্কিকে সাহায্য করিবার ছলে হীরাগুলি উদ্ধার করিয়া আনিয়া বেটীর হস্তে অর্পণ করিবে; তাহার সকল অভাব দূর করিবে।

ওয়াল্ডো কয়েক মিনিট বসিয়া রহিল, কিন্তু মিঃ ব্লেক বাড়ী ফিরিলেন না; তখন সে মনে মনে বলিল, "ব্লেক কখন বাড়ী ফিরিবেন তাহার নিশ্চয়তা নাই; তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা না হইতেও পারে। আমি এখন ক্রাস্কির সন্ধানে যাই; তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার অপরাধের পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। বুড়া ইহুদীকে কি সে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছে?—সকল সংবাদ না জানিলে চলিবে না। বিশেষতঃ, সেই আয়নাখানির সন্ধান লইতেই হইবে; সেই আয়না ভিন্ন হীরাগুলির সন্ধান হইবে না। আয়নাখানি নিশ্চয়ই ক্রাস্কির কাছে আছে, সে তাহা হস্তগত করিতে না পারিলে আমার সাহায্যপ্রার্থী হইত না।"

ওয়াল্‌ডো এই সকল কথা চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেকের সহিত সাক্ষাতের সঙ্কল্প ত্যাগ করিল। সে মিঃ ব্লেকের গৃহ ত্যাগ করিয়া চিন্তাকুল চিত্তে ক্রাস্‌কির সন্ধানে চলিল। সে ক্রাস্‌কিকে সঙ্গে লইয়া আফ্রিকায় যাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল, এবং স্থির করিল, ক্রাস্‌কির সাহায্যে আরাসঙ্গো নদীর ভিতর হইতে হীরকগুলি উদ্ধার করিবে, তাহার পর তাহাকে প্রতারিত করিয়া, তাহা লণ্ডনে আনিয়া বেটী রোসেনের হস্তে অর্পণ করিবে।—বেটী রোসেনের উপকার করিবার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

সপ্তম প্রবাহ.

মিঃ ব্লেকের তদন্ত-ফল

মার্ক রোসেনের তেতালার সিঁড়ির কাছে যে কন্‌ষ্টেবল পাহারায় ছিল, সে চীফ্ ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "মিঃ রোসেনের মেয়ে ফিরিয়া আসিয়াছে, মহাশয়!"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড মাথা ফিরাইয়া কন্‌ষ্টেবলের মুখের দিকে চাহিলেন, এবং আগ্রহ ভরে বলিলেন, "ফিরিয়া আসিয়াছে! বেশ, তাহাকে এখানে লইয়া এস।"

মিঃ ব্লেক, স্মিথ এবং লর্ড ব্লেনমোর আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে সিঁড়ির দিকে চাহিয়া মিস্ বেটী রোসেনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বেটী মুহূর্ত্তপরেই তাহার পিতার ক্ষুদ্র উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "আমাকে এখানে আনিবার জন্য কাহাকেও আদেশ করিবার প্রয়োজন নাই; আমি নিজেই আসিয়াছি।—আপনি বোধ হয় ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চীফ্ ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড। মিস্ রোসেন, তোমার এই গভীর শোকের সময় তোমাকে জেরা করিয়া বিরক্ত করিতে হইবে ভাবিয়া আমার কষ্ট হইতেছে; কিন্তু তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ—"

বেটী তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বলিল, "হাঁ, আমি জানি, ইহা আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। জানি কাহারও ব্যক্তিগত শোক দুঃখ বিপদ আপনাদের কর্ত্তব্য-পালনে বাধা দিতে পারে না।"

সকলেই বেটীর অশ্রুভারাবনত প্রস্ফুটিত নলিনীবৎ সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথাগুলি শুনিতে লাগিলেন। গভীর শোকেও তাহার সংযত ভাব, তাহার মানসিক দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা মনে মনে তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের ধারণা হইয়াছিল—শোক দুঃখে

অধীরা, বাহ্যজ্ঞানরহিতা কম্পমানা ইহুদীবালা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া অশ্রুপ্রবাহে মৃত্তিকা সিক্ত করিবে, তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইবে না, এবং তাহাকে জেরা করিয়া কোন কথা জানিতে পারিবেন না!—কিন্তু বেটীকে দেখিয়া, তাহার কথা শুনিয়া তাঁহার সেই সন্দেহ দূর হইল। তিনি বেটীকে বলিলেন, "মিস্ রোসেন, তোমার যাহা কিছু বলিবার আছে—এই ভদ্রলোকগুলির সম্মুখেই তাহা আমাকে বলিতে পার। উঁহাদের একজন লর্ড ব্লেনমোর, আর অন্য দুই জন—"

বেটী রোসেন লর্ড ব্লেনমোরের মুখের দিকে লজ্জানম্র দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "হাঁ, উঁহাকে আমি চিনি; উনি কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমার বাবার জন্য সেই পার্শেলটি আনিয়া আমাকে দিয়া গিয়াছিলেন।"

লর্ড ব্লেনমোর অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "হাঁ, ঠিক।—কিন্তু মিস্ রোসেন, আমাকে ক্ষোভের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে—সেই পার্শেলই তোমার বিপদের মূল, এই বিষম বিভ্রাটের কারণ। সেই পার্শেলে যে ব্রোঞ্জের আয়নাখানি ছিল, তোমার পিতার শোচনীয় মৃত্যুর সহিত সেই আয়নার সম্বন্ধ (that the mirror was connected with your father's lamentable death.) আমি কিরূপে অস্বীকার করিব?"

বেটী রোসেন মৃদুস্বরে বলিল, "কিন্তু আপনাকে ত সেজন্য দোষী করা যায় না। আমার বিশ্বাস, আপনিই তাহার মূল্য দিয়াছিলেন। আমার এই ধারণা কি সত্য নহে।"

লর্ড ব্লেনমোর কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "এখন ও-সকল কথার প্রয়োজন নাই; বিশেষতঃ উহা নিতান্তই তুচ্ছ বিষয়।"

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "হাঁ মিস্ রোসেন, এখন আমাদিগকে উহা অপেক্ষা অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে। এখানে আরও দুইজন ভদ্রলোক উপস্থিত আছেন; উনি বিখ্যাত ডিটেক্টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক, আর উনি—"

বেটী তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "কিন্তু আপনার এ কথা সত্য

বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না; আমি জানি উনি মিঃ রবার্ট ব্লেক নহেন; কারণ আমি মিঃ ব্লেকের সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে এইমাত্র দেখা করিয়া আসিতেছি। হাঁ, তিনি তাঁহার ঘরেই আছেন—দেখিয়া আসিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বেটীর কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "বটে! আমার বাড়ীতে গিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছে?—ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, এ কি ব্যাপার তাহা জানিতে চাই।"

বেটী বিহ্বল স্বরে বলিল, "আপনি নিশ্চয়ই মিঃ রবার্ট ব্লেক নহেন; আপনি কে জানিতে চাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার নাম রবার্ট ব্লেক, বেকার ষ্ট্রীটে আমার বাড়ী, এবং গোয়েন্দাগিরি আমার পেশা।—আমার কথা মিথ্যা নহে, এবং নিজের নামও আমি ভুলিয়া যাই নাই। আমার কথা সত্য কি না—তাহা এই ভদ্রলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে।"

বেটী অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কিন্তু কি করিয়া বিশ্বাস করি যে, আপনার কথা সত্য? আমি বেকার ষ্ট্রীটে মিঃ ব্লেকের নিজের ঘরে বসিয়া যে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়া আসিলাম! তিনি অন্য লোক!"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "এ কি ব্যাপার বুঝিতে পারিতেছি না মিঃ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ব্যাপার কি এখনও বুঝিতে পারিলেন না? মিস্ রোসেনকে কেহ প্রতারিত করিয়াছে।—মিস্ রোসেন, তুমি কোথায় সেই প্রতারকের অর্থাৎ জাল রবার্ট ব্লেকের দেখা পাইলে, আর তাহার সঙ্গে তোমার কি কথা হইল—বলিবে কি?"

বেটী বলিল, "বলিয়াছি ত মিঃ ব্লেকের বসিবার ঘরে তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল।—আপনি যে মিঃ ব্লেক তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি! তাহা হইলে সেই ভদ্রলোকটি কে? তিনি আমার দুঃখে ও বিপদে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং আমাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তাঁহার কথায় ও ব্যবহারে বিন্দুমাত্র কপটতা ছিল না;

বিশেষতঃ তিনি আমার নিকট কিছু আদায়েরও চেষ্টা করেন নাই।—এ অবস্থায় কি করিয়া বলি তিনি প্রতারক ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি ঠিক আমার বাড়ীতে গিয়াছিলে ত ?"

বেটী বলিল, "হাঁ একজন পাহারাওয়ালা আমাকে মিঃ ব্লেকের বাড়ী দেখাইয়া দিয়াছিল। আমার সাড়া পাইয়া একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক—তাহার চেহারা দেখিলে একটি ছোট হাতী বলিয়া ভ্রম হয়—আমাকে দরজা খুলিয়া দিল, এবং বলিল—মিঃ ব্লেক বাহিরে গিয়াছেন, তাঁহার বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হইতে পারে।—আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলাম, এজন্য সেই স্ত্রীলোকটি আমাকে মিঃ ব্লেকের বসিবার ঘরে লইয়া গেল। কয়েক মিনিট পরে একজন ভদ্রলোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বুঝিলাম—তিনিই গৃহস্বামী। সুতরাং তিনিই যে মিঃ ব্লেক অর্থাৎ আপনি—এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইলাম। আমি তাঁহাকে মিঃ ব্লেক বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি ত আমার ভ্রম সংশোধন করিলেন না ; তিনি যে মিঃ ব্লেক নহেন—ইহা প্রকাশ করিলেন না। সুতরাং তিনি অন্য লোক—ইহা কি করিয়া বুঝিব ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোকটির চেহারা কিরূপ বলিতে পার ?"

বেটী বলিল, "আপনার মতই লম্বা, কিন্তু মুখখানি আপনার মুখ অপেক্ষা গোল ; মুখে দাড়ি গোঁফ নাই, চুল কাল ; চক্ষু আপনার চক্ষু অপেক্ষা নীল। শরীর অসুরের অপেক্ষা বলবান !"

স্মিথ স্তব্ধভাবে সকল কথা শুনিতেছিল ; সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আর বলিতে হইবে না, এ ওয়াল্‌ডো ! আপনি বাড়ী ছিলেন না, সেই সময় ওয়াল্‌ডো আপনার ঘরে গিয়া এই কীর্ত্তি করিয়াছে ! সে যদি ওয়াল্‌ডো ভিন্ন অন্য কেহ হয় তাহা হইলে আপনি আমার কান মলিয়া দিবেন। আমি দশ গিনি বাজী রাখিতেও প্রস্তুত আছি।"

মিঃ ব্লেক বেটীকে বলিলেন, "হাঁ মিস্ রোসেন, আমার ঘরে যাহার সঙ্গে তোমার দেখা হইয়াছিল, সে আমারই একটি বন্ধু ; তাহার নাম

ওয়াল্‌ডো। আমার ঘর সে নিজের ঘরের মতই দেখিয়া থাকে বটে। সে যে বিশেষ কোন কারণে ব্লেক বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছিল—এ বিষয়েও আমার আর সন্দেহ নাই।"

বেটী বলিলেন, "কিন্তু এ যে বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! তিনিই মিঃ ব্লেক, এইরূপ ধারণা হওয়ায় আমি তাঁহাকে আমার সকল কথাই বলিয়া আসিয়াছি! তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গেই আমার সেই সকল কথা শুনিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক কথা জানিয়া লইলেন! তাঁহার এরূপ ব্যবহারের কারণ কি? তিনি কি জানিতেন না—ইহা তাঁহার অনধিকার চর্চ্চা? আপনার সঙ্গে আমার দেখা হইবে, এবং সকল কথাই আপনি শুনিতে পাইবেন—ইহাও তিনি নিশ্চয়ই জানিতেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি যে এখানে আসিয়াছি, ওয়াল্‌ডো ইহা জানিতে পারে নাই। যাহা হউক, সে কে, তাহা জানিতে পারিলাম; এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "হাঁ লাভ নাই বটে, কিন্তু ওয়াল্‌ডোর এই চালবাজি ভাল লক্ষণ বলিয়া আমার মনে হইতেছে না! আমার বিশ্বাস, ওয়াল্‌ডো আবার তাহার সাবেক পেশা 'বড় বিদ্যা'র আশ্রয় গ্রহণ করিবে। কেহ সদভিপ্রায়ে কাহারও পরিচয় জাল করে না। ওয়াল্‌ডো অত্যন্ত বদলোক, সে নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধিতে এই কাজ করিয়াছে। মিঃ ব্লেক, আপনি আপনার এই বন্ধুটির উপর একটু নজর রাখিবেন। সে সে চুরি ছাড়িয়া সাধু বনিয়া গিয়াছে—ইহা আমি বিশ্বাস করি না। আমিও তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিব।"

চীফ্ ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের কথা শুনিয়া বেটীর হৃদয় নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে আশ্বস্ত হৃদয়ে বেকার ষ্ট্রীট হইতে বাড়ী ফিরিয়াছিল; তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল—মিঃ ব্লেক তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন; তাহার পিতার হত্যাকারীকে তিনি খুঁজিয়া বাহির করিবেন, তাহার যথাযোগ্য দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন।—কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া সে জানিতে পারিল—মিঃ ব্লেকের

পরিবর্ত্তে অন্ত লোক তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে, তাহার দ্বারা কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। সেই ব্যক্তি পুলিশেরও সন্দেহভাজন !

বেটীর মুখের দিকে চাহিয়া মিঃ ব্লেক তাহার হতাশ ভাব বুঝিতে পারিলেন। ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের কথাগুলিও তাঁহার অপ্রীতিকর মনে হইল। তিনি ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড, আপনি ওয়াল্‌ডোকে অন্যায় সন্দেহ করিতেছেন। আমি তাহাকে বেশ চিনি। মিস্ রোসেনের প্রতি তাহার ঐরূপ ব্যবহার তাহার উদ্ভট খেয়ালের নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। মিস্ রোসেনকে আমার ঘরে আমার প্রতীক্ষা করিতে দেখিয়া তাহার মাথায় ঐ রকম একটা খেয়াল চাপিয়া ছিল, এইজন্তই সে আমার নাম লইয়া মিস্ রোসেনের মনের কথা জানিয়া লইয়াছিল, প্রকৃত পক্ষে তাহার কোন দুরভিসন্ধি ছিল না।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "দুরভিসন্ধি থাক না থাক, কাজটা অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে। এরূপ ব্যবহায় অত্যন্ত আপত্তিজনক। যাহা হউক, মিস্ রোসেন, আমি তোমাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, যাহা জান বলিতে কুণ্ঠিত হইও না।—তোমার পিতাকে কি কারণে হত্যা করা হইয়াছে তাহা কি জানিতে বা বুঝিতে পারিয়াছ ?"

বেটী বলিল, "কে হত্যা করিয়াছে তাহা বুঝিয়াছি, এবং হত্যা করিবার কারণও আমার অজ্ঞাত নহে।"

ইন্‌স্পেক্টর সবিস্ময়ে বলিলেন, "কে হত্যা করিয়াছে তাহাও বুঝিতে পারিয়াছ ? কে সে ?"

বেটী বলিল, "সেই প্রকাণ্ড জোয়ানটা ; গুণ্ডার মত চেহারা,—মুখ দেখিলেই মনে হয় লোকটা ডাকাত আর বদমায়েস ; অথচ পোষাকের ঘটা—ইতর লোকের পয়সা হইলে যে রকম হয় সেই রকম!"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "প্রকাণ্ড জোয়ান, গুণ্ডার মত চেহারা ?"

বেটী বলিল, "হাঁ মহাশয়, লোকটা আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, আমার সৌভাগ্যক্রমে কোন দিন তাহার সহিত আমার পরিচয় হয় নাই ; কিন্তু বাবা কাল তাহাকে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "সেই জোয়ানটার নাম কি ?"

বেটী বলিল, "বাবা জানিতেন, আমি তাহার নাম জানি না ; বাবার নিকটও তাহা জানিতে পারি নাই। তিনি বিষয়-সংক্রান্ত কোন কথা আমার নিকট প্রকাশ করিতেন না। এই জন্ম ধারণা হইয়াছিল—লোকটা সুদখোর মহাজন। বাবা কিছু টাকা ধার করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন ; তাঁহার আগ্রহ হইয়াছিল কিছু পাথেয় সংগ্রহ করিয়া তিনি আফ্রিকায় যাইবেন।"

ইন্‌স্পেক্টর সবিস্ময়ে বলিলেন, "আফ্রিকা! এই প্রাচীন বয়সে তাঁহার আফ্রিকায় যাইবার সখ হইয়াছিল কেন—বলিতে পার ?"

বেটী বলিল, "সখ নয়, বাবার কোন রকম সখ ছিল না। বহুদিন পূর্ব্বে তিনি পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের হীরা আফ্রিকার আরাসঙ্গো নদীর জলে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন ; সেই হীরা উদ্ধার করিবার আশায় তিনি আফ্রিকায় যাইবায় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস, সেই ব্রোঞ্জের আয়নাখানা হইতে সেই সকল হীরার সন্ধান মিলিবার আশা ছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড তাঁহার পকেট-বহিতে বেটীর এজাহার লিখিতে লিখিতে সোৎসাহে বলিলেন, "হাঁ, ব্যাপারটা ক্রমে পরিস্কার হইয়া আসিতেছে। আফ্রিকায় হীরা হারাইয়া আসিয়াছিলেন, ব্রোঞ্জের আয়না হইতে তাহা উদ্ধারের কোন সূত্র জানিতে পারিয়াছিলেন। ও হো, হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য বেশ বুঝিতে পারা গেল। সেই আয়না চুরি গিয়াছে, চুরির কারণটা বুঝিতে কোন কষ্ট নাই। মিস্ রোসেন, তোমাকে আর কোন জেরা করিতে আমার ইচ্ছা নাই ; তুমি এ সম্বন্ধে যাহা কিছু জান বল, তাহাতে তোমার উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না।"

বেটী যাহা কিছু জানিত তাহা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল। সে যে সকল কথা বলিল তাহার মর্ম্ম এই যে, সে শুনিয়াছিল তাহার পিতা লণ্ডনের সর্ব্বপ্রধান রত্ন-ব্যবসায়ীগণের অন্যতম ছিলেন ; কিন্তু বাল্যকাল হইতে সে তাঁহাকে দরিদ্র বলিয়াই জানিত, তিনি অতিকষ্টে তাহাকে প্রতিপালন করিতেছিলেন। পূর্ব্বদিন সে তাহার পিতাকে প্রফুল্ল ও আশ্বস্ত দেখিয়াছিল ; তিনি আফ্রিকার দুর্গম কঙ্গো দেশ হইতে তাঁহার হীরাগুলি উদ্ধার করিতে পারিবেন—আবার সুখের দিন

ফিরিয়া আসিবে এই আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিলেন ; কিন্তু রাত্রি প্রভাতের সঙ্গেই সকল আশার অবসান ; তিনি নিহত হইলেন ! বেটী তাঁহার মৃত্যুতে নিরাশ্রয় হইয়াছে ; পৃথিবীতে তাহার আপনার বলিতে, তাহার মুখের দিকে চাহিতে আর কেহই নাই। সে যে কোথায় দাঁড়াইবে তাহা সে জানে না।—এই সকল কথা বলিতে বলিতে তাহার উভয় চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইল। সে একবার কাতর দৃষ্টিতে লর্ড ব্লেনমোরের মুখের দিকে চাহিয়া মুখ অবনত করিল।

মিঃ ব্লেক ও লর্ড ব্লেনমোর উভয়েই কৌতূহলভরে মার্ক রোসেনের আফ্রিকা-গমনের এবং কঙ্গো দেশের আরাসঙ্গো নদীতে তাঁহার মহামূল্য হীরকরাশির বিসর্জ্জনের কাহিনী শ্রবণ করিলেন। অবশেষে ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বেটী রোসেনকে অব্যাহতি দান করিলেন। সে নিঃশব্দে তাহার বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ করিল। ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার নোট-বহিতে তদন্ত ফল লিখিয়া লইয়া নোট-বহি বন্ধ করিলেন, তাহার পর মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "ইহাতে গোয়েন্দাগিরি করিবার কিছুই নাই ; সকল ব্যাপারই পরিষ্কার বুঝিতে পারা গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "পরিষ্কার বুঝিতে পারা গিয়াছে ?—বলেন কি ?"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "কেন ? আপনি কি বুঝিতে পারেন নাই ? যে কোন সাধারণ ডিটেক্‌টিভ ইহার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারিবে ; আপনার মনে ধাঁধা লাগিবার কারণ কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হয় বটে এই হত্যাকাণ্ডে জটিলতার নাম মাত্র নাই ; কিন্তু—"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "রক্ষা করুন মহাশয়, আপনার 'কিন্তু' শুনিলেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয় ! আপনার তদন্ত-প্রণালী অত্যন্ত কৌশলপূর্ণ এবং বিস্ময়োদ্দীপক সন্দেহ নাই ; কিন্তু আপনি দয়া করিয়া এই সহজ ব্যাপারকে আর জটিল করিয়া তুলিবেন না। আপনার সে শক্তি আছে—ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি ! কাল সন্ধ্যার সময় মার্ক রোসেন যে মহাজন বেটাকে এখানে লইয়া আসিয়াছিল, তাহার নিকট হীরাগুলির কথা না বলিলেই সে ভাল করিত। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমরা সেই মহাজনটার নাম জানিতে পারিলাম না ;

কিন্তু তাহার মতলব বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। সে মিঃ রোসেনের সকল কথা শুনিয়া তাহাকে সাহায্য করিয়া অসম্মত হইয়া চলিয়া যায়; কিন্তু রোসেনের কোন কথা মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নহে—ইহা সে বুঝিয়াছিল। সে প্রস্থান করিলে রোসেন তাহার এই ঘরে বসিয়া হতাশ ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। মহাজনটার প্রত্যাখ্যানে সে মর্ম্মাহত হইয়াছিল। কয়েক ঘণ্টা পরে মহাজনটা এখানে ফিরিয়া আসিয়াছিল; রোসেনের সহিত তাহার কিরূপ তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই; কিন্তু সে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া রোসেনের মাথায় যে দণ্ডাঘাত করিয়াছিল তাহাতেই রোসেন পঞ্চত্ব লাভ করে। মহাজনটা তখন ব্রোঞ্জের আয়নাখানি আত্মসাৎ করিয়া চম্পটদান করিল। সেই আয়নায় যে নক্সা আছে, তাহার সাহায্যে আরাসঙ্গো নদী হইতে সেই হীরাগুলি তুলিয়া আনিবে—ইহাই তাহার সঙ্কল্প। সুতরাং হত্যাকারী কে তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, হত্যা-কাণ্ডের কারণও জানিতে পারিয়াছি। এখন সেই মহাজনটাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলেই আমাদের কাজ শেষ হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই ভাবে কাজ শেষ হইলে কাজটা খুব সহজ হইবে বটে, কিন্তু তদন্তের মধ্যে যে একটু গলদ রহিয়া যাইবে!"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বিরক্তি ভরে বলিলেন, "গলদ! গলদটা আপনি কোথায় দেখিলেন? এ রকম স্বাভাবিক ও সরল সিদ্ধান্তেরও আপনি ভুল ধরিতে সাহস করিতেছেন? আশ্চর্য্য বটে!"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "আপনি যদি চক্ষু মুদিয়া তদন্ত শেষ করেন তাহা হইলে কিরূপে ভুল দেখিতে পাইবেন? আপনি ও আমি এক সময়েই এখানে আসিয়াছি; আপনি হত্যাকাণ্ডের তদন্তে আসিয়াছিলেন; আপনি কি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন?—আপনার অনুমান, সেই মহাজনটা রাত্রিকালে পুনর্ব্বার এখানে আসিয়াছিল, এবং মিঃ রোসেন তাহাকে সিঁড়ির দরজা খুলিয়া দিয়াছিলেন, সে আসিলে তাহার সহিত তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিল; কিন্তু আপনার এই অনুমান সত্য—ইহার প্রমাণ কোথায়? অনুমান প্রমাণ নহে।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড গরম হইয়া বলিলেন, "কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার অনুমান

প্রমাণের মতই অকাট্য ; রোসেনের হত্যাকাণ্ডে সেই মহাজনের ভিন্ন আর কাহার স্বার্থ আছে ? আজব আয়নাব গুপ্ত রহস্য সে ভিন্ন আর কে জানিতে পারিয়াছে ? —হাঁ, সেই মহাজন—মিস্ রোসেনের কথিত বিকটাকার গুণ্ডাটাই রোসেনকে হত্যা করিয়াছে; আমরা তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া অবিলম্বে গ্রেপ্তার করিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে একটি খর্ব্বকায় ক্ষুদ্র আকারের কোন লোককে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিলে প্রকৃত অপরাধী অর্থাৎ মার্ক রোসেনের হত্যাকারী হয় ত ধরা পড়িতে পারে।"

ইন্স্পেক্টর সবিস্ময়ে বলিলেন, "খর্ব্বকায়, ক্ষুদ্র আকারের লোক—অর্থাৎ ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অর্থাৎ মিঃ রোসেনকে যে হত্যা করিয়াছে—সে খর্ব্বকায়, ক্ষুদ্রাকার মনুষ্য। আপনার সিদ্ধান্তের আগাগোড়াই ভুল—এ কথা শুনিয়া আপনি দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু আপনার ভুল দেখাইয়া দিলেও কি আপনি তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন ? আপনার সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে যে প্রমাণ আছে তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। (the evidence is too palpable.) সেই জোয়ান মহাজনটা এখানে ফিরিয়া আসিয়াছিল—তাহার কোন প্রমাণ বর্ত্তমান নাই ; সিঁড়ির দরজা দিয়াও সে তেতালায় আসে নাই। এই বাড়ীর পশ্চাতে যে জলের পাইপ আছে—সেই পাইপ বহিয়া কোন লোক নীচে হইতে উপরে উঠিয়াছিল, এবং তেতালার শেষ মুড়ায় যে ছোট জানালা আছে (the little window at the end.) তাহা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল— ইহার যথেষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া চীফ্ ইন্স্পেক্টর লেনার্ড শূন্য দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বিচলিত স্বরে বলিলেন, "আপনি অত্যন্ত অদ্ভুত কথা বলিতেছেন !—এ সকল কথা আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চক্ষু মেলিয়া চারি দিকে চাহিয়া দেখিয়া।—আমি কিরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি শুনিবেন ? হত্যাকারী জলের পাইপের সাহায্যে ঐ ছোট জানালাটার কাছে আসিয়াছিল, তাহার পর জানালার ভিতর দিয়া তেতলায় প্রবেশ করিয়াছিল। সে সময় মিঃ রোসেন তাঁহার ঘরে একাকী বসিয়াছিলেন।

তিনি ঐ জানালার কাছে কোন রকম শব্দ শুনিয়া তাঁহার ঘরের বাহিরে আসিয়াছিলেন। হত্যাকারীর সহিত তাঁহার বাক্‌বিতণ্ডা বা ধস্তাধস্তি হয় নাই, তিনি আত্মরক্ষারও চেষ্টা করেন নাই। হত্যাকারীর নিকট লোহার হাতুড়ী বা লৌহদণ্ড ছিল; মিঃ রোসেন তাহার সম্মুখীন হইবামাত্র সে তদ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করিয়াছিল। সেই আঘাতে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করেন; তাঁহার আর্ত্তনাদ করিবারও অবসর হয় নাই। হত্যাকারী তাঁহাকে সেই স্থানে ফেলিয়া রাখিয়া তাঁহার বসিবার ঘরে প্রবেশ করে, এবং ব্রোঞ্জের আয়নাখানি আত্মসাৎ করিয়া, যে পথে আসিয়াছিল—সেই পথেই প্রস্থান করে।—আপনি আমার এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিতে পারেন।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "কিন্তু প্রমাণ? আপনার এ সকল কথার প্রমাণ কোথায়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার সঙ্গে আসুন, প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিবেন।"

সেই তেতালার প্রান্তভাগে যে ক্ষুদ্র জানালা ছিল, সেই জানালার নিকট তাঁহারা উপস্থিত হইলেন, স্মিথও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিল। লর্ড ব্লেনমোর কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া সেই জানালার দিকে মস্তক প্রসারিত করিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি ঐ জানালা পরীক্ষা করিয়াছি। জলের পাইপটিও আমার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। কেহ অল্পকাল পূর্ব্বে ঐ পাইপ বহিয়া উঠা-নামা করিয়াছিল, তাহা পাইপের গায়ের ঘর্ষণ-চিহ্ন দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। আপনি জানালাটি পরীক্ষা করিলেও বুঝিতে পারিবেন—কেহ জানালার ভিতর দিয়া ঠেলিয়া-ঠুলিয়া অতি কষ্টে প্রবেশ করিয়াছিল (a man has recently squeezed his way through it.) সেই সময় জানালার ঊর্দ্ধস্থিত ধারাল চৌকাঠে (tha sharp wood-work on the top) হঠাৎ তাহার মাথা সজোরে ঠুকিয়া যাওয়ায় যে শব্দ হইয়াছিল—সেই শব্দ শুনিয়াই হয় ত মিঃ রোসেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন—চোর আসিয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড মিঃ ব্লেকের কথার প্রতিবাদ না করিয়া অত্যন্ত গম্ভীর

ভাবে জানালাটি পরীক্ষা করিলেন। তিনি জানালার দুই পাশের চৌকাঠে কালো রঙ্গের পশমের ফেঁসো দেখিতে পাইলেন; সুতরাং তাঁহার বিশ্বাস হইল —কেহ পশম-নির্ম্মিত কালো কোট পরিধান করিয়া সেই জানালা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মাংসবহুল দেহ লইয়া কোন স্থূলোদর ব্যক্তি ঐ'পাইপ' বহিয়া তেতালা পর্য্যন্ত উঠিতে পারে না; বিশেষতঃ, এই ক্ষুদ্র জানালার ভিতর দিয়া সেরূপ লোকের এখানে আসাও অসাধ্য। ইহা কেবল বেঁটে, পাতলা লোকেরই সাধ্য।—এরূপ কোন লোক এই জানালা দিয়া তেতালায় প্রবেশ করিয়াছিল— ইহার অকাট্য প্রমাণও বর্ত্তমান।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড অবিশ্বাস ভরে বলিলেন, "কিরূপ অকাট্য প্রমাণ?"

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে একটি ক্ষুদ্র রৌপ্যনির্ম্মিত ম্যাচ-বাক্স বাহির করিয়া তাহার ডালা খুলিলেন, এবং খোলা বাক্সটি ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের সম্মুখে ধরিলেন। লেনার্ড তাহার উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া কয়েক গাছা কৃষ্ণবর্ণ উর্ণার মত কুঞ্চিত কেশ দেখিতে পাইলেন; তদ্ভিন্ন সেখানে কৃষ্ণবর্ণ শুষ্ক চর্ম্মও একটু পড়িয়া ছিল।

ইন্‌স্পেক্টর সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ সকল কি? এগুলি দ্বারা আপনি কি সপ্রমাণ করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জানালার চৌকাঠের মাথায় এই কেশগুচ্ছ ও চর্ম্মবিন্দু বাধিয়া ছিল দেখিয়াছিলাম (I found these hairs and this skin stuck to the top of the window-frame.) আপনি এই চর্ম্মবিন্দু পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারিবেন—ইহাতে যে কৃষ্ণাভ জমাট পদার্থটুকু দেখা যাইতেছে, উহা ঘনীভূত রক্ত। সুতরাং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সেই লোকটা জানালার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিবার সময়, তাহার মাথাটা সজোরে চৌকাঠে ঠুকিয়া যাওয়ায় চৌকাঠের ধারে মাথা কাটিয়া গিয়াছিল, এবং আহত স্থানের শোণিতাক্ত চর্ম্মবিন্দু চৌকাটে বাধিয়া ছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড হঠাৎ পরাজয় স্বীকার করা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে

করিতে পারিলেন না ; তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হাঁ—ইয়ে—তা—চুল আর কি বলে—ঐ ছালটুকু মানুষেরই বটে, চামড়ার ঐ কালো দাগটুকু রক্তের দাগ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু হত্যাকারীই যে ঐ জানালায় উহা তাহার আবির্ভাবের প্রমাণ স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছে—ইহা বিশ্বাস করিবার কি কোন কারণ আছে ? অন্য কোন লোক ঐ জানালার কাছে দাঁড়াইয়া নীচের দিকে চাহিয়া কিছু দেখিতেছিল, তাহার পর অন্যমনস্ক ভাবে জোরে মাথা তুলিতেই চৌকাঠের সহিত তাহার মাথার 'কলিসন' হইয়াছিল ; আপনি তাহারই ফল প্রত্যক্ষ করিতেছেন।—আমার এই যুক্তি আপনি খণ্ডন করিতে পারেন ?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "আপনার যুক্তি অখণ্ডনীয় নহে ; কারণ ঐ জমাট রক্তটুকু এখনও শুকাইয়া শক্ত হয় নাই, চামড়া টুকুও নরম আছে। উহা কয়েক ঘণ্টা মাত্র পূর্ব্বে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে—ইহাও কি অস্বীকার করিবেন ?"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "হাঁ, চামড়া বটে, কিন্তু এ কি মানুষের চামড়া ? এ রকম মেটে কালু কেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সম্ভবতঃ কোন নিগ্রোর চামড়া।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বিস্ফারিত নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি এক একটা কথায় চমক লাগাইয়া দিতেছেন! লণ্ডনে এত লোক থাকিতে শেষে এখানে নিগ্রোর চামড়ার ধ্বজা উড়িল !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কেবল চামড়া কেন, চুলগুলারও বিশেষত্ব পরীক্ষা করুন। ঊর্ণার মত, কালো, কোঁকড়ানো চুল কেবল নিগ্রোর মাথাতেই দেখিতে পাইবেন। আমি দূরবীণ দিয়া পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহ হইয়াছি। যদি মার্ক রোসেনের হত্যাকারীকে খুঁজিয়া গ্রেপ্তার করিবার জন্য আপনার আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে আপনাকে লক্ষ্য স্থির করিয়া জাল ফেলিতে হইবে ; অর্থাৎ সেই বেঁটে ক্ষীণকায় নিগ্রোটাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। মস্তকের ক্ষতচিহ্ন দেখিয়া তাহাকে সনাক্ত করা কঠিন হইবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনার সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া মনে

হইতেছে। সেই প্রকাণ্ডকায় মহাজনটার সঙ্গে বোধ হয় এই হত্যাকাণ্ডের সংস্রব নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি সে কথা বলিতেছি না; আমি বলিতেছি—সেই বেঁটে নিগ্রোটাই মিঃ রোসেনকে হত্যা করিয়াছে।”

লেনার্ড বলিলেন, “আশা করি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে তেমন কষ্ট হইবে না। এই নিগ্রোটা নিশ্চয়ই পুরাতন অপরাধী, সম্ভবতঃ সুপরিচিত; (well-known criminal.) আমরা স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের নথিপত্র খুঁজিলে তাহার অতীত কীর্ত্তির সন্ধান পাইব।”

স্মিথ বলিল, “সে বোধ হয় আফ্রিকার আমদানী?”

লেনার্ড বলিলেন, “অসম্ভব কি? আফ্রিকার নদী, আফ্রিকার হীরা, আফ্রিকার বন্য জাতি প্রভৃতি লইয়াই মিঃ রোসেনের কারবার চলিতেছিল; সুতরাং তাহার হত্যাকাণ্ডের সহিত আফ্রিকার নিগ্রোর সংস্রব থাকা বিস্ময়ের বিষয় নহে। হয় ত অন্য কোন লোক সেই আজব আয়নাখানি হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছিল।—এই অনুমান সত্য হইলে সেই জোয়ান মহাজনটাকে অপরাধী মনে করা সঙ্গত হইবে না; সে মিঃ রোসেনের গল্প অবিশ্বাস করিয়া, তাহাকে সাহায্যে অসম্মত হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, আর ফিরিয়া আসে নাই।”

অদূরে যে কন্‌ষ্টেবল দাঁড়াইয়াছিল সে ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের সম্মুখে আসিয়া বলিল, “হুজুর, হুকুম হইলে একটা কথা বলি।”

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তুমি আবার কি বলিবে?”

এই কন্‌ষ্টেবল মিঃ ব্লেকের সহিত লেনার্ডের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছিল; এইজন্য সে বলিল, “আপনারা একটা নিগ্রোর কথা বলিতেছিলেন না? আমি কাল রাত্রে আমার বীটে পাহারা দেওয়ার সময় কার্ডিফ পীটকে সেই পথ দিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু সে কোন দুরভিসন্ধিতে এ পাড়ায় আসিয়াছিল কি না বুঝিতে পারি নাই হুজুর!”

লেনার্ড সবিস্ময়ে বলিলেন, "কার্ডিফ্ পীট ?—তাহার নাম ত নূতন শুনিতেছি না ! সে খুব খেলোয়াড় বটে ।"

কনষ্টেবল বলিলেন, "হাঁ মহাশয়, লোকটা দাগী । তাহাকে এ পাড়ায় অনেক-দিন দেখি নাই ; এজন্য তাহাকে হঠাৎ দেখিয়া তাহার অনুসরণ করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছিল ; কিন্তু সে আমাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি একটা গলিতে প্রবেশ করিয়া কোন্ দিকে পলাইল, আগাইয়া গিয়া আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না !"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "কাল রাত্রে কখন তাহাকে দেখিয়াছিলে ?"

কনষ্টেবল বলিল, "রাত্রি একটা হইতে দুইটার মধ্যে ।"

লেনার্ড বলিলেন, "কোথায় ?"

কনষ্টেবল বলিল, "এই চকের প্রায় তিনশত গজ পূর্ব্বে । কার্ডিফ্ পীট অত্যন্ত বেঁটে, ছিপ্‌ছিপে কাফ্রি । আপনারা কাফ্রির কথা বলায় এ সকল কথা আপনার কানে তুলিতে আমার আগ্রহ হইল ।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "কথাগুলি আমাকে বলিয়া খুব ভাল করিয়াছ । হয় ত এই হত্যাকাণ্ডের সহিত কার্ডিফ্ পীটের কোন সংস্রব ছিল না ; তথাপি গত রাত্রে ঐ সময় সে এখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল শুনিয়া তাহাকে সন্দেহ না করিয়াও থাকা যায় না । যাহা হউক, আমরা প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে কার্ডিফের সন্ধান লওয়াই সঙ্গত মনে করিতেছি । তাহার কি বলিবার আছে শুনিতে হইবে ; তাহাতে ফল হইতেও পারে ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কোথায় থাকে, জানেন কি ?"

লেনার্ড বলিলেন, "লাইম-হাউস পল্লীতে ঐ সকল জানোয়ারের আড্ডা । কার্ডিফ্ পীট কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা হইতে এদেশে আসিয়া কার্ডিফ, লিভারপুল, ব্রিষ্টল প্রভৃতি নানা স্থানে বাস করিয়া অবশেষে লণ্ডনে আড্ডা করিয়াছে ।—লোকটা পাকা বদমায়েস ।"

স্মিথ বলিল, কার্ডিফ্ পীটকে জেরা করিবার পূর্ব্বে তাহার মাথাটা পরীক্ষা করিলেই সে অপরাধী কি না বুঝিতে পারা যাইবে ।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "কাডিফ্ পীটের সন্ধানে লাইম-হাউসে যাইতে হইলে আরও কয়েকজন সশস্ত্র কন্‌ষ্টেবল সঙ্গে লইতে হইবে। সেখানে হাঙ্গামার আশঙ্কা আছে।—মিঃ ব্লেক আপনিও আমাদের সঙ্গে যাইবেন ত? লোকের জন্য প্রথমেই আমাকে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাইতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমাদেরও যাইতে হইবে; এই নোংরা ব্যাপারের শেষ ফল দেখিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে। লর্ড বাহাদুরও আমাদের সঙ্গে যাইবেন কি?"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "হাঁ, আমিও যাইব। কোথাও বিপদ আপদের আশঙ্কা থাকিলে আমিই সর্ব্বাগ্রে মাথা বাড়াইয়া দিতে রাজী। তদ্ভিন্ন, যে শয়তান মিঃ রোসেনকে হত্যা করিয়াছে তাহাকে একবার দেখিতে চাই। এই নিষ্ঠুর কার্য্যের জন্য আমিও যে কতকটা দায়ী—ইহা যে আমি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না।"

তাঁহারা সকলেই একত্র স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাত্রা করিলেন, সেখান হইতে একদল পুলিশ ফৌজ লইয়া তাঁহারা লাইম-হাউস পল্লীতে চলিলেন। মিঃ ব্লেকের ও লর্ড ব্লেনমোরের গাড়ীতেই পুলিশ-প্রহরীরা লাইম-হাউসে প্রস্থান করিল।

লাইম-হাউস পল্লীতে প্রবেশ করিয়া চীফ্ ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড একটি গলির মোড়ে নামিলেন; কিছু দূরে একটি অট্টালিকা ছিল, তিনি সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন, এবং কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সঙ্গীদের বলিলেন, "আমি পীটের সন্ধান লইয়া আসিলাম; আশা করি শীঘ্রই তাহাকে ধরিতে পারিব। বিল্‌ম্যান ষ্ট্রীটের একটি বাসায় তাহাকে পাওয়া যাইবে। আমি দুইজন লোককে তাহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম—সে কাল রাত্রি বারটার পর বাহিরে গিয়াছিল, এবং রাত্রি আড়াইটার সময় বাসায় ফিরিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রাত্রি আড়াইটার সময় বাসায় ফিরিয়াছিল? সন্দেহের কথা বটে!"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "হাঁ, সন্দেহের যথেষ্ট কারণও আছে। একজন

লোকের নিকট এ কথাও জানিতে পারিলাম যে, সে তাহার গালে রক্তের ধারা দেখিতে পাইয়াছিল; মাথার সেই ক্ষত হইতে রক্ত ঝরিতেছিল। (bleeding from that scalp wound.) মিঃ ব্লেক, আমার বিশ্বাস আমরা ঠিক আসামীরই সন্ধান পাইয়াছি। কার্ডিফ্ পীটই যে বৃদ্ধ ইহুদীকে হত্যা করিয়াছে, এ বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহের আর কোন কারণ নাই।"

বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে তাঁহাদের যে কিছু সন্দেহ ছিল—দশ মিনিটের মধ্যেই তাহা দূর হইল। কারণ তাঁহারা বিল্ম্যান ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন—কার্ডিফ্ পীট কয়েক মিনিট পূর্ব্বেই চম্পট দান করিয়াছে! পুলিশ তাহাকে ধরিতে আসিতেছে এই সংবাদ দলের কোন লোকের নিকট জানিতে পারিয়াই সে অদৃশ্য হইয়াছে, ইহা তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন।

যাহা হউক, তাঁহারা কার্ডিফ্ পীটের আড্ডায় প্রবেশ করিয়া ঘরগুলি খানা-তল্লাস আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইল। পীটকে তাঁহারা সেখানে দেখিতে পাইলেন না; তাহার শয্যা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন—সে পূর্ব্ব-রাত্রে সেই শয্যায় শয়ন করিয়াছিল, কারণ তাহার মাথার বালিশে রক্তের দাগ ছিল। এতদ্ভিন্ন তাহার বিছানার পাশে একটি রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজও পড়িয়াছিল। পীট পলায়নের পূর্ব্বে সেই রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া সেখানে ফেলিয়া রাখিয়াছিল।

কিছু কাল পরে সেই স্থানে বিস্তর লোকের সমাগম হইল; পল্লীর সকল লোক শুনিতে পাইয়াছিল পুলিশ ফৌজ কার্ডিফ্ পীটকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে। তাহাদের একজনের নিকট ইন্স্পেক্টর লেনার্ড জানিতে পারিলেন কিছুকাল পূর্ব্বে কার্ডিফ পীটকে ষ্টেপ্নিতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইন্স্পেক্টর লেনার্ড এই সংবাদ শুনিয়া সদলে অবিলম্বে ষ্টেপনিতে উপস্থিত হইলেন। ষ্টেপনির পুলিশের নিকট তাঁহারা শুনিতে পাইলেন—কার্ডিফ্ পীট গলির ভিতর একটি তেতালা বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে। সেই পল্লীতে অসংখ্য গুণ্ডা, বদমায়েসের বাস। পীট তাহাদেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; সুতরাং তাহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিলে দাঙ্গার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু ইন্স্পেক্টর লেনার্ড তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য

কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন; দাঙ্গার আশঙ্কায় তিনি নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। কার্ডিফ্ পীটই যে মার্ক রোসেনকে হত্যা করিয়াছিল, এবিষয়ে কাহারও আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড সদলে সেই গলিতে প্রবেশ করিয়া মিঃ ব্লেক ও ব্লেনমোরকে বলিলেন, "আমরা যে কার্য্যে অগ্রসর হইলাম ইহাতে বিপদের যথেষ্ট আশঙ্কা আছে; আত্মরক্ষার জন্য সেই নিগ্রোটা হয় ত আমাদের উপর গুলী বর্ষণ করিবে; আপনারা কি আমার সঙ্গে গিয়া বিপন্ন হওয়া প্রার্থনীয় মনে করেন?"

মিঃ ব্লেক অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "বিপদ। একটা নিগ্রোকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়া তাহার গুলীতে প্রাণ হারাইব? প্রাণের এত ভয় থাকিলে কি গোয়েন্দাগিরি করিতাম?"

লর্ড ব্লেনমোর হাসিয়া বলিলেন, "আফ্রিকার জঙ্গলে দুই পাঁচটা সিংহের সম্মুখে যাইতে যে প্রাণভয়ে কাতর হয় না, সে একটা পলাতক নিগ্রোর ভয়ে পাড়া ছাড়িয়া পলায়ন করিবে? আমার সাহস সম্বন্ধে আপনার ধারণা ত খুব উচ্চ—ইন্‌স্পেক্টর!"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আপনাদের সাহসের অভাব নাই তাহা জানি; তবে অকারণে বিপদের সম্মুখীন হইয়া আপনাদের কোন লাভ নাই ভাবিয়াই আপনাদিগকে সতর্ক করিয়াছিলাম। ইচ্ছা হইলে আপনারা অবাধে আমাদের সঙ্গে যাইতে পারেন। আমার অনুচরেরা সেই তেতালা বাড়ীখানা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। আমরা তেতালায় উঠিয়া সেই নিগ্রোটাকে গ্রেপ্তার করিব। সে কোন দিক দিয়াই পলায়নের সুযোগ পাইবে না। তবে সম্ভবতঃ তাহার কাছে পিস্তল আছে, সে আত্ম রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে সন্দেহ নাই। সংবাদ পাইলাম, সে একবাক্স টোটাও (a box of revolver-cartridges.) সংগ্রহ করিয়াছে! এইজন্য মনে হয় আমাদের উপর গুলী বর্ষণের আশঙ্কা আছে।"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "উত্তম; আফ্রিকায় গিয়া আফ্রিকার সিংহ শিকার করিতে হয়, আজ লণ্ডনে থাকিয়া আফ্রিকার নিগ্রো শিকার করা যাইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গুলী-বৃষ্টির ভিতর দিয়াই তাহাকে ধরিতে যাইতে হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "তবে চলুন। লর্ড ব্লেনমোর আহত হইলে আমাকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে না হয়।"

মিঃ ব্লেক স্মিথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "স্মিথ, তুমি দূরে থাকিয়া মজা দেখিও, কি বল?"

স্মিথ বলিল, "আমার প্রাণ আপনাদের তু'জনের প্রাণ অপেক্ষা মূল্যবান নয়; 'উড়ো জাহাজের হুড়ো'র ফ্যাসাদে পড়িয়াও যখন মরি নাই, তখন একটা নিগ্রোর হাতে মরিব না—এ বিশ্বাস আমার আছে। ঐ যে পুলিশ-ফৌজ তেতালার সম্মুখে চলিয়াছে।—চলুন, আমরাও অগ্রসর হই।"

সেই অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে প্রায় তিনশত গজের মধ্যে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। ষ্টেপনী পল্লীর বিস্তর লোক দূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে লাগিল। সংবাদ পাইয়া সেই অঞ্চলের অসংখ্য পুরুষ ও রমণী দলবদ্ধ ভাবে সেখানে সমাগত হইয়াছিল; কিন্তু কেহই সে অট্টালিকার নিকটে আসিতে পাইল না।

অতঃপর পুলিশ সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে তাহার প্রবেশ-দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। সহসা 'তুড়ুম—দুম্' শব্দে পিস্তল গর্জ্জিয়া উঠিল!

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড দূরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হতভাগা গুলী চালাইতে আরম্ভ করিল। একটু কষ্ট দিবে দেখিতেছি!"

গুলীর শব্দ শুনিয়া সেই বিপুল জনতা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিল। ক্রমেই কলরোল বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পীটের দলের তুই চারিজন গুণ্ডা সেই জনতার ভিতর হইতে হুঙ্কার করিয়া বলিল, 'বলিহারি পীট! চালাও গুলী, মারো টিকটিকি!"—শত শত ব্যক্তি উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল—তেতালার একটি কুঠুরীর জানালা হইতে কাডিফ্ পীট পথের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া গুলী চালাইতেছে।—পিস্তলের মুখ হইতে ধোঁয়া বাহির হইতেছিল।

পুনর্ব্বার 'গুড়ুম গুড়ুম' শব্দ হইল; ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের যে অনুচর সেই

অট্টালিকার দ্বারে প্রবেশ করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইয়াছিল, সে আর্ত্তনাদ করিয়া পথের ধূলায় লুটাইয়া পড়িল!

তাহা দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড অধর দংশন করিয়া বলিলেন, "একজন কন্‌ষ্টেবল গুলী খাইয়াছে; আশা করি আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই।"

দুই তিনজন কন্‌ষ্টেবল ইন্‌স্পেক্টরের আদেশে দ্রুতবেগে আহত সহযোগীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে টানিতে টানিতে দূরে লইয়া গেল।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড অবস্থা-সঙ্কট বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত গম্ভীর হইলেন, কার্ডিফ্ পীট তেতালার যে কক্ষ হইতে গুলীবর্ষণ করিতেছিল, তাহার ঠিক নীচে দুই দিকে দুইটি পথ; যে কোন পথ দিয়া সেই অট্টালিকায় প্রবেশের চেষ্টা করিলে কার্ডিফ্ পীটের গুলীতে আহত হইতে হইবে বুঝিয়া, কোন কন্‌ষ্টেবল সেই অট্টালিকার নিকট অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। অন্য কোন দিক দিয়া সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না। অন্য দুই পাশে যে কয়েকটি দোতালা বাড়ী ছিল, তাহাদের ছাদে উঠিলেও পীটের গুলীতে আহত হইবার আশঙ্কা ছিল।

অতঃপর কুড়ি পঁচিশজন সশস্ত্র প্রহরী একত্র সেই বাড়ীর সম্মুখস্থ দ্বারের দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। কার্ডিফ্ পীটের পিস্তল পুনর্ব্বার গর্জ্জন করিল, আবার গুলী বর্ষিত হইল। সেই গুলীর আঘাতে আর দুইজন কন্‌ষ্টেবল ধরাশয্যা গ্রহণ করিল; কিন্তু তাহারা সামান্যই জখম হইয়াছিল (but they were oniy slightly wounded.)

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ সেই পথের কিছু দূরে দাঁড়াইয়া কন্‌ষ্টেবলগুলার দুর্দ্দশা দেখিতেছিলেন। লর্ড ব্লেনমোর তাঁহাদের পশ্চাতে ছিলেন; একটা নিগ্রো লণ্ডনের বুকে বসিয়া এক পাল কন্‌ষ্টেবলকে বিমুখ করিয়াছে, আর সে স্বয়ং অক্ষত থাকিয়া তিনজন প্রহরীকে জখম করিল—ইহা দেখিয়া লর্ড ব্লেনমোর অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "নিগ্রোটা বে-পরোয়া গুলী চালাইতেছে; আমরা এতগুলি লোক নীচে দাঁড়াইয়া হা করিয়া তাহার বাহাদুরী দেখিতেছি! আমরা কি উহাকে গুলী করিতে পারি না? উহাকে গুলী—"

লর্ড ব্রেনমোরের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পথের অন্য দিক হইতে এক পল্টন গোরা 'মেসিন গন্' লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টেলিফোন করায় কর্ত্তৃপক্ষ এই 'মশা মারিতে কামান পাতিবার' ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পল্টনের অনেক গোরার হাতে রাইফেল! একটা নিগ্রোকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য এই বিপুল ঘটা দেখিয়া লর্ড ব্লেকমোর অধিকতর বিস্মিত হইলেন, এবং তাহাদের রণনৈপুণ্য দেখিবার আশায় বিস্ফারিত নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "একটা নিগারকে ধরিবার জন্য এক পল্টন ফৌজ! যদি আমাকে ভার দেওয়া হইত, তাহা হইলে আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে নিগ্রোটাকে ধরিয়া দিতে পারিতাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা দর্শকমাত্র; আমরা নিমন্ত্রিত দর্শক। কিন্তু আপনি যদি ঐ নিগারটাকে গুলী করেন, আর সেই গুলীতে সে পঞ্চত্ব লাভ করে—তাহা হইলে আপনি নরহন্তা বলিয়া সম্ভবতঃ অভিযুক্ত হইবেন।" (it is quite likely you'd be charged with man-slaughter !)

স্মিথ বলিল, "কালার দেশে কোন নিগার এ ভাবে পুলিশের উপর গুলী চালাইলে, সেই নিগার যদি কোন শ্বেতাঙ্গের গুলীতে নিহত হয়—তাহা হইলে সে দেশের দণ্ডবিধি আইনের বিচার কিরূপ হয়?"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "এরূপ বিচার-মহিমা হৃদয়ঙ্গম করা আমার অসাধ্য! দাঁড়াইয়া খুন হইব, তথাপি আততায়ীকে গুলী করিতে পারিব না?"

অতঃপর পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর সৈন্যদলের পরিচালকের সহিত কি পরামর্শ করিলেন। কয়েক মিনিট পরে কয়েকজন কনষ্টেবল পুনর্ব্বার সেই অট্টালিকার দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল; কার্ডিফ্ পীটও পুনর্ব্বার গুলীবর্ষণ আরম্ভ করিল। এবার তাহাকে জানালা দিয়া পথের দিকে ঝুঁকিয়া-পড়িতে দেখিয়া একজন সৈনিক যুবক রাইফেল উদ্যত করিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিল।—রাইফেল মুহূর্ত্তমধ্যে মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিল।

স্মিথ উৎসাহভরে বলিল, "কর্ত্তা, নিগারটা জানালার ধারির উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। ঐ দেখুন—এক গুলীতেই সাবাড়!"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "কিন্তু বহুপূর্ব্বেই এই অভিনয় সাঙ্গ হওয়া উচিত ছিল। অনর্থক বিলম্ব করিয়া কি লাভ হইল ?"

মুহূর্ত্তপরে একদল পুলিশ সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিল। ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টর সদলে সেই অট্টালিকা অধিকার করিলেন। বীর পদভরে অট্টালিকার প্রতিকক্ষ কম্পিত হইতে লাগিল। সেই সময় ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের ভাবভঙ্গি দেখিলে মনে হইত—তিনি কোন মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন।

মিঃ ব্লেক তাঁহার পশ্চাতেই ছিলেন; তিনি মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "আপনার অনুগ্রহেই আমি বৃদ্ধ ইহুদীর হত্যাকারীর সন্ধান পাইয়াছি; নতুবা প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান পাওয়া কঠিন হইত। আমাদের সময় বৃথা নষ্ট হইত। এই সাহায্যের জন্ম আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সোহোর সেই কনষ্টেবলটাই আপনাকে সাহায্য করিয়াছে। কার্ডিফ্ পীটের সন্ধান সে বলিয়া না দিলে আমরা উহাকে সন্দেহ করিতে পারিতাম না; সুতরাং সেই কনষ্টেবলই আপনার ধন্যবাদের পাত্র। তাহাকে পুরস্কৃত করিবেন।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "হাঁ সেই কনষ্টেবল কার্ডিফ্ পীটের সন্ধান বলিয়াছিল বটে; কিন্তু আপনি যদি নিগ্রোটার চুল ও মাথার চামড়া আবিষ্কার না করিতেন, এবং কোন খর্ব্বকায় নিগ্রো এই হত্যাকাণ্ডের জন্ম দায়ী—ইহা আমাকে বুঝাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে কনষ্টেবলটার নিকট কোন কথা জানিতে পারিতাম না। চলুন, তেতালায় গিয়া নিগ্রোটার অবস্থা পরীক্ষা করি; আশা-এখনও সে বাঁচিয়া আছে; আমি তাহার অপরাধ-স্বীকারোক্তি লিখিয়া লইবার জন্ম অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাঁহারা কার্ডিফ্ পীটের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সে সাংঘাতিক আহত হইয়াছে; তখন পর্য্যন্ত তাহার মৃত্যু না হইলেও মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব ছিল না। তখনও তাহার চেতনা বিলুপ্ত হয় নাই; সুতরাং তাহাকে কথা কহাইবার জন্ম অধিক কষ্ট পাইতে হইল না।

কার্ডিফ্ পীটের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। সে তখন একখানি কম্বল

মাথার নীচে গুঁজিয়া তেতালার একটি কক্ষে পড়িয়া ছিল। মৃত্যুর ছায়া তাহার চক্ষুর উপর ঘনাইয়া আসিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল—তাহার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই। গুলী তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছিল, এবং ক্ষত মুখ হইতে প্রবলবেগে শোণিত নিঃসারিত হইতেছিল।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ও কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারী তাহার মাথার কাছে দাঁড়াইলে, সে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "তোমরা আমাকে সাবাড় করিয়াছ! হাঁ, আমার প্রাণ খাঁচা ছাড়িতে আর অধিক বিলম্ব নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "হাঁ পীট, নিজের দোষেই তুমি মরিলে! তুমি নিজের কুকর্ম্মের ফলভোগ করিয়াছ—সুতরাং আমাদের কিছুই বলিবার নাই; তবে তোমার কাছে দুই একটা সংবাদ জানিবার জন্য আমরা উৎসুক হইয়াছি। আশা করি মৃত্যুকালে তুমি সত্য কথা বলিতে অসম্মত হইবে না।—মার্ক রোসেনকে তুমি কেন খুন করিয়াছ?"—ইন্‌স্পেক্টর মরণোন্মুখ নিগ্রোর মাথার কাছে বসিলেন।

পীট বলিল, "আমি খুন করিয়াছি?—না, আমি ইচ্ছা করিয়া তাহাকে খুন করি নাই; সে হঠাৎ মরিয়া গিয়াছে। আমি তাহার মাথায় 'ঠুক্' করিয়া লোহার দাণ্ডার একটা ঘা মারিয়াছিলাম; হাঁ, একটির অধিক ঘা মারি নাই। কে জানিত, সেই সামান্য আঘাতেই বুড়ার প্রাণ বাহির হইবে? না, তাহাকে খুন করিব—এ ইচ্ছা আমার ছিল না, কাজটা দৈবাৎ হইয়াছে।" (it was an accident.)

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "সোহোর সেই বাড়ীতে তুমি কি জন্য গিয়াছিলে? কাহার কাছে টাকা পাইয়া এই কুকর্ম্ম করিয়াছিলে বল; এ সময় কোন কথা গোপন করিও না।"

পীট বলিল, "না, সে কথা গোপন করিয়া আমার আর কোন লাভ নাই।—ভুঁড়িওয়ালা সুদখোর মহাজন ক্রাস্‌কির অনুরোধে ও কাজ করিয়াছিলাম।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "ক্রাস্‌কি? তাহার পুরা নামটা কি—বল।"

পীট আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "তাহার পুরা নাম ত জানি না। লোকে তাহাকে

ক্রাস্‌কি বলিয়া ডাকে। প্রকাণ্ড চেহারা ; টাকা ধার দিয়া সুদ খায়, আরও কত কি ব্যবসায় করে জানি না। সে কাল রাত্রে আমার কাছে আসিয়া বলিল, 'পীট, তুমি সোহোতে গিয়া যদি আমার জন্য একটা কাজ করিয়া আসিতে পার—তাহা হইলে তোমাকে দশ পাউণ্ড বকশিস্‌ দিব।'—কাজটা কি, শুনিয়া ভাবিলাম —অতি সহজ কাজ ; দশ পাউণ্ড উপার্জ্জন না করি কেন ?—তাহার অনুরোধে সম্মত হইলাম।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "তুমি ত মিঃ রোসেনকে খুন করিতে যাও নাই, তবে তাহার বাড়ীতে কি জন্য গিয়াছিলে ?"

পীট বলিল, "না, তাহাকে খুন করিতে যাই নাই। ক্রাস্‌কি আমাকে বলিয়াছিল—কাজটা খুব সহজ, ছেলেখেলার মত ; (it would be a baby's game.) রাত্রে সেখানে লোক জন কেহই থাকিবে না। আমাকে একখান ব্রোঞ্জের আয়না চুরি করিয়া আনিতে হইবে। কেবল সেই আয়নাখানিই চাই।—আমি সেই আয়নাই আনিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু বুড়োটা আমার সাড়া পাইয়া গুলী করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল। সে হঠাৎ আমার সম্মুখে আসিয়া বাধা দেওয়ায় আমি—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিগ্রোটা হাঁপাইতে লাগিল ; তাহার দুই চক্ষু কপালে উঠিল, এবং তাহার গলায় ঘড়-ঘড় শব্দ আরম্ভ হইল।

তাহার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই বুঝিয়া ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "পীট, তুমি সেই ব্রোঞ্জের আয়না লইয়া কি করিলে ?"

পীট যথাসাধ্য চেষ্টায় সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আমি কাল রাত্রেই তাহা ক্রাস্‌কিকে দিয়াছি। সে তাহা লইয়া আমাকে দশ পাউণ্ড দিয়াছিল। আমি তাহাকে বলিলাম—বুড়া আমার দাণ্ডা খাইয়া মরিয়া গিয়াছে।—সে কথা শুনিয়া সে ভয় পাইয়া বলিল—আমি সব কাজ নষ্ট করিয়া আসিয়াছি!—হাঁ, বুড়া মরিয়াছে ; কিন্তু তাহাতে তাহার কি কাজ নষ্ট হইয়াছে—বুঝিতে পারিলাম না! আমি ত ইচ্ছা করিয়া বুড়াকে খুন করি নাই, কেমন করিয়া জানিব যে, সে আমার এক দাণ্ডাও সহ্য করিতে পারিবে না ?"

পীটের মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না। তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

পুলিশের ডাক্তারও সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন; তিনি পীটের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "দশ মিনিটের মধ্যেই বেচারা মারা যাইবে। যে সকল কথা আপনার জানা প্রয়োজনীয়, তাহা সমস্তই জানিতে পারিয়াছেন কি ?"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "হাঁ, সকল কথাই এক রকম জানিতে পারিয়াছি। উহার চেতনা সঞ্চারের কি আর কোন সম্ভাবনা নাই ?"

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, শেষ হইয়া আসিয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "কি আপ্‌শোষ ! একটা কাজ বাকি রহিয়া গেল যে ! উহার স্বীকারোক্তিতে নাম সহি করাইয়া লইতে পারিলে আমার আক্ষেপের আর কোন কারণ থাকিত না। যাহা হউক, আমার যাহা জানিবার ছিল—তাহা সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। সেই সুদখোর মহাজন ক্রাস্‌কি এই গুণ্ডাটাকে ভাড়া করিয়া এই সকল কাণ্ড করাইয়াছে। প্রথমে তাহাকে নিরপরাধ মনে করিয়াছিলাম; এখন দেখিতেছি—সে-ই সকল অনিষ্টের মূল !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সকল ব্যাপারই এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল। ক্রাস্‌কি কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে মিঃ রোসেনের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিল। আফ্রিকার সেই নদীগর্ভ হইতে রোসেনের হীরাগুলি তুলিয়া আত্মসাৎ করিবার মতলবে সে রোসেনের নিকট হইতে সেই আয়নাখানি হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সে স্বয়ং আয়নাখানি চুরি করিতে সাহস না করায় এই নিগারটাকে পুরস্কারের লোভে বশীভূত করিয়া তাহাকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। পীট মিঃ রোসেনকে হত্যা না করিলে তাহার বিপদের আশঙ্কা থাকিত না; তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইত। রোসেনের অপমৃত্যুতে তাহার ফন্দী-ফিকির ভ্যাস্তাইয়া গেল !"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "তাহার ফন্দী ফিকির ভ্যাস্তাইয়া গেল—এ কথার অর্থ কি ?

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ ভ্যাস্তাইল বৈ কি!—ক্রাস্‌কি হয় ত এতক্ষণ লণ্ডন হইতে দেশান্তরে চম্পট দান করিয়াছে। সে কাল রাত্রেই পীটের নিকট শুনিয়াছে—মিঃ রোসেন নিহত হইয়াছেন। সে তখনই বুঝিতে পারিয়াছিল—এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনিয়া পুলিশ নির্ব্বিকার চিত্তে বসিয়া থাকিবে না; কার্ডিফ্ পীট ধরা পড়িবে। সে ধরা পড়িলে ক্রাস্‌কিকে রক্ষা করিবার জন্য সকল কথা গোপন করিবে—ইহা ক্রাস্‌কি মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্বাস করিতে পারে নাই; সুতরাং প্রাণভয়ে সে পলায়ন করিয়া থাকিলে তাহার মতলব ভ্যাস্তাইয়া গেল না?"

স্মিথ বলিল, "সে মহাজন মানুষ; তাহার কাজকর্ম্মের বিলি-বন্দোবস্ত না করিয়াই সে রাতারাতি চম্পট দিয়াছে—ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। বিশেষতঃ, পুলিশ যে এক দিনের চেষ্টায় কার্ডিফ্ পীটকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে—ইহা হয় ত সে ধারণা করিতেও পারে নাই; সুতরাং তাহার ব্যস্ত হইবারও কারণ ছিল না। কিন্তু পীটকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আজ যে সকল কাণ্ড হইল, এবং পীট যে ভাবে মরিল—তাহা গোপন থাকিবে না; এই সংবাদ শুনিবামাত্র সে লণ্ডন হইতে পলায়নের চেষ্টা করিবে। এই জন্য আমার মনে হয় অবিলম্বে তাহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা উচিত। আমাদের চেষ্টা এখনও সফল হইতে পারে। কিন্তু এই ক্রাস্‌কি লোকটা কে কর্ত্তা? পূর্ব্বে কোন দিন তাহার নাম শুনিয়াছেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তাহাকে আমি চিনি। তাহার নাম বার্থোলোমো ক্রাস্‌কি। সে মহাজনী করে, তদ্ভিন্ন তাহার অন্যান্য কারবারও আছে। লিডেন-হল ষ্ট্রীটে তাহার আফিস।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "এ কি সেই ক্রাস্‌কির কীর্ত্তি? আপনার কিরূপ ধারণা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, এ কাজ বার্থোলোমো ক্রাস্‌কি ভিন্ন অন্য কাহারও নহে। আমার খাতায় তাহার নাম আছে। নানা কুকর্ম্মের সহিত তাহার নাম বিজড়িত; কিন্তু সে টাকার মানুষ। টাকার জোরে প্রত্যেক বার সে বাঁচিয়া

গিয়াছে ; একবারও তাহাকে ফৌজদারীর আসামী করিতে পারা যায় নাই। তাহার পরিচয় আপনার জানা উচিত ছিল।"

মিঃ লেনার্ড বলিলেন, "না, আমি তাহার গুণের কথা জানিতাম না। চলুন, আমরা অবিলম্বে ক্রাস্‌কির আফিসে গিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করি। পীটস্‌কে আমরা গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছি—এ সংবাদ বোধ হয় এখনও সে শুনিতে পায় নাই ; কিন্তু বিলম্ব করিলে সে সরিয়া পড়িবে। সে পলায়ন করিয়া থাকিলেও তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস, এই অল্প সময়ের মধ্যে সে অধিক দূরে যাইতে পারে নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড সেখানে আর বিলম্ব না করিয়া সদলে লিডেনহল ষ্ট্রীটে ধাবিত হইলেন। তিনি ক্রাস্‌কিকে গ্রেপ্তার করিয়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ফিরিবার সঙ্কল্প করিলেন ; কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইবে কি?"

অষ্টম প্রবাহ

ওয়াল্‌ডোর অদ্ভুত ডিগ্‌বাজি

অদ্ভুতকর্ম্মা রুপার্ট ওয়াল্‌ডো লিডেনহল ষ্ট্রীটের কোন্‌ বাড়ীতে বার্থোলোমো ক্রাস্‌কির আফিস তাহা জানিত না ; সে ক্রাস্‌কির নিকট হইতে টেলিফোনে সংবাদ পাইল—তাহাকে অবিলম্বে লিডেনহল ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইয়া ক্রাস্‌কির সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে ; কারণ তাহাদিগের যে কোন মুহূর্ত্তে আফ্রিকায় যাত্রা করিবার প্রয়োজন হইতে পারে।

ওয়াল্‌ডো লিডেনহল ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইয়া একটা বাড়ীতে ক্রাস্‌কির আফিসের সন্ধান পাইল ; কিন্তু নীচের তালায় বা দোতালায় তাহার আফিস দেখিতে পাইল না ; অবশেষে তেতালায় উঠিয়া সেই অট্টালিকার একপ্রান্তে একটি কক্ষের দ্বারে 'বার্থোলোমা ক্রাস্‌কি'—এই নামের সাইন-বোর্ড দেখিতে পাইল। ওয়াল্‌ডো দ্বার ঠেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

ক্রাস্‌কির টেলিফোনের সংবাদে ওয়ালডো তাহার আতঙ্কের আভাস পাইয়াছিল।—কারণ সেই দিনের দৈনিক সংবাদ-পত্রগুলিতে ষ্টেপনিতে পুলিশের হানা দেওয়ার কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। মার্ক রোসেন নামক ইহুদীকে হত্যা করায় কার্ডিফ্‌ পীট নামক একটা নিগ্রোকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়া দুইজন পুলিশ প্রহরী তাহার গুলীতে আহত হইয়াছিল, এবং পল্টন আসিয়া কার্ডিফ্‌ পীটকে তেতালার উপর গুলী করিয়া জখম করিয়াছিল—সংবাদ-পত্র পাঠে ক্রাস্‌কি এ সকল সংবাদও জানিতে পারিয়াছিল। সুতরাং কার্ডিফ্‌ পীট পুলিশের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়াছে এই সন্দেহে ক্রাস্‌কি আতঙ্কাভিভূত হইয়াছিল। তাহার এই সন্দেহ যে অমূলক নহে ইহা পাঠক-পাঠিকাগণের সুবিদিত।

ওয়াল্‌ডো যখন ক্রাস্‌কির আফিসে প্রবেশ করিল, তখন ক্রাস্‌কি তাহার আফিসের খাস-কামরায় অধীর ভাবে পাদচারণ করিতেছিল। কার্ডিফ্‌ পীটের

গ্রেপ্তারের সংবাদে সে হতবুদ্ধি হইয়াছিল। (he was nearly at his wits' end.) সে বুঝিয়াছিল তাহার ফন্দী-ফিকির সমস্তই 'ওলট্-পালট্' হইয়া গিয়াছে ! এক দিন পূর্ব্বে তাহার জীবন 'নিরাতঙ্ক নিরীতয়' ছিল, সে নির্ব্বিঘ্নে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল; নিয়মিত ভাবে তাহার দৈনন্দিন কাজ কর্ম্ম চলিতেছিল। তাহার চিত্তচাঞ্চল্যের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু এই এক দিনের মধ্যে তাহার লুব্ধ নেত্রের সম্মুখে জগৎ তমসাচ্ছন্ন হইয়া সেই অন্ধকারে তাহাকে যেন ঢাকিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে !

ব্রোঞ্জের আয়নাখানি তাহার হস্তগত হইয়াছিল সত্য; সেই আয়নার সাহায্যে আফ্রিকার এক দুর্গম দেশের অজ্ঞাত নদীগর্ভস্থিত পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের হীরা জহরতের সন্ধান মিলিবার আশা ছিল—একথাও মিথ্যা নহে; কিন্তু কাডিফ্ পীট ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, মার্ক রোসেনকে হত্যা করিয়া পুলিশে ধরা পড়িয়াছে; তাহার মৃত্যু-সংবাদ তখনও পুলিশের চেষ্টায় গোপন ছিল; কিন্তু পীট ধরা পড়িয়া ক্রাস্কির ঘাড়েই সকল দোষ চাপাইয়া দিয়াছে—এ বিষয়ে ক্রাস্কি নিঃসন্দেহ হইয়াছিল। সুতরাং পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসার পূর্ব্বেই, সে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া আফ্রিকায় পলায়নের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রাস্কি বুঝিতে পারিল, পীট যদি পুলিশের নিকট তাহার নাম প্রকাশ না করিয়াও থাকে, তাহা হইলে শীঘ্রই সে তাহার নাম প্রকাশ করিবে; তখন পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিবে। এ অবস্থায় অবিলম্বে দেশত্যাগ না করিলে তাহার পলায়নের চেষ্টা বিফল হইবে; হীরাগুলি উদ্ধারের আশাও তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে।

কিন্তু দেশ ত্যাগ করিবার সময় ওয়াল্ডোকে সঙ্গে লইতে না পারিলে আফ্রিকায় পলায়ন করিয়া কোন লাভ নাই। আরাসঙ্গো নদীর অতলস্পর্শ গর্ভ হইতে হীরকগুলি উদ্ধার করিতে হইলে অদ্ভুতকর্ম্মা ওয়াল্ডোর সহায়তা অপরিহার্য্য। সে ভিন্ন এই দুষ্কর কর্ম্ম অন্যের অসাধ্য, ইহা বুঝিতে পারিয়াই ক্রাস্কি ওয়াল্ডোকে দুই হাজার পাউণ্ড অগ্রিম দাদন করিয়াছিল। ক্রাস্কির অন্যান্য বৈষয়িক কাজকর্ম্ম বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে তাহাকে সেই

পাঁচলক্ষ পাউণ্ডের হীরক সংগ্রহ করিতেই হইবে; সুতরাং ওয়াল্‌ডোকে সঙ্গে না লইয়া তাহার দেশত্যাগ করিবার উপায় নাই। ওয়ালডো তাহার আদেশ শুনিয়াও তাহার নিকট আঁসিতে বিলম্ব করিতেছিল—এজন্য দুশ্চিন্তায় সে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

ক্রাস্‌কি তাহার খাস-কামরায় আছে শুনিয়া ওয়ালডো দ্রুতপদে সেই কক্ষে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রাস্‌কি ব্যগ্রভাবে তাহার সম্মুখে আসিল, এবং উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তুমি আসিয়াছ?—কিন্তু অত্যন্ত বিলম্ব করিয়াছ! এরূপ বিলম্বের কারণ কি? আমি কি তোমাকে দুই হাজার পাউণ্ড অগ্রিম দাদন দেওয়ার সময় কি বলি নাই—"

ক্রাস্‌কি উত্তেজনা ভরে হাঁপাইতেছিল—দেখিয়া ওয়াল্‌ডো তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "অত হাঁপাইতেছ কেন? ধীরে, মিঃ ক্রাস্‌কি, ধীরে! তুমি আমাকে বলিয়াছিলে বটে—অবিলম্বে আমাদিগকে আফ্রিকায় যাত্রা করিতে হইবে, কিন্তু সেজন্য ও রকম ব্যাকুল হইয়া হাঁপাইয়া মরিবার ত কোন কারণ দেখি না।"

ওয়াল্‌ডো সঙ্কল্প করিল, সে যে তাহার শয়তানীর কথা জানিতে পারিয়াছে—ইহা তাহার নিকট প্রকাশ করিবে, এবং পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যতক্ষণ সেখানে না আসে—ততক্ষণ তাহাকে তাহার আফিসেই কয়েদ করিয়া রাখিবে; কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই ওয়াল্‌ডো সকল অবস্থার আলোচনা করিয়া এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিল। কারণ তৎক্ষণাৎ ওয়াল্‌ডোর মনে হইল—পুলিশ ক্রাস্‌কিকে গ্রেপ্তার করিলে নদীগর্ভ হইতে হীরকগুলির উদ্ধারের আশা বিলুপ্ত হইবে। সে বুঝিয়াছিল ক্রাস্‌কি বৃদ্ধ রোসেনের আজব আয়নাখানি লুকাইয়া রাখিয়াছে; পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিলে আয়নাখানির সন্ধান পাওয়া যাইবে না, এমন কি, আয়নাখানি সে পাইয়াছে—এ কথাও ক্রাস্‌কি স্বীকার করিবে না। সে সম্ভবতঃ পুলিশকে বলিবে—কাডিফ্ পীটকে সে চেনে না, তাহাকে সে মার্ক রোসেনের নিকট পাঠায় নাই, এবং ব্রোঞ্জের আয়নার সে সন্ধানও জানে না; সুতরাং ক্রাস্‌কিকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিয়া কোন লাভ নাই।—ওয়াল্‌ডো

বেটী রোসেনের পিতার হীরকগুলি উদ্ধার করিয়া তাহাকে দিতে পারিবে না; অথচ সে বেটী রোসেনকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। মিঃ ব্লেকের নামে নিজের পরিচয় দিয়া সে বেটী রোসেনকে প্রতারিত করিয়াছিল; তাহার উপর সে যদি তাহাকে সাহায্য করিতে না পারে—তাহা হইলে সে ভবিষ্যতে কি করিয়া তাহাকে মুখ দেখাইবে?

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া ওয়াল্‌ডো স্থির করিল—ক্রাস্‌কির সঙ্গে সে আফ্রিকায় যাইবে; এবং তাহার সঙ্গেই আরাসঙ্গো নদীর পেত্‌নী দহে উপস্থিত হইয়া, তাহারই সাহায্যে হীরাগুলি উদ্ধার করিবে। তাহার পর কোন কৌশলে ক্রাস্‌কিকে প্রতারিত করিয়া হীরকসহ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবে, এবং বেটী রোসেনকে সেগুলি প্রদান করিয়া অঙ্গীকার পালন করিবে।

ওয়াল্‌ডো ভাবিল—এই ভাবে কাজ করিলে তাহারও দেশভ্রমণের বাসনা পূর্ণ হইবে। লণ্ডনে দীর্ঘকাল বাস করিয়া বৈচিত্র্যহীন জীবন লইয়া সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। সে কর্ম্মহীন জড় জীবনের পক্ষপাতী ছিল না; সুতরাং ক্রাস্‌কির ঘাড়ে চাপিয়া আফ্রিকার দুর্গম কঙ্গো রাজ্যের নানা বিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য সে অধীর হইয়াছিল। সেখানে কি আনন্দ, উন্মাদনা ও উদ্দীপনা! নূতন নূতন অদ্ভুত বিপদে পড়িয়া তাহা হইতে উদ্ধার লাভের জন্য কি বিপুল চেষ্টা, নরমাংস-ভোজী বনচর বর্ব্বরগুলার সহিত যুদ্ধে জয় লাভের আনন্দ, দুর্গম অরণ্যে পথ ভুলিয়া নূতন নূতন বিপদকে আলিঙ্গনের উন্মাদনা, বিশালকায় কুম্ভীরসঙ্কুল পেতনী দহে ডুবিয়া বহু দিনের লুপ্ত হীরক সংগ্রহের উদ্দীপনা!—তাহার পর ক্রাসকিকে বুদ্ধির যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, তাহাকে সেই বিজন অরণ্যে পরিত্যাগ পূর্ব্বক হীরক সহ স্বদেশে প্রত্যাগমন, এবং সেই সকল মহার্ঘ হীরক-রত্নের বৈধ উত্তরাধিকারিণীর হস্তে তাহা সমর্পণ,—কি উল্লাস, কি কর্ম্মবৈচিত্র্য, জীবনের সাফল্য লাভের কি অপূর্ব্ব সুযোগ!— এই সকল বিচিত্র প্রলোভন ত্যাগ করিয়া, কোন্ আশায় সে তাহাকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিবে? ক্রাস্‌কিকে জেলে পচাইয়া তাহার ত কোন আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। সে ক্রাস্‌কির স্কন্ধে সকল ব্যয়-ভার চাপাইয়া অবিলম্বে আফ্রিকায় যাত্রা করিবার জন্য উৎসুক হইল।

ক্রাস্‌কি ওয়াল্‌ডোকে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার দেখিয়া, ও তাহার কথা শুনিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "মিঃ ওয়াল্‌ডো, তুমি আমার ব্যস্ততার কারণ বুঝিতে পারিবে না ; এই মুহূর্ত্তেই আমাদিগকে আফ্রিকায় যাত্রা করিতে হইবে। সকল কথা তোমাকে খুলিয়া বলিতে পারিব না। তুমি এই মাত্র জানিয়া রাখ—আমার আর এক মুহূর্ত্ত এখানে বিলম্ব করিবার উপায় নাই।"

ওয়াল্‌ডো অচঞ্চল স্বরে বলিল, "হাঁ, তাহা ত তোমার ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছি।"

সহসা তাহাদের পশ্চাতে রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত হইল। মুহূর্ত্ত পরে ক্রাস্‌কির আফিসের একজন কেরাণী সেই দ্বার ঠেলিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কেরাণীর মুখ বিবর্ণ, তাহার চক্ষুতে ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট !

তাহাকে দেখিয়াই ক্রাস্‌কি ষাঁড়ের মত গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কেন এখানে আসিয়াছ ? শীঘ্র এ কামরা হইতে বাহির হইয়া যাও—এই মুহূর্ত্তেই !" —সে দ্বারের দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিল। উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল।

কেরাণী বিহ্বল স্বরে বলিল, "তা যাইতেছি ; কিন্তু মহাশয়, একদল লোক আফিসে আসিয়া সোরগোল আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বলিতেছে—তাহারা পুলিশ, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে আসিয়াছে। তাহারা আপনাকে—"

ক্রাস্‌কি কেরাণীটাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই অধীর স্বরে চিৎকার করিয়া বলিল, "পুলিশ আসিয়াছে ! পুলিশের কি দরকার আমার কাছে ?"—সঙ্গে সঙ্গে কেরাণী বেচারার পিঠে সে এমন এক ধাক্কা দিল যে, সেই ধাক্কায় কেরাণীটা দরজার বাহিরে মুখ থুব্‌ড়াইয়া পড়িয়া গেল। তাহার ঠোঁট কাটিয়া রক্তপাত হইল ; কিন্তু ক্রাস্‌কি সে দিকে না চাহিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া তাহাতে চাবি দিল।

ক্রাস্‌কি আতঙ্ক-বিহ্বল নেত্রে ওয়াল্‌ডোর মুখের দিকে চাহিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "শুনিলে ত পুলিশ আসিয়াছে। এখান হইতে আমার পলায়নের উপায় নাই ! আমি দ্বারে চাবি বন্ধ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহারা দ্বার ভাঙ্গিয়া এই

কক্ষে প্রবেশ করিবে। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাহারা আমাকে গ্রেপ্তার করিবে! আর আমার রক্ষা নাই; আমি গিয়াছি!" (I'm—done!)

ওয়াল্‌ডো ক্রাস্‌কির ভাবভঙ্গি দেখিয়া অতি কষ্টে হাসি দমন করিয়া—অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলিল, "তাই ত, বিষম সঙ্কটের কথাই বটে! কিন্তু মিঃ ক্রাস্‌কি, তুমি ও রকম ঘাব্‌ড়াইও না; আমাদের পলায়নের কোন একটা উপায় করিতেই হইবে। তাহা কি আমাদের সাধ্য হইবে না?"

ক্রাস্‌কি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "এখান হইতে পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া পলায়ন করা আমাদের সাধ্য হইবে? তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ—এই জন্য এরূপ আশা করিতেছ!—তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না আমরা তেতালায় আছি, এই ঘর হইতে বাহিরে যাইবার একটির অধিক দ্বার নাই; সেই দ্বারে পুলিশ আসিয়া হানা দিয়াছে। এই খাঁচার ভিতর হইতে কিরূপে বাহিরে যাইব? এই ফাঁদেই আমাকে ধরা পড়িতে হইবে! হায়, মরিলাম! কেন সেই হতভাগা ইহুদী বেটার হীরার লোভ করিতে গিয়াছিলাম? আমার সর্ব্বনাশ হইল। জেলে গিয়া ঘানি টানিতে হইলে আমি বাঁ—"

ওয়াল্‌ডো ক্রাস্‌কিকে ধমক দিয়া বলিল, "এখন আর্ত্তনাদ করিয়া ফল কি? কি কৌশলে তোমাকে বাঁচাইতে পারি—তাহার উপায় দেখিতেছি, তুমি অধীর হইও না।"

ওয়াল্‌ডো সেই কক্ষের ছাদের দিকের জানালা খুলিয়া ফেলিল। খোলা ছাদ; সেই ছাদের একাংশে কয়েক জন রাজমিস্ত্রী ও তাহাদের 'জোগালে'রা কাজ করিতেছিল। ওয়াল্‌ডো দেখিল, তাহারা সেই স্থানের ছাদ উপ্‌ড়াইয়া ফেলিয়া কড়ি বদলাইতেছিল; দুই তিনটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার কড়ি মোটা কাছিতে বাঁধিয়া নব্বই ফিট নিম্নস্থিত পথ হইতে সেই ছাদে তুলিয়াছিল। আরও কয়েকটি কড়ি পথের ধারে পড়িয়া ছিল। যে দড়া দিয়া সেই কড়ি উত্তোলিত হইতেছিল, তাহার একপ্রান্ত তাহারা চিমনীর মোটা থামের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, অন্য প্রান্ত তেতালায় ছাদের কার্ণিশ বহিয়া নীচের পথে লুটাইতেছিল। দড়াটা জানালার ঠিক সম্মুখেই কার্ণিশের উপর ঝুলিতেছিল।

ওয়াল্‌ডোকে জাহাজের কাছির মত সেই মোটা দড়ার দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া ক্রাস্‌কি বলিল, "তুমি কি আশা করিয়াছ—ঐ দড়ার সাহায্যে এই নব্বই ফিট উচু ছাদ হইতে আমি—"

ওয়াল্‌ডো ক্রাস্‌কির কথায় বাধা দিয়া তীব্র স্বরে বলিল, "হাঁ, আমি আশা করিয়াছি; তাহাতে কি দোষ হইয়াছে? রোগ যেমন কঠিন, ঔষধও সেই রকম ঝাঁঝাল না হইলে চলে কি? আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি—আমি তোমাকে সাহায্য করিব; সে জন্য তোমার টাকা খাইয়াছি—তাহা কি স্মরণ নাই? কিন্তু তোমাকে পুলিশের কবল হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলে কি করিয়া তোমাকে সাহায্য করিব? এই জন্য আমি স্থির করিয়াছি—ঐ কাছির সাহায্যে তোমাকে নীচে নামাইয়া দিব। আমাদের নীচে নামিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। তাহার পর পুলিশ এই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিবে—পাখী উড়িয়া গিয়াছে, খাঁচা খালি পড়িয়া আছে! মন্দ মজা হইবে না।"

ক্রাস্‌কি হতাশ ভাবে দুই হাত শূন্যে তুলিয়া কাতর স্বরে বলিল,"ও কাজ আমি কিছুতেই পারিব না; ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। মোটা মানুষ আমি ঐ দড়া ধরিয়া নামিয়া যাওয়া কি আমার কাজ? নামিতে নামিতে আমার এই সাড়ে তিন মণ ভারি দেহের ভারে দড়া ছিঁড়িয়া যাক্‌, আর আমি সত্তর আশী ফিট উপর হইতে নীচে পড়িয়া ছাতু হইয়া যাই! খাসা যুক্তি দিয়াছ! উহার চেয়ে জেলে গিয়া ঘানি টানা অনেক ভাল।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "তুমি দড়া ছিঁড়িয়া পড়িবে কেন? ঐ দড়াতে কুড়ি মণ ভারি এক একটা লোহার কড়ি পথ হইতে এই তেতালার ছাদে টানিয়া তোলা হইতেছে; দড়া কুড়ি মণ ভার বরদাস্ত করিতে পারিতেছে, আর তোমার ভুঁড়ির ঐ সাড়ে তিনমন ভারেই তাহা ছিঁড়িয়া পড়িবে? অসম্ভব! আর বিলম্ব করিও না, এস।"

ক্রাস্‌কি মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আমি পারিব না; দড়া ধরিয়া ঝুলিতে গিয়া আমার মূর্চ্ছা হইবে। ঐ ভাবে নামিবার চেষ্টা করা আর আত্মহত্যা করা একই কথা, (it would be suicide.) আমি আত্মহত্যা করিতে পারিব না।"

পুলিশ আফিস-ঘর অতিক্রম করিয়া ক্রাস্‌কির খাস্‌-কামরার দরজায় আসিয়া পড়িয়াছিল, এবং দরজা ভিতর হইতে বন্ধ দেখিয়া তাহাতে ক্রমাগত কিল লাথি মারিতেছিল। ওক কাঠের পুরু দরজা বলিয়াই সেই আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল না, কিন্তু কাঁপিতে লাগিল। পুলিশ আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই দরজা ভাঙ্গিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিবে বুঝিয়া ক্রাসকি সেই দরজা অপেক্ষাও প্রবল বেগে কাঁপিতে লাগিল। তাহার সেই কম্পমান অবস্থা দেখিলে ম্যালেরিয়ার দেশের লোক আমাদের মনে হইত—ও ম্যালেরিয়ার কাঁপুনী!

ওয়াল্‌ডো বুঝিতে পারিল—ক্রাসকি পুলিশের হাতে ধরা দিবে—তথাপি সেই উপায়ে পলায়ন করিতে সম্মত হইবে না; তাহাকে বুঝাইয়া কোন ফল নাই, অথচ আর অধিক সময় নষ্ট করিবারও উপায় ছিল না।

সে ক্রাস্‌কিকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিতে অসম্মত; কারণ পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে আজব আয়নাখানি তাহার হস্তগত করিবার উপায় থাকিবে না, এবং তাহা না পাইলে রোসেনের হীরাগুলি পেত্‌নী দহ হইতে উদ্ধারের আশা ত্যাগ করিতে হইবে; বেটী রোসেনের সে কোন উপকার করিতে পারিবে না। ক্রাস্‌কিকে সঙ্গে লইয়া তাহাকে আফ্রিকায় যাইতেই হইবে।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া ওয়াল্‌ডো ক্রাস্‌কির হাত ধরিয়া বলিল, "এস মিঃ ক্রাস্‌কি, তোমার কোন ভয় নাই, তোমাকে যাইতেই হইবে।"

ক্রাস্‌কি সভয়ে হাত টানিয়া লইয়া সেই কক্ষের দ্বার খুলিবার জন্য দ্বারের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিল।

অনুরোধে কোন ফল হইল না দেখিয়া, ওয়াল্‌ডো একলম্ফে ক্রাস্‌কির পশ্চাতে গিয়া দুই হাতে তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরিল, তাহার পর সেই সাড়ে তিন মণ ভারি জোয়ানটাকে এভাবে কাঁধে তুলিয়া লইল—যেন সে একটি শিশু! (as though he were merely a child.) ওয়াল্‌ডো তাহাকে কাঁধে ফেলিয়া দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া জানালার দিকে অগ্রসর হইল।

ওয়াল্‌ডোর এই অদ্ভুত ব্যবহারে এবং তাহার বিপুল বলের (stupendous

strength) পরিচয় পাইয়া ক্রাস্‌কি ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইল। স্যাণ্ডো প্রভৃতি পালোয়ানের বাহুবল কিরূপ অসাধারণ তাহা ক্রাস্‌কির অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু ওয়ালডোর অপরিমিত শক্তির পরিচয় পাইয়া তাহার মনে হইল—ওয়াল্‌ডোর ন্যায় বলবান ব্যক্তি পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই। ক্রাস্‌কি তাহার বাহু-পাশে বন্দী হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "তুমি ওরকম আহাম্মুকি করিও না, শীঘ্র আমাকে নামাইয়া দাও। তোমার মতলব কি? তুমি কি আমাকে এই তেতালা হইতে নীচে ফেলিয়া দিয়া মারিয়া ফেলিবে?"

ওয়াল্‌ডো অচঞ্চল স্বরে বলিল, "তোমাকে কি উপায়ে উদ্ধার করি তাহা শীঘ্রই জানিতে পারিবে।"

ওয়াল্‌ডো ক্রাস্‌কিকে কাঁধে লইয়া তাড়াতাড়ি জানালার নিকট উপস্থিত হইল। সে জানালার ধারির উপর উঠিয়া, তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল; এবং তৎক্ষণাৎ দুই পা শূন্যে তুলিয়া তদ্দারা সেই মোটা কাছি চাপিয়া ধরিল। সেই সময় ক্রাস্‌কি তাহার বুকে উপুড় হইয়া পড়িয়া নীচে পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিল; নব্বই ফিট নীচে পথের দিকে চাহিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সে ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া ওয়াল্‌ডোর কবল হইতে মুক্তি-লাভের জন্য ছট্‌-ফট্‌ করিতে লাগিল। কিন্তু ওয়াল্‌ডোর উভয় বাহুর বন্ধন শিথিল করা তাহার অসাধ্য হইল; অথচ অধিক ধস্তাধ্বস্তি করিতেও তাহার সাহস হইল না, কারণ সে বুঝিতে পারিল যদি ওয়াল্‌ডোর হাত দু'খানি তাহার টানাটানিতে একটু আল্‌গা হয়, তাহা হইলে সে সেই জানালা হইতে নীচে পড়িয়া মুহূর্ত্তমধ্যে চূর্ণ হইবে; তাহার একখানি অস্থিও আস্ত থাকিবে না।

ওয়াল্‌ডো ক্রাস্‌কিকে তাহার ভুজবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে দেখিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "স্থির হইয়া পড়িয়া থাক, এখানে হাঁচড়-পাঁচড় করিলেই নীচে ছিট্‌কাইয়া পড়িবে, পড়িলে আর তোমার জীবনের আশা থাকিবে না। এ বল-প্রকাশের যায়গা নয় বন্ধু!"

ক্রাস্‌কি হতাশ ভাবে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তুমি ক্ষেপিয়াছ! এখান হইতে নামিবার চেষ্টা করিলে তুমি নিজে ত মরিবেই, আমাকেও মারিবে।"

কিন্তু ক্রাস্‌কি আছাড় খাইবার আশঙ্কায় আর বল প্রকাশ করিল না। সে বুঝিতে পারিল অস্থিরতা প্রকাশ করিলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য ; কিন্তু ওয়াল্‌ডো কি কৌশলে তাহার প্রাণরক্ষা করিবে—ক্রাস্‌কি তখনও তাহা ধারণা করিতে পারিল না। যদি সে তাহা বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে সেই স্থানেই তাহার মূর্চ্ছা হইত। ওয়াল্‌ডো তাহাকে লইয়া যে ভাবে সেখান হইতে নীচে নামিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, সেরূপ দুঃসাহসের কাজ সে জীবনে কখন করে নাই ; সেরূপ অদ্ভুত ডিগ্‌বাজি তাহার পক্ষে সেই প্রথম।

কিন্তু ওয়াল্‌ডো মুহূর্ত্তের জন্য ইতস্ততঃ করিল না, তখন আর চিন্তা করিবার অবসর ছিল না ; এবং শেষ মুহূর্ত্তে ক্রাস্‌কি তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেও আর আপত্তি করিবার অবসর পাইল না। (no time for making objections.)

খাস কামরার দ্বারে এক সঙ্গে দুম্‌দাম্‌ করিয়া অনেকগুলি বুটের আঘাত হইল। রুদ্ধ দ্বার ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়ে আর কি ! সেই শব্দ শুনিয়া ওয়াল্‌ডো বলিল, "এইবার ঝুলিয়া পড়িব, পরমেশ্বর করুন দড়া-গাছটা যেন আমাদেব উভয়ের ভারে ছিঁড়িয়া না পড়ে। আশা করি ইহা আমাদের উভয়ের ভার সহ্য করিতে পারিবে।"

ক্রাস্‌কি আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "ঐ দড়া ?—তুমি কি আমাকে লইয়া ঐ দড়া গলায় জড়াইয়া—"

কিন্তু ক্রাস্‌কির মুখের কথা মুখেই থাকিল, ওয়াল্‌ডো তৎক্ষণাৎ ডিগবাজি আরম্ভ করিল। ক্রাস্‌কি ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় পাতলা হইলে সে বিন্দুমাত্র চিন্তিত হইত না ; কিন্তু সাড়ে তিন মণ ভারি জোয়ানকে জড়াইয়া ধরিয়া সেই রজ্জুর সাহায্যে নব্বই ফিট নিম্নে অবতরণ করা একটু আতঙ্কজনক বলিয়াই তাহার ধারণা হইল।

ওয়াল্‌ডো পূর্ব্বেই তাহার পদদ্বয় বাজিকরের ভঙ্গিতে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিল; সে দুই পা পূর্ব্বোক্ত দড়ার দিকে প্রসারিত করিয়া পা দু'খানি দিয়া দড়া জড়াইয়া ধরিল,এবং ক্রাস্‌কিকে বুকে ফেলিয়া ও দুই উরু দ্বারা তাঁহার পদদ্বয় দৃঢ়রূপে চাপিয়া

ধরিয়া একটা ঝুল দিল। সেই ঝুলে সে জানালার ধারি হইতে স্খলিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে সে হেটমুণ্ডে উর্দ্ধপদে সেই স্থূল রজ্জুতে বাধিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে সবেগে নীচে নামিতে লাগিল। কোন বেলুনের আরোহী উর্দ্ধাকাশ হইতে 'প্যারাচুটের' সাহায্যে ভূতলে অবতরণ করিবার সময়,প্যারাচুট খুলিবার পূর্ব্বে যেরূপ বেগে নীচে পড়িতে থাকে, ওয়াল্‌ডো ক্রাস্‌কিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া সেইরূপ বেগে স্থূল রজ্জু অবলম্বনে নীচে পড়িতে লাগিল। ওয়াল্‌ডোর পরিচ্ছদ সেই রজ্জুর সংঘর্ষণে এরূপ উত্তপ্ত হইল যে, তাহা হইতে ধূম উদ্গত হইতে লাগিল!

ক্রাস্‌কি ওয়াল্‌ডোর ক্রোড়ে আবদ্ধ হইয়া অধোমুখে নামিতে লাগিল, তখন তাহার চেতনা বিলুপ্ত না হইলেও যেন মোহ উপস্থিত হইয়াছিল। সে তখন হাঁপাইতেছিল তাহার বিস্ফারিত চক্ষু কপালে উঠিয়াছিল, এবং মুখ-বিবর উন্মুক্ত হওয়ায় তাহার দন্তশ্রেণীর শুভকান্তি বিকীর্ণ হইতেছিল।—সে ভাবিতেছিল, সে মরিয়া গিয়াছে, এবং কোন বিশালকায় শকুনী তাহার মৃতদেহ সুতীক্ষ্ণ নখে বিঁধিয়া লইয়া শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছে! অস্থিরতা প্রকাশ করা দূরের কথা—একটি আঙ্গুল নড়াইতেও তাহার সাহস হইল না।

ওয়াল্‌ডোর মনে তখন অন্য কোন ভয় ছিল না। বিদ্যুদ্বেগে সে নীচে পড়িবার সময় ভাবিতেছিল—এই বেগ সে কিরূপে সংবরণ করিবে? যদি এই বেগে পথের উপর পড়িতে হয়—তাহা হইলে সেই আঘাতে সর্ব্বাঙ্গ গুঁড়া হইয়া যাইবে। সুতরাং মৃত্তিকা স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই এই বেগ হ্রাস করিতে হইবে।

যাহা হউক, উভয়েই সেই দড়া বহিয়া পড়িতে লাগিল। ওয়াল্‌ডোর মাথা নীচে ছিল, রজ্জু তাহার পদদ্বয়ের ভিতর দিয়া নামিলেও, তাহার পিঠ ও বগল সেই রজ্জুর আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। একাকী হইলে সে হাসিতে হাসিতে এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিত; কিন্তু সাড়ে তিন মণ ভারি একটা মাংসপিণ্ড বুকে করিয়া রজ্জু অবলম্বনে এইভাবে নামিয়া আসা যে কিরূপ অসাধ্য সাধন তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

রজ্জু অবলম্বন করিয়া ওয়াল্‌ডোকে তেতালার ছাদ হইতে এই ভাবে নামিতে দেখিয়া পথের বহু লোক উর্দ্ধদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। বালিকা

ও যুবতীরা ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, কাহারও কাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। দেখিতে দেখিতে সেই পথে বিস্তর লোক জমিয়া গেল; সকলেই রুদ্ধ নিশ্বাসে তাহাদের দিকে চাহিয়া ভাবিল—"গেল, আর উহাদের রক্ষা নাই! ভীষণ বেগে মাটীতে পড়িবামাত্র উহাদের দেহ চূর্ণ হইবে।"

কিন্তু নব্বই ফিট ঊর্দ্ধস্থিত ছাদ হইতে নামিতে তাহাদের অধিক সময় লাগিল না। মাটী হইতে কুড়ি পঁচিশ ফিট ঊর্দ্ধে থাকিতে ওয়াল্‌ডো গতিবেগ সংযত করিবার জন্য তাহার বিপুল শক্তির প্রতিকণা দ্বারা চেষ্টা করিতে লাগিল। (exerted every atom of his stupendous strength.) তাহার পরিচ্ছদ হইতে প্রচুর পরিমাণে ধূম্র উদ্গত হইতে লাগিল। the smoke poured from his clothing in volumes.) সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিস্ফুলিঙ্গও লক্ষিত হইল! কিন্তু অবশেষে ওয়াল্‌ডোর প্রাণপণ চেষ্টা সফল হইল। ওয়াল্‌ডো যেরূপ 'বজ্র আঁটুনি'তে সেই রজ্জু চাপিয়া ধরিয়াছিল—তাহার ফলে সে অপেক্ষাকৃত অল্প বেগে নির্ব্বিঘ্নে পথে অবতরণ করিতে সমর্থ হইল। তাহার বা ক্রাস্‌কির দেহে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগিল না।

পথে নামিয়া ওয়াল্‌ডো দড়া ছাড়িয়া দিল, এবং ক্রাস্‌কিকে পাশে নামাইয়া দিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। সে ক্রাস্‌কি বলিল, "নির্ব্বিঘ্নে নামিতে পারিয়াছ ত? তখন যে ভয়েই মরিতেছিলে! কিন্তু এখানে আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করা হইবে না।"

তাহাদিগকে দড়া বহিয়া অক্ষত দেহে ভূতলে অবতরণ করিতে দেখিয়া পথের সেই জন-সমুদ্র আনন্দে তুমুল কোলাহল করিতে লাগিল। এরূপ বিস্ময়াবহ দৃশ্য তাহারা পূর্ব্বে কোন দিন সন্দর্শন করে নাই; তাহাদের তাহা কল্পনারও অতীত ছিল। কিন্তু ওয়াল্‌ডো সেই বিপুল জনসঙ্ঘের উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া, ক্রাস্‌কির হাত ধরিয়া তাহাকে পথের অন্য ধারে টানিয়া লইয়া গেল। সেই স্থানে একখানি বৃহৎ মোটর-কার 'হুড্‌' নামাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল; গাড়ীতে আরোহী ছিল না, আরোহী পাশের একটি দোকানে কি কিনিতে গিয়াছিল। সোফেয়ার তাহার আসনে বসিয়া সেই জনতা লক্ষ্য করিতেছিল।

ওয়াল্‌ডো চক্ষুর নিমেষে সেই মোটর-কারের সোফেয়ারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং দুই হাতে তাহার দুই কাঁধ ধরিয়া তাহাকে শূন্যে তুলিল ; পরমুহূর্ত্তেই তাহাকে পথের মধ্যস্থলে নামাইয়া দিয়া (dropped him into the roadway.) তাহার শূন্য আসন অধিকার করিল। তাহার ইঙ্গিতে ক্রাস্‌কি পূর্ব্বেই এক লম্ফে গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিল। ওয়াল্‌ডো পশ্চাতে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ গাড়ীতে 'ষ্টার্ট' দিল।—এ সকল কাজ শেষ করিতে তাহার দুই মিনিটও লাগিল না।

ওয়াল্‌ডোর পরিচ্ছদ হইতে তখনও ধূম নির্গত হইতেছিল, এবং দেহের কোন কোন স্থান অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পুড়িয়া ফোস্কা উঠিয়াছিল ; কিন্তু সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। তাহার দেহ লোহার মত শক্ত, সেই দেহের কোন স্থানে আঘাত লাগিলে, বা কোথাও অল্প পুড়িলে সে বেদনা বোধ করিত না। সে দুই একটা থাবা মারিয়া ধূমায়মান অগ্নির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিল।

মোটর-কারের সোফেয়ারকে ওয়াল্‌ডো আচম্বিতে গাড়ী হইতে অপসারিত করিয়া পথে বসাইয়া দিলে, সে ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া থাকিয়া যখন প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিল—তখন সে ব্যাকুলভাবে "আমার কার !—ডাকাতে আমার কার চুরি করিয়া পলাইতেছে" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তাহার গাড়ীর কাছে দৌড়াইয়া গেল ; কিন্তু সে গাড়ী স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই ওয়াল্‌ডো নক্ষত্র-বেগে গাড়ী লইয়া অদৃশ্য হইল।

ওয়াল্‌ডোকে ঐ ভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া পথিকেরা, এমন কি, ঘাঁটির পুলিশ সেই স্থানে উপস্থিত থাকিলেও, তাহাকে বাধা দিল না। মোটর-কারের সোফেয়ার যখন হতবুদ্ধি হইয়া 'ডাকাতে আমার কার চুরি করিয়া পলাইতেছে' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে তাহার গাড়ী ধরিতে গেল, ও ওয়াল্‌ডো অন্তর্হিত হইল, তখন পথিকেরা মহানন্দে করতালি দিয়া 'সাবাস, সাবাস' বলিয়া পলাতকের প্রশংসা করিতে লাগিল! তাহাদের ধারণা হইয়াছিল—ইহা কোন চলচ্চিত্রের ফিল্‌ম্‌ওয়ালাদের অভিনয় মাত্র! (onlookers believed that this was some kind of film stunt.)

ইতিমধ্যে ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ক্রাস্‌কির খাস-কামরার দরজা ভাঙ্গিয়া সদলে

সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সেই কক্ষে ক্রাস্‌কিকে দেখিতে পাইলেন না ; খোলা জানালার অদূরে সেই মোটা দড়া দেখিয়া তাঁহারা প্রকৃত রহস্যের আভাস পাইলেন। তাঁহারা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ওয়াল্‌ডোর পরিচালিত ধাবমান মোটর-কার খানি দেখিতে পাইলেন ; তাহার সোফেয়ারের আর্ত্তনাদও তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল।

মিঃ ব্লেক, স্মিথ ও লর্ড ব্লেনমোর বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ; ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ক্রোধে চোখ মুখ রাঙ্গা করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। —বৃথা ক্রোধ !

যাহা হউক, প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "আপনাকে কি বলিয়াছিলাম—স্মরণ আছে কি ? এ সকলই আপনার সেই ওয়াল্‌ডোর কীর্ত্তি ! সে ভিন্ন অন্য কেহ ক্রাস্‌কিকে ও-ভাবে সঙ্গে লইয়া সরিয়া পড়িতে পারিত না।"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আপনার কথা সত্য ; পৃথিবীতে আর কোন ব্যক্তি এরূপ অসাধ্য সাধন করিতে পারিত না। এই তেতালা হইতে ক্রাস্‌কিকে ঘাড়ে লইয়া, রজ্জুর সাহায্যে এক শ ফিট নীচে নামিয়া পলায়ন করা মানুষের মধ্যে একমাত্র ওয়াল্‌ডোরই সাধ্য। আপনি অবিলম্বে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার ব্যবস্থা করুন। এখনও উহারা অধিক দূরে পলায়ন করিতে পারে নাই। তবে ওয়াল্‌ডোকে গ্রেপ্তার করা আপনাদের সাধ্য হইবে কি না সন্দেহ ; কারণ পাঁকাল মাছের মত তাহার পিছলাইয়া পলাইবার অভ্যাস আছে।"

লেনার্ড গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "সে আসামীকে পলায়নে সাহায্য করিয়াছে। এই অপরাধে তাহার কঠোর দণ্ড হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড সদলে তাড়াতাড়ি সেই অট্টালিকা পরিত্যাগ করিলেন। স্মিথও তাঁহাদের অনুসরণে উদ্যত হইয়াছিল ; কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "উহাদের সঙ্গে গিয়া কোন ফল নাই স্মিথ ! ক্রাস্‌কি যে শীঘ্র ধরা পড়িবে—তাহার সম্ভাবনা নাই ; বিশেষতঃ সে অপরাধী, সুতরাং তাহার গ্রেপ্তারের ভার পুলিশই গ্রহণ করুক।"

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, আমি মনে করিয়াছিলাম ওয়াল্‌ডো চুরি ডাকাতি ছাড়িয়া দিয়া সৎপথে চলিবে; কিন্তু তাহার ব্যবহার দেখিয়া আমি বড়ই নিরাশ হইয়াছি। সে ক্রাস্‌কির মুরুব্বি হইয়া এই ভাবে সেই দস্যুটাকে সাহায্য করিল?"

মিঃ ব্লেক ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "স্মিথ, কি বলিব আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! আমার এখনও বিশ্বাস—ওয়াল্‌ডো কোন একটা গূঢ় অভিসন্ধিতে ক্রাস্‌কির পক্ষ সমর্থন করিতেছে, তাহার মনের কথা আমি জানিতে পারি নাই। তবে বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হয় বটে, ওয়াল্‌ডো সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহার পুরাতন পেশা অবলম্বন করিয়াছে। (he has gone back to his old criminal tricks.) সে সদুদ্দেশ্যে আমার নাম গ্রহণ করিয়া মিস্ রোসেনের গুপ্তকথা জানিয়া লইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করিতে সত্যই আর প্রবৃত্তি হইতেছে না। ইদানী তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহার সম্বন্ধে আমার যে উচ্চ ধারণা হইয়াছিল, তাহা যে অমূলক—এ কথা মনে করিতেও আমার কষ্ট হইতেছে।"

মিঃ ব্লেক রুপার্ট ওয়াল্‌ডোকে যে ভুল বুঝিলেন, ইহা পাঠক পাঠিকাগণের অজ্ঞাত নহে। অদ্ভুতকর্ম্মা ওয়াল্‌ডো ক্রাস্‌কির সহিত যোগদান করিয়া তাহাকে সাহায্য করিলেও তাহার উদ্দেশ্য অসাধু নহে। সে স্থির করিয়াছিল, ক্রাস্‌কি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া যাহাতে তাহাকে আফ্রিকায় লইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিবে। তাহার সাহায্যে আরাসঙ্গো নদীতীরে উপস্থিত হইয়া পেত্‌নী দহ হইতে মার্ক রোসেনের হীরাগুলি উদ্ধার করিবে; কিন্তু তাহা ক্রাস্‌কির হস্তে অর্পণ না করিয়া সেই সকল হীরা লণ্ডনে আনিবে, এবং তাহা সেই বিপুল সম্পদের বৈধ উত্তরাধিকারিণী বেটী রোসেনকে প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিবে। তাহার চরিত্রগত বিশেষত্ব সে ত্যাগ করে নাই।

নবম প্রবাহ

আফ্রিকায় যাত্রা

পরদিন মিঃ ব্লেক লর্ড ব্লেনমোরকে তাঁহার গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; যথাসময়ে তিনি মিঃ ব্লেকের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভোজনে বসিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে মিঃ ব্লেক টেলিফোনের ঝন্‌ঝনি শুনিয়া রিসিভার তুলিয়া লইলেন। তাঁহার যে কথা শুনিবার ছিল—তাহা শুনিয়া রিসিভার নামাইয়া রাখিলেন, এবং ভোজন-টেবিলের কাছে ফিরিয়া আসিয়া লর্ড ব্লেনমোরকে ও স্মিথকে বলিলেন, "কাজের সংবাদ কিছুই জানিতে পারিলাম না। যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাহাই ফলিয়া গিয়াছে। ওয়াল্‌ডো ও ক্রাস্‌কি নিরুদ্দেশ! তাহারা যে মোটর-কার লইয়া উধাও হইয়াছিল—তাহা ক্রয়ডনের নিকট খালি পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে; সুতরাং ওয়াল্‌ডো ও ক্রাস্‌কি ক্রয়ডনে উপস্থিত হইয়া কোন এরোপ্লেনে দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছে—এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।—পুলিশ তাহাদের গতিবিধি সম্বন্ধে এখনও তদন্ত করিতেছে বটে, কিন্তু পুলিশ এদেশে তাহাদের সন্ধান পাইবে না, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।"

স্মিথ বলিল, "ওয়াল্‌ডো পুলিশের চোখে ধুলা দিয়া পলায়ন করিলে পুলিশের সাধ্য নাই যে পুনর্ব্বার তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে।"

অতঃপর তাঁহারা আহারে বসিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সকলেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে ভোজন শেষ করিলেন; কাহারও মনে সুখ ছিল না। তিন জনেরই মুখ বিষণ্ণ; কাহারও উৎসাহের চিহ্নমাত্র লক্ষিত হইল না।

তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও আজব আয়নার সন্ধান পান নাই; পুলিশ তাহা হস্তগত করিতে পারে নাই। তাহা ক্রাস্‌কির কোটের পকেটে সংগুপ্ত ছিল, তাহা লইয়াই সে চম্পট দান করিয়াছিল। সুতরাং তাহা উদ্ধারের সম্ভাবনা ছিল

না। মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন সে আরাসঙ্গো নদী হইতে মার্ক রোসেনের হীরাগুলি আত্মসাৎ করিবার আশায় সেই আয়না সহ আফ্রিকায় পলায়ন করিয়াছে, এবং এই কঠিন কার্য্য অন্য কাহারও সাধ্য নহে বুঝিয়া অদ্ভুতকর্ম্মা ওয়াল্‌ডোকেও সে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে।

আহারান্তে লর্ড ব্লেনমোর কয়েক মিনিট কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনারা বহুদূরবর্ত্তী বিদেশের কোন দুর্গমতম বিপজ্জনক অংশে ভ্রমণ করিতে যাইতে সম্মত আছেন কি? আমার জাহাজ 'ওয়ান্‌ডারার' এখন লণ্ডনের ডকে বিশ্রাম করিতেছে; কিন্তু সে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "বিদেশে? কত দূরে? আমার বিশ্বাস, এবার আফ্রিকার দুর্গম কঙ্গো রাজ্যের জঙ্গলে গিয়া হাওয়া খাইবার জন্য আপনার আগ্রহ হইয়াছে।—আমার এই অনুমান সত্য নহে কি?"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "আপনার অনুমান মিথ্যা নহে মিঃ ব্লেক! আর সেখানে যাইবারই বা বাধা কি? আমি আরাসঙ্গো নদী চিনি; কিছু দিন পূর্ব্বে সেই নদীতে জল-বিহার করিয়া আসিয়াছি। সুতরাং যে দহে মার্ক রোসেনের হীরাগুলি সঞ্চিত আছে, সেই দহে উপস্থিত হওয়া আমাদের অসাধ্য হইবে না।"

সেই মুহূর্ত্তে মিঃ ব্লেকের ভোজন-কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, এবং মিস্ বেটী রোসেন ব্যগ্রভাবে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখাইলেও তাহার মুখ প্রফুল্ল, চক্ষুতে হর্ষজ্যোতিঃ পরিস্ফুট। তাহাকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহারা তিনজনেই সবিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিলেন।

বেটী রোসেন আবেগ-বিহ্বল স্বরে বলিল, "মিঃ ব্লেক, আমি এইভাবে হঠাৎ আপনাদের সম্মুখে আসিয়া বিশ্রামের ব্যাঘাত করিলাম; আমার এই ধৃষ্টতা দয়া করিয়া মার্জ্জনা করুন; কিন্তু—কিন্তু আমাকে—"

মিঃ ব্লেক তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "মিস্ রোসেন, তোমাকে অত্যন্ত

বিচলিত দেখাইতেছে, আগে বল কোন নূতন সংবাদ আছে কি না। তুমি বাঙ্ক এখানে আসিয়া অন্যায় কর নাই; আমাদেরও কোন অসুবিধা হয় নাই। তোমার ক্ষমা প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন।"

বেটী বলিল, "হাঁ, মিঃ ব্লেক নূতন সংবাদ আছে। সু-সংবাদ। এরূপ সু-সংবাদ যে তাহা বিশ্বাস করিতে হয় ত আপনাদের প্রবৃত্তি হইবে না।"

বেটীর মুখে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইল, যেন অন্ধকার রজনীর অবসানে তাহার তরুণ-জীবন নবীন ঊষার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। লর্ড ব্লেনমোর তাহার প্রফুল্ল মুখকান্তি মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিলেন। তিনি তাহাকে পূর্ব্বে একাধিক বার দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার এরূপ প্রফুল্ল মূর্ত্তি কোন দিন দেখিতে পান নাই। তিনি তাহার উৎসাহ-প্রদীপ্ত চক্ষুদুটি হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না।

বেটী রোসেন রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল, "হাঁ সু-সংবাদ। বাবা বাঁচিয়া আছেন।"

লর্ড ব্লেনমোর বিস্ময়-বিহ্বল স্বরে বলিলেন, "বাঁচিয়া আছেন? দুই দিন পূর্ব্বে যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে—তিনি বাঁচিয়া আছেন! তুমি পাগলের মত কথা বলিতেছ।—পিতৃশোকে তুমি কি ক্ষেপিয়া গিয়াছ?"

বেটী রোসেন হাসিয়া বলিল, "আপনি ভয় পাইবেন না, আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয় নাই। সত্যই বাবা বাঁচিয়া আছেন। এ সংবাদ বোধ হয় অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য বলিয়াই আপনাদের ধারণা হইয়াছে।'

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, তোমার কথা অবিশ্বাস করিতেছি না; কেন তুমি মিথ্যা কথা বলিবে? তুমি সত্য কথাই বলিতেছ; কিন্তু আমরা যাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছি, যাঁহার হত্যাকাণ্ডের জন্য এত বিভ্রাট ঘটিল, একটা নিগ্রো গুলী খাইয়া মরিল,—তিনি হঠাৎ কিরূপে বাঁচিয়া উঠিলেন?"

বেটী রোসেন বিহ্বল স্বরে বলিল, "তাহা আমি এখনও জানিতে পারি নাই। একজন পুলিশম্যান আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল—আমাকে একবার মড়ি-খানায় (mortuary) যাইতে হইবে। আমি সেখানে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হইয়া শুনিলাম—বাবাকে সেখান হইতে চেয়ারিং ক্রশের হাসপাতালে লইয়া

শা ম্না হইয়াছে। হাসপাতালের ডাক্তারেরা তাঁহাকে মৃত মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। তাঁহার মাথার খুলি ফাটিয়া গিয়াছে, (his skull is fractured.) এবং এখন পর্য্যন্ত তাঁহার চেতনা-সঞ্চার হয় নাই; কিন্তু ডাক্তারদের বিশ্বাস, এ যাত্রা তিনি বাঁচিয়া যাইবেন। সেই সংবাদ পাইবামাত্র আমি আপনাকে তাহা বলিতে আসিলাম মিঃ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিস্ রোসেন, তোমার নিকট এই সু-সংবাদ পাইয়া কিরূপ সুখী হইয়াছি—তাহা আমার প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি—তোমার এই সংবাদ যেন অমূলক না হয়।"

বেটী রোসেন বলিল, "না মিঃ ব্লেক, এই সংবাদ অমূলক হইবার আশঙ্কা নাই। আমি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিলে তিনি আমাকে বলিলেন, বাবার মাথায় যে আঘাত লাগিয়াছিল, সেই আঘাতে কোন্ একটা শিরা অসাড় হইয়াছিল; তিনি ডাক্তারী ভাষায় সেই বিশেষত্ব সম্বন্ধে যে কথা বলিলেন—তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু বাবার মস্তিষ্কের এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়াই ডাক্তারের ধারণা হইয়াছিল! (giving rise to the belief that he was dead.) অথচ প্রকৃতপক্ষে তাঁহার আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই। তাঁহার জীবন বিপন্ন হইবারও আশঙ্কা নাই। ডাক্তার বলিয়াছেন—তিনি নিশ্চয়ই সুস্থ হইবেন। তাঁহার চেতনা-সঞ্চার হইতে দুই একদিন বিলম্ব হইতে পারে।"

এই সুসংবাদে সকলেই সুখী হইলেন বটে, কিন্তু লর্ড ব্লেনমোরের আনন্দের সীমা রহিল না; কারণ মার্ক রোসেনের অপমৃত্যুর জন্য তিনি আপনাকে আংশিক দায়ী মনে করিয়াছিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া আফ্রিকায় যাইবার জন্য তাঁহার জিদ বাড়িয়া উঠিল। তিনি মিস্ বেটী রোসেনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিস্ রোসেন, আমার মাথায় একটা খেয়াল চাপিয়াছে। আমি শীঘ্রই আফ্রিকা-ভ্রমণে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছি। হতভাগা ক্রাস্কি তোমার পিতার সেই আজব আয়নাখানি চুরি করিয়া আরাসঙ্গো নদীর পেত্নী দহ হইতে হীরাগুলি তুলিয়া আনিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, এবং আমাদের বিশ্বাস, সে এরোপ্লেনে

উঠিয়া আফ্রিকায় যাত্রা করিয়াছে। আমরা তাহার এই দুরভিসন্ধিতে বাধা দিতে চাই। আমার 'ওয়াণ্ডারার' নামক জাহাজ তোমার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত আছে। তুমি দয়া করিয়া আমাকে সেই জাহাজে আফ্রিকায় গমনের অনুমতি দান করিলে অনুগৃহীত হইব। মিঃ ব্লেক, স্মিথ ও তুমি আমার সঙ্গে যাইবে। হাঁ, তোমাদিগকে আমার সঙ্গী হইতেই হইবে। আমরা তোমার পিতার হীরাগুলি উদ্ধার করিব। আরাসঙ্গো নদী আমার পরিচিত, সেখানে গমন করিয়া পেত্‌নী দহের সন্ধান করা আমাদের অসাধ্য হইবে না। মিঃ রোসেন জীবিত আছেন, সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করা একান্ত অপরিহার্য মনে করিতেছি। তস্কর ক্রাস্‌কি যে সেখানে গিয়া সেগুলি আত্মসাৎ করিবে—তাহার এই আশা আমরা সফল হইতে দিব না।"

বেটী রোসেন লর্ড ব্লেনমোরের কথা শুনিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, যেন তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হইল। লর্ড ব্লেনমোরের প্রস্তাব এরূপ অসম্ভব মনে হইল যে, সে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। অবশেষে বলিল,"এ যে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার! সেই বিপুল ব্যয় বহন করা আমাদের অসাধ্য। আমার বাবা অত্যন্ত দরিদ্র—"

লর্ড ব্লেনমোর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এবং অত্যন্ত স্বাধীন-চেতা। এইজন্য তিনি অন্যের আনুগত্য স্বীকারে কুণ্ঠিত; কিন্তু তাহাতে কোন অসুবিধার আশঙ্কা নাই। পেত্‌নী দহ হইতে হীরাগুলি তুলিয়া আনিবার পর তাঁহার অর্থ-কষ্ট দূর হইবে, তিনি ধনবান হইবেন; তখন যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়—তাহা হইলে অনায়াসেই এই ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন।"

বেটী রোসেন বলিল, "কিন্তু আমাদের চেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হইবে, ইহা কেহই বলিতে পারে না। যদি আমরা পেত্‌নী দহের সন্ধান না পাই? যদি হীরাগুলি আমাদের হস্তগত না হয়—তখন?"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "তখন এই ব্যয়ভারের দায়িত্ব তোমার পিতাকে গ্রহণ করিতে হইবে না, এ দায়িত্ব আমি স্বয়ং গ্রহণ করিব। (I 'll stand the risk.) না মিস্ রোসেন, আমি তোমার কোন আপত্তি শুনিব না। তোমাকে ত আমার সঙ্গে যাইতেই হইবে, মিঃ ব্লেক ও স্মিথও যাইবেন।"

স্মিথ হাসিয়া বলিল, "আমার বিশ্বাস, কর্ত্তাকে এই প্রস্তাবে রাজী করা আপনার পক্ষে কঠিন হইবে না।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছ স্মিথ, আমাকে রাজী করিবার জন্ম পীড়াপীড়ি করিতে হইবে না। কিন্তু আমি হীরাগুলি উদ্ধারের জন্ম তেমন ব্যগ্র হই নাই, আমি ওয়াল্‌ডোর সন্ধানে যাইব, এবং সে যদি সত্যই অপরাধী হয়—তাহা হইলে তাহার যথাযোগ্য দণ্ডের ব্যবস্থা করিব। তাহার কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতা আমি মার্জ্জনা করিব না। সে ক্রাস্‌কিকে সাহায্য করিবার জন্ম আফ্রিকায় গিয়া থাকিলে—তাহার অনুসরণ করাই আমার কর্ত্তব্য।

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "তাহারা এরোপ্লেনে উড়িয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহাদের অনুসরণে আর আমাদের বিলম্ব করিলে চলিবে না। 'ওয়াণ্ডারার' জাহাজ সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছে; ইংলণ্ড ত্যাগের পূর্ব্বেই আমি মতোঙ্গাকে 'কেবলগ্রামে' আমাদের আফ্রিকা-যাত্রার সংবাদ জানাইব। সে আমার তার পাইলেই বন্দরে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবে।"

বেটী রোসেন বলিল, "মতোঙ্গা!—কে সে?"

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, "মতোঙ্গা লুকোঙ্গা নামক বন্ম জাতির সর্দ্দার। মধ্য আফ্রিকার সর্ব্বস্থান তাহার সুপরিচিত; সে আমাদের পথ-প্রদর্শক হইবে। বিশেষতঃ, আরাসঙ্গো নদীর কোন অংশ তাহার অজ্ঞাত নহে। আরাসঙ্গো নদীর জল সর্ব্বত্র সুগভীর নহে, সুতরাং সেই নদীর কোন্ কোন্ অংশে গভীর দহ বর্ত্তমান—তাহা মতোঙ্গার সুবিদিত। তোমার পিতার হীরকগুলি আরাসঙ্গো নদীর যে অংশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে—সেই পেত্‌নী দহে সে আমাদিগকে অনায়াসে লইয়া যাইতে পারিবে। এ অবস্থায় তোমার পিতার সেই আজব আয়নার সাহায্য না পাইলেও আমাদের কোন অসুবিধা হইবে না। বার্থলোমো ক্রাস্‌কি ওয়াল্‌ডোর সঙ্গে সেই স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা সেখানে গিয়া তাহাদের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিতে চাই।"

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ ব্লেনমোরের এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন; অগত্যা বেটী রোসেনকেও অবশেষে সম্মত হইতে হইল।

দুই দিন পরে লর্ড ব্লেনমোরের 'ওয়াণ্ডারার' জাহাজ ইংলণ্ড ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া যাত্রারম্ভের সূচনাস্বরূপ ধূম উদ্গিরণ করিতে লাগিল। দুই দিনের মধ্যেই তাহার সকল আয়োজন শেষ হইয়াছিল। লর্ড ব্লেনমোর সদলে জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ ইহুদী মার্ক রোসেন চলৎশক্তি লাভ করায় আগ্রহের সহিত লর্ড ব্লেনমোরের দলে যোগদান করিয়াছিলেন; এজন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে হয় নাই। কিন্তু তাঁহার শরীর তখনও দুর্ব্বল থাকায়, বিশেষতঃ পরিচর্য্যার প্রয়োজন বুঝিয়া লর্ড ব্লেনমোর তাঁহার তত্ত্বাবধানের জন্য একজন ডাক্তার ও শুশ্রূষার জন্য দুইজন শুশ্রূষাকারিণী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারাও মিঃ রোসেনের সহিত আফ্রিকায় চলিলেন। সমুদ্র-বায়ু সেবনে শীঘ্রই তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে শুনিয়া বেটী রোসেন অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল; বিশেষতঃ পিতা তাহার সঙ্গে থাকায় তাহার আর উৎকণ্ঠার কোন কারণ ছিল না। লর্ড ব্লেনমোরের করুণা সে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিল, এবং জীবনের কঠোরতম দুর্দ্দিনেও তিনি তাহাদিগকে ত্যাগ করেন নাই, এই বিশ্বাস তাহার মনে দৃঢ়মূল হইয়াছিল। তাহাদের আশা হইয়াছিল—অচিরে তাহাদের সুখের দিন ফিরিয়া আসিবে; কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে—কে বলিতে পারে?

এই স্থানেই আজব আয়নার উপাখ্যানের পরিসমাপ্তি হইল। কিন্তু লর্ড ব্লেনমোরের ও মিঃ ব্লেকের আফ্রিকা-যাত্রার কি ফল হইয়াছিল—তাহার বিবরণ স্বতন্ত্র। সেই অত্যাশ্চর্য্য ও অদ্ভুত রহস্য-পূর্ণ ঘটনার বিবরণ পাঠক পাঠিকাগণ 'পেত্নী দহের হীরা' নামক পরবর্ত্তী উপন্যাসে পাঠ করিবেন। সেই বিবরণ অধিকতর কৌতুকাবহ, অধিকতর বিস্ময়াবহ ঘটনায় পূর্ণ। পেত্নী দহে মিঃ ব্লেক ও লর্ড ব্লেনমোরের সহিত ক্রাস্কি ও ওয়াল্ডোর সংঘর্ষণ-কাহিনী কিরূপ চিত্তাকর্ষক হইবে, তাহা পাঠক পাঠিকাগণ কতকটা অনুমান করিতে পারিবেন, এরূপ আশা বোধ হয় অসঙ্গত নহে।

সমাপ্ত

'রহস্য-লহরী' উপন্যাসমালার

১৩৪নং উপন্যাস

পেতনী দহের হীরা

পরবর্ত্তী ঘটনার বিবরণ।—সেই সকল ঘটনা যেরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ, সেইরূপ ভীষণ সঙ্কট-সমাকুল। ক্রাস্‌কি ওয়াল্‌ডোর সঙ্কল্পের কথা জানিত না; মিঃ ব্লেক ও তাহা জানিতেন না। এই জন্যই মিঃ ব্লেক ওয়াল্‌ডোকে গ্রেপ্তার করিবার আশায় তাহার অনুসরণ করিলেন। কিন্তু আরাসঙ্গো নদীতে উপস্থিত হইয়া ক্রাস্‌কির ষড়যন্ত্রে তাঁহাকে, লর্ড ব্লেনমোর ও স্মিথকে হঠাৎ শত্রুহস্তে বন্দী হইতে হইল। ওয়াল্‌ডোর সহিত ক্রাস্‌কির মতান্তর হওয়ায় ক্রাস্‌কি ওয়াল্‌ডোকে মনে মনে শত্রু মনে করিয়াও প্রকাশ্যে তাহার আনুগত্য অস্বীকার করিতে পারিল না; কারণ ওয়াল্‌ডো ভিন্ন রোসেনের হীরাগুলি উদ্ধারের আশা ছিল না। ক্রাস্‌কি ওয়াল্‌ডোর সাহায্যে হীরাগুলি হস্তগত করিয়া কৌশলে তাহাকে পুনর্ব্বার জলের ভিতর নামাইয়া দিল। ওয়াল্‌ডো ডুবুরীর পরিচ্ছদে দ্বিতীয়বার পেত্‌নী দহের গভীর গর্ভে ডুবিলে, বিশ্বাসঘাতক ক্রাস্‌কি নদীতীরে দাঁড়াইয়া নদীগর্ভস্থ ডুবুরির শ্বাসগ্রহণের উপায়—ওয়াল্‌ডোর বায়ু-নলটি (এয়ার-পাইপ) কাটিয়া দিল; ওয়াল্‌ডো দহের জলের ভিতর শ্বাস গ্রহণ করিতে না পারিয়া বিপন্ন হইল। তাহার পর কি কৌশলে সে উদ্ধার লাভ করিল, ক্রাস্‌কিকে এই বিশ্বাসঘাতকার কিরূপ ফলভোগ করিতে হইল, পেত্‌নী দহের হীরার পরিণাম কি, এবং বেটী রোসেন, লর্ড ব্লেনমোর, মিঃ ব্লেক ও স্মিথ শত্রু কর্ত্তৃক শৃঙ্খলিত হইলেও কিরূপে সেই মহাবিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিলেন—তাহার লোমাঞ্চকর কাহিনী পাঠে পাঠক পাঠিকাগণ স্তম্ভিত হইবেন। এক মাসের মধ্যেই পেত্‌নী দহের হীরা' তাহার পরবর্ত্তী ১৩৫ নং উপন্যাসের সহিত একত্র প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা এখন নূতন গ্রাহক হইবেন, এই দুই সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র তাঁহাদিগকে তাহা একত্র ভি. পি. ডাকে প্রেরিত হইবে। কেবল মাত্র দুইখানি একত্র পাঠাইবার আদেশ করিলেই গ্রাহক হওয়া যায়, অগ্রিম মূল্য পাঠাইতে হয় না।